

বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী

# ত্রিনিত্রি রাশিমাল্লা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল



বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী  
ত্রিনিত্রি রাশিমাল্লা  
মুহম্মদ জাফর ইকবাল



অনন্যা  
০৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রকাশক  মমিতলা হক  
অনন্যা]

৩৮/২ বাগেবাঝার, ঢাকা

প্রথম অনন্যা প্রকাশ  নভেম্বর ২০০৪

খবু  পঞ্চক

প্রথম  প্রব এম

কম্পোজ  তরী কম্পিউটার্স

৩৮/৪ বাগেবাঝার, ঢাকা

মুদ্রণ  রেবা প্রিন্টার্স

৩০/২ মেমেন্দু মাস রোড, ঢাকা

মাম  মারি টাকা

ISBN 984 412 443 3

সব লেখকেরই কখনো কখনো ইচ্ছে করে বিভিন্ন ভেদে একটি  
চরিত্র সৃষ্টি করতে, শ্যামল রুশ নামে সেরকম বিভিন্ন একটি  
চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে আমি 'ইন্ডিয়া রশিমালা' নামে এই  
বিজ্ঞান কল্পকাহিনীটি লিখেছিলাম।

বইটি অনন্যা থেকে নতুন ভাবে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে  
আমার খুব ভাল লাগেছে।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

৯.১১.২০০৪

ধান্দী, ঢাকা

আমাদের প্রকাশিত সেবকের অন্যান্য বই

শাড়া পরিবার  
কলাম সমা  
ক্যাম্প  
টুকুনিচিল  
বকুলস্ব  
সঙ্গীতসাহিত্য পাঠপত্র  
দ্বিধা গল্প ও অন্যান্য গল্প  
সাদাসিধে কথা  
বিশ বছর পর

আমি দীর্ঘ সময় খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। বাইরে আবহাওয়া অন্ধকার, আকাশে সন্ধ্যা মেঘ করেছে, মন্দিরের একটা নিয়চাপ এই এলাকার ওপর দিয়ে যাবার কথা। মেঘ আমার বড় ভাল লাগে, কিন্তু আজ আমি মেঘের জন্য অপেক্ষা করছি না। দিনের আলো নিভে যখন অন্ধকার নেমে আসে, নিজের আঙ্গিনায় কিছুটা শহুরে যখন একটা একটা করে নক্ষত্রের মতো অগোচর ফুটতে থাকে তখন সেটা দেখতেও আমার খুব ভাল লাগে, কিন্তু আজ আমি সেটাও দেখছি না। আমার মন আজ বড় বিকির, আমার ভালবাসার মেয়েটি আজ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

আমার হঠাৎ হিশার কথা মনে পড়ল, সাথে সাথে বুকের ডিভর জোখায় আমি যন্ত্রণা করে ওঠে। কিছুক্ষণ আগেও হিশা এই ঘরে ছিল। আমি আর হিশা মুখোমুখি বসেছিলাম। হিশা বসেছিল আমার খুব কাছে, এত কাছে যে আমি তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। জানলার নিচে ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল। সেই বাতাসে তার মাথার চুল উড়ে উড়ে জ্বলছিল, আমার খুব ইচ্ছে করছিল হাত দিয়ে আমি তার চুল স্পর্শ করি। কিন্তু আমি চুপ করে বসে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম, আমি বুঝতে পেরেছিলাম সে আজ আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।

হিশা অনেকক্ষণ বিবস্ত্র মুখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমার কপাল থেকে কয়েকটা চুল সরিয়ে নরম পল্লায় তেঁকে বসেছিল, রিকি-  
আমি কোন কথা না বলে তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিলাম। তখন সে কেমন যেন চোঁচা করে নিজেকে একটু শক্ত করে বসেছিল, আমি তেঁমাকে একটা কথা বলতে চাই রিকি।

আমি খুব সাবধানে একটা নিঃশ্বাস গোপন করে বসেছিলাম, তুমি কি বলবে আমি জানি হিশা।

হিশা তখন খুব অধিক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বসেছিল, তুমি জানো? হ্যাঁ আমি জানি। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নরম পল্লায় বসেছিলাম, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে, হিশা।

আমার কথা শুনে হিশা চমকে উঠেছিল, তার মুখ হঠাৎ রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ চোঁচা করে সে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞাস করছিল,

তুমি কেন করে এটা জানলে?

আমি মাথা নেড়ে বলেছিলাম, আমি জানি না।

তখন হিশা আমার নিকে অনেকক্ষণ বিমুগ্ধ নৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তার দুই চোখে পানি জমে উঠেছিল, হাত দিয়ে পানি মুছে সে গলার স্বর খুব স্বাভাবিক করে বলেছিল, আমি খুব দুঃখিত ছিলাম। তুমি খুব চমৎকার একটি মানুষ, আমি কখনো তোমার কথা ভুলব না। কিন্তু আমরা দুজনে একজন আরেকজানের জানো এই। আমরা যদি কাছাকাছি থাকি একজন থেকে আরেকজন শুধু কইই পাবে—

হিশা নরম গলায় আরো অনেক কথা বলেছিল, আমি সেগুলি জাল করে তিনিনি। সেদর কথাই কিছু আসে যায় না। আমার খুব ইচ্ছে করছিল তার দুই হাত আপটে ধরে অনমনা করে বলি, হিশা তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। আমি জানি তুমি কি চাও, আমি তোমার সব স্বপ্ন সত্য করে দেব। বিশ্বাস কর আমি ইচ্ছা করলে পারি।

কিন্তু আমি হিশাকে কিছু বলিনি। আমি তাকে উঠে যেতে দেখেছি, টেবিল থেকে তার ছোট ব্যাগটা তুলে নিয়ে সেখোঁছি তারপর আমাকে গভীর ভালবাসার একবার অভিনয় করে দরজা খুলে চলে যেতে দেখেছি। আমি তাকে তেঁকে ফেরাতে চেয়েছিলাম কিন্তু কেবাইনি। কেন কেবাইনি কে জানে—আমি অন্য মানুষের মনের কথা বুকে ফেলি অন্যায়সে কিছু কখনো নিজেকে বুকতে পারিনি। কেন বিশ্ব আমাকে সাধারণ একজন মানুষ করে জানা মিল না? কেন?

আমি জানালা খুলে নিত্রে তাকালাম এবং টিক তখন আমার খুব একটা বিচিত্র তিনিন মনে হয়। আমি যদি এখন তিনিশ' এগারো তারার ওপর থেকে নিচের চকচকে বাজায় কীভাবে পড়ি তাহলে কেন হয়? তিনিশ' এগারো তালা অনেক টী, নিচে পড়তে কম করে হলেও টোন সেকের সময় লাগবে। এই টোন সেকের সময় যখন নিজেকে ভুলপূন্য মনে হতে থাকবে এবং যখন নিশ্চিত মুহুর্তে কুর আমার নিকে এগিয়ে আসতে সেদর তখন কি জীবনকে একটি সম্পূর্ণ নতুন পুঁই থেকে দেখা যাবে? সে নৃষ্টিতে আমি জীবনকে কখনো দেখিনি? আমি এক রাসের সোজাতর নৃষ্টিতে নিচের নিকে তাকিয়ে রইলাম এবং টিক তখন আমার মনের কাছে কিটা ভিতরিন করে বলল, লাফ নিতে চাও?

আমি খুব দ্রুত নিকে তাকালাম, কিটা আমার ঘরের সৈন্যিন কাছে সাহায্য করার হাতে। সে সীমালিন থেকে আমার সাথে আছে। দুইময়রা সিনিন কোনে চার ময়র থেকে বেশি হওয়ার কথা নয়। পদুয়ার সীমালিনের সাহায্যেরি করলে তার সাথে আমার এক রাসের বিচিত্র পদুতর পড়তে উঠবে। ইন্দালী সে

আমাকে খানিকটা বুঝতে শিখিয়ে বলে মনে হয়। আমি এবটু অবাক হয়ে কিটিকে ভিজেন করলাম, তুমি কি বললে?

জানলা দিয়ে লাফ নিতে চাও?

লাফ দেব? কেন?

কেন মানুষকে যখন তাদের ভালবাসার মেহেরা ছেড়ে চলে যায় তখন তারা এরকম করে। কেউ মাথায় তলি করে কেউ জানলা দিয়ে লাফ দেয়। আমি ধবরের কাপজে পড়েছি। এটাকে মানসিক ভারসাম্যহীনতা বলে।

তোমার তাই মনে হচ্ছে? আমি মানসিক ভারসাম্যহীন?

হ্যাঁ। কিটা তার সবুজ চোখে এক ধরনের একমাত্রা খুঁটিলে হেলান তেঁটা করতে থাকে, মাথা বেড়ে বলে, তুমি আজ অবশি মানসিক ভারসাম্যহীন। তক্ষিতে দুই চামচ চিনি না দিয়ে এক চামচ চিনি দিয়ে। এক চামচ?

হ্যাঁ।

সেই জন্যে আমি মানসিক ভারসাম্যহীন?

হ্যাঁ। তুমি কম্পিউটারে তোমার জার্নেল পড়নি। চিঠি তুলে দেখনি। এমন এক বোমা হয়েছে তুমি তবু আমাকে রাতের খাবার গরম করতে বলনি। তুমি মানসিক ভারসাম্যহীন। তুমি দুঃখী। তুমি মনে হয় এখন জানলা দিয়ে লাফ দেবে।

আমি খানিকক্ষণ কিটিন নিকে তাকিয়ে থেকে মূনু হয়ে রললাম, কিটা তুমি একেবারে সত্যি কথা বলেছ। আমার সত্যি ইচ্ছে কখনো জানালা থেকে লাফ দিয়ে জীবন শেষ করে দিই।

আমি আগেও লক্ষ্য করেছি, আমার মনের গভীরের কথা খেলি কখনোই অন্য কোন মানুষকে জানতে দিই না আমি অকল্যা এই নির্বেধ হতেটীকে বলে ফেলি। হতেটী কখনোই আমার অনুভূতির গভীরতা ধরতে পারে না, আজকেও পারল না। তার মোখের উজ্জ্বল্য কয়েক ময়রা বাড়িয়ে নিয়ে বলল, আমারও তাই ইচ্ছে করছে।

তোমার কি ইচ্ছে করছে?

তোমার সাথে লাফ দিই।

কেন?

তুমি বলল মনে যাবে তখন আমাকে এমিরেরই জলে করে ফেলবে। তার মজার হতেটী কেবলটিন নৃষ্টিতে তিন পড়েই ব্যাপটিন এমন কোলাক সেই। কই আমার মনে হয় তোমার সাথে লাফ দেয়াই ভাল। তোমার যদি কোনে কিছু

প্রয়োজন হয় আমি আত্মকথা খাব।

প্রয়োজন?

হ্যাঁ। তুমি যখন নিজে পড়তে থাকবে তখন যদি কিছু প্রয়োজন হয়।

আমি এক খবরের বেহেরে চোখে এই পরিপূর্ণ নির্বোধি ঘণ্টাটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে যদিও কখন আমাকে লক্ষ্য করে হঠাৎ ঘরের ভিতরে গিয়ে এসে সাথে সাথে একটা ইলেকট্রনিক মোট প্যাড দিয়ে ফিরে এলো। মোট প্যাডটা আমার দিকে এগিয়ে নিয়ে বলল, তুমি কি কিছু লিখে যেতে চাও?

কি লিখব?

যাহোকো যখন নিজেরা নিজস্বের সাক্ষিট নই করে ফেলো তখন সাধারণত তার আগে কিছু লিখে যায়।

কি লিখব?

আমার সাক্ষিট নই করায় আগে কেউ দাবী নয়।

সাক্ষিট নই?

হ্যাঁ। তোমরা দুজনা বল পেটাকে। সোটাও লিখতে পার, আমার মৃত্যুর জানো কেউ দাবী নয়।

আমি কীটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খুব খুব করে হেসে ফেললাম, কীটি সাথে সাথে ঘুরে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ বেঁটে ঘরের ভিতরে চলে গেল। আমি পিছন থেকে ছেঁকে বললাম, কি হল? তুমি কোথায় যাব?

যাবার পরম করি। তুমি থাকবে।

হঠাৎ করে?

তুমি হেসেছ, তার মানে তোমার মনসিক ভারসাম্যতা ফিরে এসেছে। তুমি এখন আসসা দিয়ে লাফ দিবে না।

আমি এক খবরের ইর্ষাও মৃত্যুতে কীটির দিকে তাকিয়ে থাকি। কি ভয়কের রকমের সহজ-সরল তার হিসেব—জীবন যদি সত্যিই এরকম সহজ হতো কি চমককারই না হতো সবকিছু।

আমার আবার ত্রিশার কথা মনে পড়ল, আমি এখন সেরকম করে ছটফট করছি ত্রিশাও নিশ্চয়ই কোথাও টিক আমার মতো করে ছটফট করছে। আমি মানুষকে ভালবাসতে জানতাম না, ত্রিশা আমাকে শিখিয়েছে। আমি যখন ভালবাসতে শিখেছি তখন সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমি তাকে পেতে পারতাম, সেও আমাকে পেতে পারত, কিন্তু তবু আমরা একজান আরেকজনকে

পেললাম না। পেললাম না কারণ ত্রিশা সত্যিকার জীবনের কথা চেলেছে। যে জীবনে মৃত্যু থেকে উঠে সুবন্দ নিয়ে অতল গভীরে কাজ করতে যেতে হয়, দিন শেষে চোখ নেমে লগা লাইন নিয়ে খাবারের প্যাকেট তুলে অন্যতে হয়, মাসের শেষে টার্মিনালে নিজের একাউন্টে শেদ রসদটি মন্ব করে খরচ করতে হয়, শীতের হাতে দুত্বকের মতো আদোকোম্বল উষ্ণ পালনের দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে থাকতে হয়। ত্রিশা সে জীবন চায়নি, নিজের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সে ভয় পেয়েছে। সে যে জীবন চেয়েছে আমি তাকে সেই জীবন দিতে পারব না। চাইলে হাতের পাতকাম কিছু আমি কখনো চাইনি। তাই আমি শরৎকালিতে 'তমিশ' এলাকায় তলায় মেঘের কাছাকাছি একটা ঘরে নির্বোধি একটা রমেটিকে নিয়ে দিন কাটিয়ে দিই। হ্রদের কাছে পাইন গাছের আড়ালে আমার বেটে রক্তের কাঠের বাসা সেই, আমার ঘরে মেগা কম্পিউটার সেই, এসে নিউক্লিয়ার সৌকা সেই, বাথরুম বাই জার্বাল সেই, বাসার পিছনে নরম রোনে বসে থাকা আমার স্ত্রী সেই, ঘাসে পুটোপুটি খাবার আমার সন্তান সেই। আমি জানি আমার থাকবে না, ত্রিশা তাই আমার কাছে এসেও এলো না।

রাত্রে কীটি গভীর মনোযোগ নিয়ে আমাকে স্ল্যপ খেতে দেখল। যাওয়া শেষ করার পর বলল, ঠিকমতো গরম হয়েছিল?

হ্যাঁ, কীটি।

তুমি জানো পতকাল সূপের মাঝে মাঝে তুলনামূলকভাবে একটু বেশি ছিল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আর্পেক্ষিক তাপও ছিল বেশি। তাই সূপের তাপমাত্রা ত্রিক উন্মাদি ভিত্তিতে পৌছায়নি।

উন্মাদি ভিত্তি?

হ্যাঁ। তোমার বাচ্চবী ত্রিশা উন্মাদি ভিত্তির স্ল্যপ খেতে পছন্দ করে। কাগকে সে স্ল্যপটি পছন্দ করেনি। মনে হয় সে অনেকটা তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

আমি আবার একটু হাসার চেষ্টা করে বললাম, না কীটি। সূপের তাপমাত্রা উন্মাদি ভিত্তি হয়নি বলে কখনো কোন মেয়ে কাউকে ছেড়ে যায়নি।

পিয়েছে। কীটি পঙ্কীর ভক্তি করে মাথা নেড়ে বলল, আমি বখেরে কাগকে গড়েছি একটা মানুষ সবুজ রক্তের ট্রাইভারের সাথে লাল রক্তের প্যাট পরেছিল বলে একটা মেয়ে তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সবুজ আর লাল মানুষের চেয়ে গঠনগত রক্ত, জানো কো? মেলে এবং মেয়ের ভালবাসা হলে ছোট ছোট জিনিস খুব কলঙ্কপূর্ণ হয়ে যায়।

জানাবার মানে তুমি বুঝো কিটি?  
একটু একটু বুঝি। দুজন মানুষের চিন্তা নিয়ে এক হওয়ার মানে  
জানাবার। কেজোনেশ হওয়া মানে জানাবার।  
কিটি পক্ষের ভক্তি করে মাথা নাড়তে থাকে। যাড়ের কাছে কোথাও নিশ্চয়ই  
একটা হুঁ তিলে হরে গেছে। কয়দিন থেকেই দেখছি অল্পতেই তার মাথা  
বেসামান্যভাবে নড়তে থাকে।

রাত্তি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফিরে আমার গুণু হিশার কথা মনে হল। আমি  
জীবনে সত্যিকার অর্থে এর আগে কখনো দুখে পাইনি। শৈশবে আমার মা আর  
বাবা আমাকে অন্য অশ্রমে রেখে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের জন্যে  
আমার জিহবে ভালবাসা বা আক্রোশ কোনটাই নেই। অন্য অশ্রম সম্পর্কে  
কেবলমাত্র ভাবের সব গল্প শোনা যায় তার সব সত্যি নয়। পুরোপুরি রবোটের  
তত্ত্ববধানে অন্য শিক্তা মানুষ হয় সত্যি কিন্তু মাঝে মাঝে সত্যিকারের মানুষও  
সেখা করতে পারে। আমাদের অন্য অশ্রমের যে মানুষটি আসতেন তিনি ছিলেন  
একজন ম্যায়বতী মহিলা। সেই মহিলাটি সত্তাহে একবার করে এসে আমাদের  
সহায় সাথে আলাদা করে কথা বলতেন। সত্যিকারের মানুষ খুব বেশি দেখতে  
পেতাম না বলে আমরা অন্য শিক্তা একে অন্যকে খুব ভালবাসতাম। আমার  
এখনো অন্যের সাথে যোগাযোগ আছে। তাদের কেউ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে  
পারেনি, শৈশবে মানুষের সাহচর্য ছাড়া বড় হলে মনে হয় মানুষের জীবনে কোথায়  
কি জানি ওলট-পালট হয়ে যায়।

বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে করতে একসময় সত্যি আমার চোখে ঘুম নেমে  
এগো। টিক বন্ধন ঘুমে ঢলে পড়ছি তখন কিটির গলার স্বর তনতে পেলাম, সে  
আমাকে ডেকে বলল, রিকি, তুমি আজকে তোমার চিত্রিত্ব দেখনি।

আমি ঘুম জড়ানো গলায় বললাম, আজ থাক, কাল ভোরে দেখব।

একটা খুব জরুরি চিত্রি আছে মনে হয়। লাল রঙের বর্টার।

গাফুক।

ইয়োহান রিসির চিত্রি।

আমি ঘুমে আমি কিটির গলার স্বর জ্বল করে কনতে পেলাম না, নামটি  
পরিচিত মনে হল কিন্তু বরতে পারলাম না। টিক ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বমুহুর্তে মানুষের  
মস্তিষ্ক সর্বক শক্তি হারিয়ে কোন তথ্য স্মৃতি বের করতে চায় না। তা না হলে  
আমি ইয়োহান রিসি নাম শুনেও ঘুমিয়ে যেতে পারতাম না।

ইয়োহান রিসি পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিজ্ঞান পরিষদের মহাপরিচালক—ঈশ্বরের

পর পৃথিবীতে তাকে সবচেয়ে কমতাপাদী বলে ধরা হয়।

২.

জামার ঘুম ভাঙে খুব ভোরে। ঘুমতে ঘুমতে সব সময় আমার সেরি হয়ে যায়,  
কখনোই আমি ভোরে উঠতে পারি না। আজ কিটি আমাকে ডেকে তুলল, পা ধরে  
কাঁকতে কাঁকতে বলল, রিকি, উঠ। জরুরী দরকার।

কিটি ঠাট্টা, ভামাশা, বসিকতা বা রহস্য বুকে না। কাজেই সে যদি বলে  
জরুরী দরকার তার অর্থ সত্যিই জরুরী দরকার। আমি ধড়মড় করে চোখ খুলে  
উঠে বললাম, কি হয়েছে?

তোমার কাছে দুজন লোক এসেছে।

কোথার?

বসার ঘরে বলে আছে।

বসার ঘরে?

হ্যাঁ।

আমি বিছানা থেকে নামলাম, কারা এরা?

বিজ্ঞান পরিষদের লোক। মনে আছে কাল রাত্তি তোমার কাছে ইয়োহান  
রিসির চিত্রি এসেছিল?

কার? আমি প্রায় আর্দনাল করে জিজ্ঞেস করলাম, কার?

ইয়োহান রিসির। বিজ্ঞান পরিষদের মহাপরিচালক।

আমি চিবকার করে বললাম, কোথার সেই চিত্রি? এক্ষণে বলাই মনে?  
তোমার কম্পিউটারে কি ফুটো হয়ে গেছে?

কিটি শান্ত গলায় বলল, তোমাকে আমি কাল রাত্তিই বলেছি। তুমি বেশ  
জরুরী মারগনি। মনে নেই কাল তুমি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলে? এই যে চিত্রি।

আমি তার হাত থেকে চিত্রিটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে খুলে ফেললাম, চিত্রিটা দেখে  
আমার চক্ষু স্থির হয়ে পেল। সর্বোচ্চ বিজ্ঞান পরিষদের মহাপরিচালক ইয়োহান  
রিসি নিজের হাতে বিজ্ঞান পরিষদের প্যাডে লিখেছেন—

মিয় রিকি

তুমি কি কাল সময় করে আমাদের

কয়েকজনের সাথে একটু দেখা করতে

পারবে?

ইয়েলেন রিসি

আমার হাত কাঁপতে থাকে, চিত্রটির দিকে তাকিয়ে থেকেও নিজের চোখকে  
বিশ্বাস করতে পারি না। পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, সবচেয়ে ক্ষমতাপালী  
মানুষ নিজের হাতে একটা চিত্রি লিখে আমার সাথে দেখা করতে চাইছেন। আমার  
সাথে? নিশ্চয়ই কেবলও কিছু কুল হয়েছে। আমি কিতটির দিকে তাকিয়ে বিভ্রান্ত  
করে বললাম, নিশ্চয় কিছু কুল হয়েছে।

কিটি বলল, ব্যস্ত কথা বল না। বিজ্ঞান পরিষদ কখনো কোন কুল করে না।  
মহামান্য রিসি কখনো কোন কুল করেন না।

কিন্তু—কিন্তু—আমার সাথে মহামান্য রিসির কি মরকার থাকতে পারে?  
আমি তখনো একটা ঘোরের মতো হয়ে গেছি, কখনো গলায় বললাম, কি  
মরকার?

এত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে? একটু পরেই তো জানতে পারবে। কিটি মূরমূর  
করে পাশের ঘরে চলে গেল—সবকত আমার জানো পরিষ্কার কাপড়-জামা বের  
করবে। তার ভাবভঙ্গি খুব সহজ, সেখেন মনে হয় বিজ্ঞান পরিষদের  
মহাপরিচালকের আমার সাথে দেখা করা একটা দৈনন্দিন ব্যাপার। নিছু গুয়ের  
রঙেরদের অবাক হবার ক্ষমতা নেই ব্যাপারটা আমি আগেও লক্ষ্য করেছি।

আমি ঘুরের কাপড়ের বসার ঘরে উঁকি নিলাম, ফুটফুটে একটা মেয়ে এবং  
মাঝবয়সী একজন মানুষ চেয়ারে বসে পা দুলাচ্ছে। তাদের ভাবভঙ্গি খুব  
সরলিত। আমাকে দেখে মানুষটি মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, সকাল সকাল ঘুম  
ভাঙ্গিয়ে নিলাম আমরা?

কি ব্যাপার। আমি কখনো গলায় বললাম, মহামান্য রিসি কেন দেখা করতে  
চল আমার সাথে?

শোকটা যে হো করে হেসে বলল, আপনি সত্যিই মনে করেন মহামান্য রিসি  
নিজে আপনার সাথে দেখা করতে চাইবেন আর আমাদের মতো মানুষ তার  
কাছটা জানবে?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, কিন্তু আমার সাথে?

হ্যাঁ।

যদি আমি কাল বাসায় না থাকতাম? চিত্রি যদি না পেতাম?

শোকটা হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে নোদার ভঙ্গি করে বলল, আপনি  
মনে করছেন মহামান্য রিসি যদি আপনার সাথে দেখা করতে চান তখন সেটা

১৪

আমরা কখনো কাগোর ওপর ছেড়ে দিই? কখনোই নিই না।

আমি—আমি কখনো এত বড় মানুষের সাথে দেখা করিনি। কি করতে হয়,  
কি বলতে হয় কিছুই জানি না। ভাল কাপড়ও মনে হয় নেই আমার—

সাথের মেয়েটা এই গ্রন্থমবার কথা বলল, আপনি যেন সেলব নিয়ে মাথা না  
ঘামান সেজন্যেই আমরা এখানে এসেছি। মহামান্য রিসি আপনার সাথে দেখা  
করতে চাইছেন সেটা হচ্ছে বড় কথা। আপনি যেভাবে সহজ বোধ করেন টিক  
সেভাবে থাকবেন। কোন কিছু নিয়ে এক বিন্দু মাথা ঘামাবেন না।

আর কে কে সেখানে থাকবে?

আমরা তো জানি না। আমাদের জানার কথাও না।

কোন বকম কি কিছু আভাস দিতে পারেন?

মাথা বয়ক শোকটা এবারে এগিয়ে এসে আমার কঁধে হাত নিয়ে বলল, রিসি,  
আপনি সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষদের একজন। ব্যাপারটা কি  
আমরা জানি না, কিন্তু এটুকু নিশ্চিত জানি আর যাই হোক এটা অতুল হতে পারে  
না। আপনি যান, হাত-মুখ ধুয়ে আসুন। এক সাথে নাতা করা যাক।

আমি ভিতরে যাচ্ছিলাম, মেয়েটা বলল, একটা চতুর্ভুজ মাত্রের রঙের লেফাট  
আপনার রঙেরটা এটা?

হ্যাঁ। কিটি।

কি আশ্চর্য। আমি কখনো সচল চতুর্ভুজ মাত্রের রঙের লেফাট  
ছিল সব সন্নিবে নেয়া হয়েছে।

আমি হেসে বললাম, খেঁজ পেলে কিটিকেও সন্নিবে নেবে। আমি খেঁজ  
দিইনি। অনেক দিন থেকে আছে তাই মায়া পড়ে গেছে।

ও। মেয়েটা মনে হল একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর  
নিরোকে সামলে নিয়ে বলল, কোন ভাড়াহুড়া করবেন না। আমরাই আপনাকে  
বিজ্ঞান পরিষদে নিয়ে যাব।

আমরা যখন বিজ্ঞান পরিষদে পৌঁছেছি তখনো বেশ সকাল। দরজার নানা  
বকম কাড়াকড়ি রয়েছে, সবার রোটনা ছ্যান করে ভেতরে ঢুকতে হচ্ছে কিন্তু  
আমার কিছুই করতে হল না। সাথের দুজন আমাকে ভিতরে নিয়ে এসে অন্য  
দুজন মানুষের কাছে পৌঁছে নিল তারা আবার অন্য দুজনের কাছে এবং এই দুজন  
আমাকে বিশাল একটি হলঘরে নিয়ে হাজির হল। খরটির দেয়াল অর্ধবৃত্ত এক  
ধরনের পাথরের বৈঠক।

১৫

ছাড়াও অনেক উদ্ভূত, সেখান থেকে হালকা এক ধরনের আলো বের হচ্ছে, সমস্ত ঘরে কোমল এক ধরনের আলো। ঘরে কোন জানালা নেই, শুধু মাঝখানে বিশাল একটা কাগো টেবিল। টেবিলটি ঘিরে রয়েছে খুব সুন্দর অনেকগুলি চেয়ার, সুন্দর চেয়ার সাধারণত আরামদায়ক নয় কিন্তু আমি বসে বুথতে পারলাম চেয়ারগুলি তৈরি হয়েছে অসম্ভব যত্ন করে, বলতে ভাবি আরাম।

ঘরটিতে আমি ঘাড়ো আর চারজন মানুষ—মুজান মেয়ে এবং মুজান পুরুষ। সবাই মোটামুটি আমার বয়সী, সেখাে মনে হয় আমার সাথে তাদের সবাই এক ধরনের মিল রয়েছে, কিন্তু মিলটুকু কেবলই আমি টিক ধরতে পারলাম না। মুজান পুরুষ মানুষের মতো একজন খুব বিখ্যাম পরিষ্কার, মাথার চুল পরিপাটি, কাপড়-জামা সুন্দর এবং মোটামুটি রুচিসম্মত। সে আরামদায়ক চেয়ারটিতে হেলান দিয়ে খুব শান্তভাবে বসে আছে। এমনিতে সেখাে বোঝা যায় না কিন্তু তার চোখের দিকে তাকাতাই বোঝা যায় মানুষটি ভিতরে ভিতরে খুব উৎসাহ।

ঘরের দ্বিতীয় মানুষটির মাথার লম্বা চুল, মুখে মাড়ি-গোঁড়ের জংশল। গায়ের জামা-কাপড় মাছেরাই এবং চেয়ারতে এক ধরনের বেগরোয়া ভাব। তাকে সেখাে মনে হয় কোন কিছুতেই তার কিছু আসে যায় না। মেয়ে মুজানের একজন কোমল চেহারার, হালকা ছোট শিশুর হাত ধরে ফেরকম কমবয়সী মায়েরের হেঁটে যেতে দেখা যায় তার চেহারার অনেকটা সেরকম। মেয়েটা হচ্ছে করলেই একটু সোজাভাবে নিজেকে অনেকখানি আকর্ষণীয় করে ফেলতে পারত, কিন্তু মনে হয় তার সে দিকে কোন আগ্রহ নেই। মেয়েটি টেবিলে দুই হাত রেখে শান্ত কিন্তু উৎসাহ মুখে বসে আছে। দ্বিতীয় মেয়েটির চেহারার খাপখোলা তলোয়ারের মতো কককাক। সে অস্থির এবং উৎসাহ এবং সেটা তাকে রাখার একটুও চেষ্টা করছে না। মেয়েটি চেয়ারে না বসে একটু পরেই টেবিলটা ঘুরে আসছে, মন্থ মার্বেল পাথরের মেঝেতে তার জুতার শব্দ হচ্ছে ঘরটির একমাত্র শব্দ।

আমি আমার চেয়ারে বসে সবাই দিকে এক নজর তাকিয়েই বুঝতে পারি আমাকে মহামাশা রিসি বেলের ডেকে এনেছেন, এদের চারজনকেও টিক সেখানে ডেকে আনা হয়েছে। আমার মতোই এরা কেউ জানে না তারা কেন এখানে অপেক্ষা করছে।

ধারালো চেহারার মেয়েটি টেবিলটা আরো একবার ঘুরে এসে হঠাৎ আমার কাছে থেমে জিজ্ঞেস করল, আমাদের এখানে বসিয়ে রেখেছে কেন জানো?

মনে হয় আমরা কেন নিজেরা একটু কথা বলি সেজ্ঞেনো।

তাহলে কথা বলছি না কেন?

মনে হয় আমরা সবাই খুব ঘাবড়ে অছি:

আমার কথা শুনে সবাই একটু হেসে ফেলল। রিসি একটা চমৎকার ব্যাপার, মানুষকে চোখের পলকে সহজ করে দেয়। হঠাৎ সবাই সহজ হয়ে গেল। বিখ্যাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মানুষটি বলল, আমাদের এখানে কেন এনেছে তোমরা কেউ আশঙ্ক্য করতে পার?

আমি চেপেছিলাম সবাই মাথা নেড়ে বলবে, না, পারি না। কিন্তু কেউ সেটি বলল না, একে অন্যের দিকে তাকাল এবং সবাই চোখে সুস্থ বিষয়ের একটু ছায়া পড়ল। সবাই কিছু একটা আশঙ্ক্য করতে পেরেছে, টিক আমার মতোই। বারবার মে রিসিসিটি আমার মাথায় টিক দিয়ে উঠছে এবং বারবার আমি সেটা ঘোর করে মাথা থেকে সরিয়ে দিচ্ছি সেটা হরতো সক্তি। সেটা সবার হতে পারে শুধুমাত্র একভাবে, আমি আবার সবাই দিকে ঘুরে তাকালাম এবং লক্ষ্য করলাম, সবাই টিক আমার মতোই অন্য সবাই দিকে ঘুরে তাকালে, সর্বিশয়ে।

টিক এই সময় নিঃশব্দে একটা দরজা খুলে গেল এবং বুড়োমতো একজন ছোটখাটো মানুষ হাতে ছোট একটা প্যাকেট নিয়ে ঘরে ঢুকল। মানুষটি ছোট ছোট পায়ের হেঁটে আমাদের কাছে এগিয়ে এসে এবং আমরা হঠাৎ করে তাকে চিনতে পারলাম, ইয়োয়ান রিসি। কতবার হগেগ্রামিক ক্রিসে এই মানুষটির ছবি দেখেছি কিন্তু কখনোই অবিনি তিনি এরকম ছোটখাটো মানুষ। কেন জানি না ধারণা ছিল তিনি হবেন বিশাল, তার চেহারার হবেন কঠিনময়, গায়ের রঙ হবেন উজ্জ্বল, তার শোশাক হবেন বর্ণময়—কিন্তু তিনি একেবারে সাধারণ চেহারার মানুষ। কিন্তু তাকে সেখাে আমার আশঙ্ক্য হল না বরং বুকের ভিতরে আমি একধরনের গভীর ভালবাসা অনুভব করতে থাকি। আমার এক ধরনের অবিধ্বাস্য রোমাঞ্চ হতে থাকে।

ইয়োয়ান রিসি টেবিলের কাছে এসে থেমে আমাদের সবাই দিকে তাকিয়ে বললেন, সে কি, তোমরা সবাই এক মুহুরে বসে কেন? এনা কাছাকাছি এসো। এখানে এক বড় একটা টেবিল রাখাই ভাল হয়েছে।

আমি তড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে হাঁটুতে একটা জোট কোলাম। সে অবস্থাতেই তার যতটুকু কাছে গিয়ে বসা সম্ভব সেখানে বসে গেলাম। এই মানুষটির গাশে বসা ঘুরে থাকুক কোন দিন নিজের চোখে দেখব ভাবিনি।

ইয়োয়ান রিসি আমাদের দিকে তাকালেন। তার মুখে এক ধরনের হাসি, দুই ছেলের দুইমি ধরে ফেলে সহন্য বাবার খেঁচাবে হলে অনেকটা সেরকম। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা নিজেরই বুথতে শেয়েছি আমি ইয়োয়ান

রিসি। তোমরা ক'রা পরিচয় দিতে হবে না, আমি তোমাদের সবাইকে খুব ভাল করে চিনি।

আমরা পাঁচজন অবাক হয়ে একজন অপরেকজনের দিকে তাকানাম। আমাদের বিশ্বস্ত হু মনে হয় তিনি খুব উপভোগ করলেন, হা হা করে হেসে বললেন, বিশ্বাস হচ্ছে না তোমাদের? এই দেখ আমি ঠিক বলি কি না—

ইয়োনে রিসি দাড়ি-গোঁফ ঢাকা জুতুলে চেহারা মানুষটিকে দেখিয়ে বললেন, তুমি হিশান। তুমি একটা ব্যাংকে চাকরি কর। ছোট চাকরি, তোমার কাজে মন নেই। উপরওয়ালার হু দিন পরে পরে তোমাকে ছুঁমকি নিয়ে বলে তোমাকে ছুঁটাই করে দেবে। শীতের শুরুতে তুমি দাড়ি-গোঁফ তাক কর, বসন্তের শেষে যখন একটা গরম পড়তে শুরু করে তখন তুমি দাড়ি-গোঁফ-তুল কাঠিয়ে পুরোপুরি ন্যাড়া হয়ে যাও। ঠিক কি না, হিশান?

হিশান নামের মানুষটে হেসে ফেলল। দাড়ি-গোঁফ আড়াল হয়ে থাকে মূখ থেকে সন্দের হাসিটি বের হতেই আমরা হঠাৎ করে টের পেলাম মানুষটি সেবে তিরিক্তে বলমেজাজী মনে হলেও সে নেহায়েতই ভাল মানুষ।

ইয়োনে রিসি এবারে হিন্দুম পরিষ্কার মানুষটির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি ইগা। তোমার একটা পোপন ল্যাবরেটরি আছে সেখানে তুমি বিসুখিচারিয়ান বানো। খোলা বাজারে মোটামুটি ভাল নামে বিক্রি হয়—এর মজার শেখা আর কি আছে?

ইগার মুখ হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। ইয়োনে রিসি হা হা করে হেসে তার প্যাকেটটা তুলে বললেন, তুমি ভাবছ কেউ জানে না? এই দেখ আমার কাছে তোমার কত বড় কইল!

ইগা নামের মানুষটি কি একটা কথা বলতে গেল, ইয়োনে রিসি তার কঁধ স্পর্শ করে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে চোখ মটকে বললেন, তোমার কোন ভয় নেই ইগা। পুলিশ কোন দিন তোমাকে ধরবে না। আমি আছি তোমার পিছনে।

ইগা ভয়ে ভয়ে ইয়োনে রিসির দিকে তাকাল, এখানে সে ঠিক বুঝতে পারছে না কি হচ্ছে। বেশ দ্রুত তার মুখ থেকে গরুর চিক কেটে এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে। ইয়োনে রিসি এবারে যুতে কোমল চেহারা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি নুবা। তুমি স্কিম্পার পাহাড়ি অঞ্চলে একটা ব্যাকাসের স্কুলে পড়াও। তোমার প্রিয় বিষয় হচ্ছে ইতিহাস। ছুটির দিনে তুমি হেঁটে হেঁটে একটা ছোট পাহাড়ের দুড়ের উঁচু হুপচাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাক। তুমি যে রাসে যাত সেখানকার সবাই তোমাকে খুব পছন্দ করে, যদিও তাদের অনেকের ধারণা

ভাল গুণধর খেলে তোমার হুপচাপ একা একা বসে থাকার যোগ ভাল হয়ে যাবে।

ইয়োনে রিসির সাথে সাথে আমরাও হেসে উঠলাম। তিনি হাসি ধাক্কা দিয়ে এবার খাপখোলা তলোয়ারের মতো ককথকে চেহারা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি যোমি। একটা খবরের কাগজের অফিসে কাজ কর। অত্যন্ত বিরক্তিকর কাজ, ভিডিও সেটাকে বসে থাকা, লোকজনের যার যত সমস্যা আছে, প্রতিযোগে আছে তোমার কাছে বলে। মাঝে মাঝেই কিছু ক্ষুণ্ণ গোছের মানুষ বের হয়ে যায়—তোমাকে খামখাই যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করে। তুমি গভু দুই বছর থেকে ভাবছ এই কাজ ছেড়ে সেবে কিছু তবু ছাড়ছ না।

ইয়োনে রিসি এবারে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি রিকি। তোমার বহুবাক্ষ খুব বেশি নেই। তোমার অনেক দিনের ভালবাসার মেয়েটিও গতকাল তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে। তার বারণা তোমার জীবন নিয়ে খুব উচ্চাশা নেই। সত্যি কথা বলতে কি তোমার পরিচিতদের সবাইই তাই ধারণা। এখানে অন্য চারজন কিছু না কিছু কাজ করে, তুমি কিছুই কর না। তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হচ্ছে চারমারার একটা রবোট।

ইয়োনে রিসি আবার হা হা করে হাসলেন এবং অন্য সবাই সেই হাসিরে যোগ দিল। চার মারার একটা রবোটের সাথে একজন মানুষের বন্ধু হতে পারে সেটা বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়—ঠাট্টা করে বলা হয়েছে। ইয়োনে রিসি সবার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, আমি কি করবে সম্পর্কে তুল কিছু বলেছি?

আমরা মাথা নাড়লাম, না।

তোমাদের এই পাঁচজনকে আমি এখানে কেন এনেছি জানো?

আমরা কেউ কোন কথা বললাম না। ইয়োনে রিসি নগ্ন পলায় বললেন, তোমাদের জানার কথা নয়, কিন্তু আমি নিশ্চিত তবু তোমরা জানো। কারণ তোমরা কেউ সাধারণ মানুষ নও। তোমরা প্রত্যেকে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিভাবান, সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষদের একজন। বিশ্বর সর্ববৃহৎ নিম্নের হাতে তোমাদের মস্তিষ্কের নিউরোন সেলগুলি একটা একটা করে সাজিয়েছেন। তোমাদের মস্তিষ্কের যে ক্ষমতা একজন মানুষের মস্তিষ্ক কেমন করে সেরকম ক্ষমতাসালী হতে পারে সেটা একটা রহস্য।

ইয়োনে রিসি কিছুক্ষণ হুপ করে থেকে বললেন, তোমরা নিজেরা জানো যে তোমরা সাধারণ মানুষ নও। তোমাদের প্রত্যেকে অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে কিন্তু তোমরা সেটা গ্রহণপণে সবার কাছে গোপন করে রাখ। তবু যে

করে তা একটা হার বড় হওয়া। ইচ্ছে করলেই তোমরা পৃথিবীর যত সম্পদ, যত সম্মান, ভালবাসা, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সব কিছু পেতে পার। কিন্তু তোমরা সেটা চাও না। হিমান একটা ব্যাগকে কষ্ট করে কাটা কর, ইথা কেলে হাবার মুক্তি নিয়ে দেশের গুণ তৈরি কর, নুবা একটা ফুলে পড়াও, যেমি খবরের কাগজের অফিসে ফাগো মানুষদের অভিযোগ জনে সময় কাটাও, ঠিকি ভালবাসার মেয়েটিকে মেডে হলে বেতে দাও। কেন এটা কর আমরা কেউ জানি না। মনে হয় কোন দিন জানবও না। মানুষের মন খুব বিচিত্র—একে কেউ বুকে না। আমরা তাই তোমাদের কখনো বিরক্ত করিনি। তোমাদের একটু চোখে চোখে রেখেছি, একটু আগল রেখেছি কিছু কখনই তোমাদের স্বাধীন জীবনে হাত নিইনি। কখনো না।

ইয়োভন রিসি এটা নিশ্চয় ভেলে বললেন, ভেবেছিলাম কখনো দেব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলাম না। তোমাদের মতো মানুষদের একটা ছোট সিট আছে আমার কাছে। সেখান থেকে বেছে বেছে আমি তোমাদের পাঁচজনকে আজ এখানে ডেকে এনেছি। কেন থেকে এনেছি জানো?

হিমান তার লহা হুলে হাত ঢুকিয়ে আতে আতে বলল, আমাদের একটা সমস্যা সমাধান করতে হবে?

ইয়োভন রিসি মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ। কি সমস্যা বলতে পারবে?

ইথা বলল, কঠিন কোন সমস্যা? হার সাথে—

হার সাথে?

হার সাথে পৃথিবীর অস্তিত্ব ভুক্তি?

হ্যাঁ। হার করে ইয়োভন রিসির মুখ ফেমন জামি বিষণ্ণ হয়ে যায়। আতে আতে বললেন, পৃথিবীর খুব বিপদ। খুব বড় বিপদ।

রিসি হঠাৎ ঘুরে ঘুরার দিকে তাকিয়ে বললেন, নুবা তুমি বলতে পারবে কি বিপদ?

অমি?

হ্যাঁ।

আমাকে যখন ডিগ্গেন করলেন তার মানে এর সাথে ঐতিহাসিক কোন ঘটনার যোগাযোগ আছে।

ইয়োভন রিসি কেন কথা বললেন না, আমি দেখতে পেলান হঠাৎ করে নুবার

কেন সেটা কর আমাদের হার। হিমান  
খুব বড় সমস্যা হবে যদি। সে কাটা যাশার বলল। শ্যালর জন ছিলে এসেছে।

ইয়োভন রিসি অত্যন্ত বিস্ময় কসিতে হাসলেন। তারপর মাথা বেড়ে বললেন, হ্যাঁ নুবা। আমাদের খুব দুর্ভাগ্য শ্যালর জন গত সপ্তাহে পৃথিবীতে অবতরণ করেছে।

অমি হঠাৎ আতঙ্কের একটা শীতল স্রোতের মতনও দিয়ে ব্যা বেতে অনুভব করলাম।

০.

শৈশবে অমি যখন অন্য অশ্রমে হিমান তখন ব্যরি বেলা আমরা দুবাত সেরি করলে আমাদের শ্যালর জনের ভয় দেখানো হতো। শ্যালর জন মানুষটা কে, কেন তার নাম তলে আমাদের ভয় পেতে হবে আমরা তার কিছুই জানতাম না। কিন্তু সত্যি সত্যি ভয়ে আমাদের হার, পা ঠাণ্ড হয়ে যেত। একটু বড় হয়ে শ্যালর জনের সত্যিকার পরিচয় জেনেছি। অসাপকাল প্রতিভাবান এবং সম্পূর্ণ ভালবাসাসহীন একজন মানুষ। কোন একটা অজান্ত কালে পৃথিবীর যা কিছু সুখের তার সবকিছুতেই মানুষটির এক ভাবের একগোছা আচ্ছাদ। হিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে সে এক ধরনের আইরাস বের করেছে যার বিরুদ্ধে মানুষের কোন ধরনের প্রতিরক্ষা নেই। আইরাসটির নাম সিটিমিনা-৭২, বাতালে ভেনে সেটি ছড়িয়ে পড়তে পারে, বিজ্ঞানীদের ধারণা ছোট একটা কাচের এম্পুল ভরা মানুষের হকে যে পরিমাণ সিটিমিনা-৭২ নেয়া সত্তা নিয়ে পৃথিবীর সব মানুষকে একধিকবার খেতে ফেলা যায়। বাতালে কোন দিকে বইয়ে তার ওপর নির্ভর করবে কতটুকু সময়ে পুরো পৃথিবী জ্বালান হয়ে যাবে। শ্যালর জনের এই আইরাসটির প্রতি পতীর মততা ছিল। একদিন সে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গোপন ভাণ্ড থেকে এই আইরাসের নমুনার বোতলটি নিয়ে অনুভা হয়ে গেল। যাবার আগে সে বলে নিয়েছিল পৃথিবীর ওপরে সে পুরোপুরি বীভূত হয়ে গেছে, তাকে নিজের হাতে মাসে করা থেকে বেশি আনন্দ আর কিছুতে নে পায়ে না। সে ইচ্ছে করলেই এই আনন্দ পেতে পারে, তার কাছে যখন সিটিমিনা-৭২ রয়েছে, কিন্তু এই পৃথিবী এর নিঃ হয়ে রয়ে গেছে যে সেটিকে খালে করার কোন আনন্দ নেই। তাই সে অব্যাহতে পাকি নিচ্ছে, হরতো পৃথিবী স্বাধিকতা উন্নত হবে, তখন সেটাকে ধ্বংস করা যেটামুটি একটা আনন্দের ব্যাপার হতে পারে।

পৃথিবীর মানুষ তারপর আর কখনো শ্যালর জনকে দেখেনি। সত্যি সত্যি

সে ভবিষ্যতে পাড়ি নিজেই সেটি বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার নয়। গবেষণাপাঠে ছোটখাটো ত্রিভুজকে সম্বন্ধ পরিভ্রমণ করে কিছু দুর্ভাগ্য নেওয়া যায়, কিন্তু তাই যখন সত্যিকারের একজন মানুষ কোন এক ধরনের সম্বন্ধ পরিভ্রমণ যোগে সুস্থিত ভবিষ্যতে চলে যাবে সেটি সে সময়ের বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিকে কিছুতেই সম্বন্ধ হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু শ্যালব্র গ্রন্থ সেই অসম্বন্ধ ব্যাপারটিকে সম্বন্ধ করেছিল, গ্রিক কিতাবে করেছিল সেটাকে একটি রহস্য।

শ্যালব্র গ্রন্থ অশুভ হওয়ার পর গ্রন্থ 'একশ' বছর পার হয়ে গেছে। এই 'একশ' বছরে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে, বিজ্ঞানের বড় কোন আবিষ্কার হয়নি সত্যি কিন্তু প্রযুক্তির জগতে অনেক দুর্ভাগ্যকরী উদ্ভূতি হয়েছে। বিজ্ঞানের একটা বড় অংশ তার সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করেছে শ্যালব্র গ্রন্থের আশ্রয়ে থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্যে। পৃথিবী কতটুকু প্রকৃত কেউ জানে না, ইয়োহান রিসির কথা শুনে মনে হল হয়তো পুরোপুরি প্রকৃত নয়। যদি প্রকৃত থাকত তাহলে কি আমাদের এভাবে তাকে একত্র করাতেন?

আমি কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে বাচ্চিলাম গ্রিক তখন একটা বড় সরাসরি মূলে গেল এবং মিউজিয়ারি পোশাক পরা করেকজন মানুষ গ্রায় ছুটতে ছুটতে যাবে এসে ফুল। তারা ইয়োহান রিসির সামনে এসে খমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে পড়ল। এত ব্যস্ত হয়ে ছুটতে এসেছে, আমি ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই কিছু একটা বলবে কিন্তু তারা কিছু বলল না। সামরিক বাহিনীতে নানা ধরনের হাস্যকর নিয়ম-কানুন থাকে, সম্ভবত ইয়োহান রিসি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তাদের নিজস্বের মুখ ফুটে কিছু বলার কথা নয়।

ইয়োহান রিসি মাথা ঘুঁড়িয়ে মিউজিয়ারি পোশাক পরা মানুষটিকে এক নজর দেখে বললেন, কি হয়েছে জেনারেল ইকোয়া? তোমাকে খুব উত্তেজিত দেখা যাচ্ছে।

আপনাকে একটা খবর দিতে হবে মহামান্য রিসি।

কি খবর?

গ্রন্থের গ্রন্থ নিয়ে খুব জরুরি একটা খবর। আপনি কিছুক্ষণের জন্যে কি কয়েক মিনিট আসতে পারবেন মহামান্য রিসি?

ইয়োহান রিসি খানিকক্ষণ নিজের হাতের নিকে তাকিয়ে তুলে মুখ থেকে বললেন, এখানেই বস।

জেনারেলটি একবার চোখের কোণা দিয়ে আমাদের নিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে বলল, এটি গোপনীয়তার মাত্রায় সাত নম্বর। আপনাকে ছাড়া আর কাউকে

বলার কথা নয়।

ইয়োহান রিসি একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, আমি গ্রন্থের সত্যিকার এই পাঠ্যক্রমের হাতে তুলে দিচ্ছি জেনারেল ইকোয়া। তুমি নির্বিঘ্নে এসে সামনে বলতে পার।

ইস্টেক্ট্রনিক শব্দ খেলে মানুষ যেভাবে চমকে ওঠে জেনারেল ইকোয়া জেনারেলটি সেভাবে চমকে উঠল। অনেক চেষ্টা করে নিজেকে সামলে নিয়ে সে খানিকক্ষণ আমাদের নিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর মাথা ঘুঁড়িয়ে ইয়োহান রিসির নিকে তাকিয়ে বলল, আমার পুঁজুটা ক্ষমা করবেন মহামান্য রিসি। কিন্তু আপনি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত? এত ওপরে পৃথিবীর অস্তিত্ব নির্ণয় করছে।

আমি জানি জেনারেল ইকোয়া। আমি নিশ্চিত। তুমি বস।

জেনারেল ইকোয়া একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল জিক্সে শ্যালব্র গ্রন্থের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। শ্যালব্র গ্রন্থ তাকে মেরে ফেললে মহামান্য রিসি।

ইয়োহান রিসির মুখ হঠাৎ তেমন স্নেহ পূর্ণ মানুষের মতো হয়ে যায়। বিপুল মুখে অনেকটা আপনি মনে বললেন, সেরেই ফেলল? অ্যাঁহা রে।

ত্রিভুজ খানিকক্ষণ হুপ করে থেকে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কেন মেরেছে জানে?

জানি।

কেন?

শ্যালব্র গ্রন্থের ধারণা জেনারেল জিক্সে—জেনারেল ইকোয়া হঠাৎ খেলে যায়, তার মুখে এক ধরনের অপমান এবং জেনারেল জিক্সে ফুটে ওঠে।

জেনারেল জিক্সে—

তার ধারণা জেনারেল জিক্সের বুঁদমাথা খুব নিচু গরুর। সে হাসলে তার সাথে কথা বলার জন্যে একমুহুরে একটা প্রাণী পরোপাত্তে সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছে। ভবিষ্যতে এ বকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি সে দাঁকি সহ্য করবে না।

তাই বলেছে?

হ্যাঁ। বলেছে জেনারেল জিক্সেকে হত্যা করে সে পৃথিবীর একটা নির্বোধ মানুষ কমিয়ে দিয়ে পৃথিবীর ছোট একটা উপকার করেছে।

ইয়োহান রিসি আবার খানিকক্ষণ হুপ করে থেকে বললেন, জেনারেল জিক্সের মৃতদেহ সমাহিত করার ব্যবস্থা কর।

করা হয়েছে মহামায়া রিসি।  
আমি তার প্রীর সাথে একটু সেবা করতে চাই। তাকে আমি কি বলে সাহায্য  
সেব করতে পারছি না।  
জেনারেল ইকোয়া কোন কথা না বলে মৌড়িয়ে রইলো। ইয়োহন রিসি  
জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আর কিছু বলবে?  
আমরা কি এই মহামায়ায় খবরটি গোপন রাখব? নাকি প্রচারিত হতে দেব?  
আমি সেই সিদ্ধান্তটি নেব না জেনারেল ইকোয়া।  
তাহলে কে নেবে মহামায়া রিসি?

এই পাঁচজন। পৃথিবীর স্বার্থে আমার ওপর যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই  
ক্ষমতার অধিকারে আমি এই পাঁচজনকে প্রত্যেক জনের পুরো দায়িত্ব দিতে চাই।  
ইয়োহন রিসি হঠাৎ ঘুরে পৃথিবীতে আমাদের নিকে আকালেন, তোমরা কি সেই  
দায়িত্ব নেবে?

আমার মনে হল যুক্তরাজ্যের আমার স্বর্ণশিখাটি যুক্তি এক যুগের জন্মে  
খমকে লাড়ল, আমি আমাদের নিকে আকালেন, তাদের মুখও রক্তশূন্য হয়ে  
আছে। আমরা স্ট্রী করে নিজস্বের স্বাভাবিক করে সর্বাধিক ভবিষ্যতে মাথা  
নাড়ান। ইয়োহন রিসি মাথা নেড়ে বললেন, আনুষ্ঠানিকতার কারণে তোমাদের  
কথাটি মুখে উচ্চারণ করতে হবে। তোমরা একজন একজন করে বল।

ইয়োহন রিসি চোখ সবার ওপর নিয়ে ঘুরে এসে আমার ওপর স্থির হল।  
তিনি বললেন, রিসি?

আমি কিছু বলার বললাম, মহামায়া রিসি আপনি যদি সত্যি বিশ্বাস করেন  
আমি এই দায়িত্ব নিতে পারব তাহলে আমি এই দায়িত্ব নেব।

আমি বিশ্বাস করি। তুমি নেবে?

নেব মহামায়া ইয়োহন রিসি।

তুমি এই পৃথিবীতে রক্ষা করবে রিসি?

আমি—আমি চেষ্টা করব।

ইয়োহন রিসি একদুট্টে আমার নিকে আকালেন, কি আর্চবিশ্ব তার চোখ,  
কি অঙ্গারের ভীষণ তার লুই। আমার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই পৃথিবীতে  
রক্ষা করবে রিসি?

আমি পৃথিবীতে রক্ষা করব মহামায়া রিসি—কথাটি বলতে গিয়ে হঠাৎ  
আমার বুক বেঁচে গেল, এত বড় একটি কথা বলার শক্তি আমি কোথায় পেলাম?  
ইয়োহন রিসি পর্ষীর জায়গায় নিয়ে আমার নিকে আকালেন রইলেন তারপর

ঘুরে আকালেন আমার পাশে বলে থাকা হোমির নিকে। জিজ্ঞেস করলেন, হোমি  
তুমি কি এই দায়িত্ব নেবে? তুমি কি পৃথিবীতে রক্ষা করবে?

হোমি কাঁপা গলায় বলল, আমি এই দায়িত্ব নেব মহামায়া রিসি। আমি—  
আমি এই পৃথিবীতে রক্ষা করব।

ইয়োহন রিসি তারপর ঘুরে আকালেন নুগা ইগা আর বিশালের নিকে, তাদের  
টিক একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, তারা টিক একই উত্তর মিল কাঁপা গলায়। তখন  
তিনি উঠে মাঁড়ালেন তার চেয়ার থেকে, হাতের ব্যাগটি বুল সেখান থেকে লাগ  
হয়ের চতুষ্কোণ করেটা কার্ড বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন। রেখে  
বললেন, এখানে পাঁচটা লাগ কার্ড রয়েছে। তোমাদের পাঁচজনের জন্যে।  
পৃথিবীতে সব মিলিয়ে একশ' বার জনের এই লাগ কার্ড রয়েছে, তোমাদের নিয়ে  
হল একশ' সতেরো।

পাশে মড়িয়ে থাকা জেনারেল ইকোয়া একটি আর্তপন করল, মনে হল তার  
চলপন্দন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অনেক কষ্ট করে সে নিজেকে সামলে নিয়ে আমাদের  
সামনে মাথা নিচু করে মাঁড়ায়, তার পাশে অন্য সবাই। আমাদের বুকতে একটু  
সময় লাগল যে এটি এক ধরনের বায়ান্তরিক সম্মান প্রদর্শন। সাময়িক বিভাগে  
এ ধরনের অসংখ্য অর্থহীন নিয়ম-কানুন রয়েছে যেগুলি সম্পর্কে আমাদের কোন  
ধারণা নেই।

আমরা একে অন্যের নিকে আকালেন এবং নুগা সবার আসে নিজেকে সামলে  
নিয়ে বলল, আপনারা সবাই সোজা হয়ে মাঁড়তে পারেন।

জেনারেল ইকোয়া এবং অন্য সবাই সোজা হয়ে মাঁড়ল। বিশাল নিজের  
মঁড়িতে হাত দুপিয়ে বলল, ভবিষ্যতে আপনাদের কারো একমুহূর্ত হস্তাকর্ষ  
সম্মান দেখানোর প্রয়োজন নেই। আমরা এতে অভ্যস্ত নই।

আমরা মাথা নাড়লাম এবং আমাদের সাথে সাথে জেনারেল ইকোয়া এবং  
তার সঙ্গীরা কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়ল। তাদের নিজস্ব কোন ইচ্ছে-  
অনিচ্ছে আছে বলে মনে হয় না।

ইয়োহন রিসি হঠাৎ নিজের ঘড়ির নিকে আকালেন বললেন, আমাকে এখনই  
সেতে হবে। বিজ্ঞান পরিষদের একটি খুব জরুরি মিটিং আছে।

তিনি কখন এগিয়ে এসে একজন একজন করে আমাদের সাথে হাত  
মেলালেন। তাকে দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু তার হাত গোহাের মতো শক্ত।  
তারপর আমাদের একবার অভিবাধন করে হেঁটে ঘর থেকে বের হয়ে  
গেলেন, তার পিছু পিছু হস্তচকিত জেনারেল ইকোয়া এবং তার সঙ্গীরা।

করা হয়েছে মহামায়া রিসি।  
 আমি তার স্তীর সাথে একটু সেবা করতে চাই। তাকে আমি কি বলে সাধুনা  
 দেব বুঝতে পারছি না।  
 জেনারেল ইকোয়া কোন কথা না বলে দাঁড়িয়ে বইলো। ইয়োহন রিসি  
 জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আর কিছু বলবে?  
 আমরা কি এই হত্যাকাণ্ডের খবরটি গোপন রাখব? না কি প্রচারিত হতে দেব?  
 আমি সেই সিদ্ধান্তটি নেব না জেনারেল ইকোয়া?  
 তাহলে কে নেবে মহামায়া রিসি?  
 এই পাঁচজন। পৃথিবীর হাজারে হাজারে তপস্বী যে ক্ষমতা পেওয়া হয়েছে সেই  
 ক্ষমতার অধিকারে আমি এই পাঁচজনকে প্রত্যেক জনের পুরো দায়িত্ব দিতে চাই।  
 ইয়োহন রিসি হঠাৎ ঘুরে পৃথিবীতে আমাদের দিকে তাকালেন, তোমরা কি সেই  
 দায়িত্ব নেবে?

আমার মনে হল কুকুর ভিতর আমার হৃৎপিণ্ডটি বুঁকি এক দুহুর্তের জন্যে  
 ধমকে নাড়ল, আমি আমাদের দিকে তাকালাম, তাদের মুখও বড়শূন্য হয়ে  
 আছে। আমরা ওঠা করে নিজেনের স্বাভাবিক করে সখতির ভঙ্গিতে মাথা  
 নাড়লাম। ইয়োহন রিসি মাথা নেড়ে বললেন, আনুষ্ঠানিকতার কারণে তোমাদের  
 কথাটি মুখে উচ্চারণ করতে হবে। তোমরা একজন একজন করে বল।

ইয়োহন রিসিও মোঁখ সবার ওপর দিকে ঘুরে এসে আমার ওপর স্থির হল।  
 তিনি বললেন, রিকি?

আমি কিছু পলায় বললাম, মহামায়া রিসি আপনি যদি সত্যি বিশ্বাস করেন  
 আমি এই দায়িত্ব দিতে পারব তাহলে আমি এই দায়িত্ব নেব।

আমি বিশ্বাস করি। তুমি বেবে?

নেব মহামায়া ইয়োহন রিসি।

তুমি এই পৃথিবীতে রক্ষা করবে রিকি?

আমি—আমি ওঠা করব।

ইয়োহন রিসি একদুটো আমার দিকে তাকালেন, কি আশ্চর্য স্বপ্ন তার চোখ,  
 কি ভাষার তীর তার নুড়ি। আবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই পৃথিবীতে  
 রক্ষা করবে রিকি?

আমি পৃথিবীতে রক্ষা করব মহামায়া রিসি—কথাটি বলতে গিয়ে হঠাৎ  
 আমার বুক কেঁপে গেল, এত বড় একটা কথা বলার শক্তি আমি কোথায় পেলাম?

ইয়োহন রিসি পতীর জলধারা দিয়ে আমার দিকে ঢাকিয়ে হইলেন তারপর

ঘুরে তাকালেন আমার পাশে বসে থাকা যোমির দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, যোমি  
 তুমি কি এই দায়িত্ব নেবে? তুমি কি পৃথিবীতে রক্ষা করবে?  
 যোমি কাঁপা গলায় বলল, আমি এই দায়িত্ব নেব মহামায়া রিসি। আমি—  
 আমি এই পৃথিবীতে রক্ষা করব।

ইয়োহন রিসি তারপর ঘুরে তাকালেন বুবা ইয়া আর হিশানের দিকে, তাদের  
 চিত্র একই ধরনের জিজ্ঞেস করলেন, তারা চিত্র একই উত্তর দিল কাঁপা গলায়। তখন  
 তিনি উঠে দাঁড়ালেন তার চোখ থেকে, হাতের বাগটি ঘুরে সেখান থেকে লাগ  
 বায়ের চতুষ্কোণ করেকটা। কার্ড বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন। সেবে  
 বললেন, এখানে পাঁচটা লাগ কার্ড রয়েছে। তোমাদের পাঁচজনের জন্যে।  
 পৃথিবীতে সব মিলিয়ে একশ' বার জনের এই লাগ কার্ড রয়েছে, তোমাদের দিকে  
 হল একশ' সতেরো।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জেনারেল ইকোয়া একটা আঁর্শক করল, মনে হল তার  
 হৃৎপিণ্ডখন বস হয়ে যাচ্ছে। অনেক কষ্ট করে সে নিজেকে সামনে নিয়ে আমাদের  
 সামনে মাথা পিছু করে দাঁড়ায়, তার সাথে অন্য সবাই। আমাদের বুকেরে একটু  
 সমস্ত লাগল যে এটি এক ধরনের বাধ্যতামূলক স্বপ্নান প্রদর্শন। সমরিক বিহাঙ্গে  
 এ ধরনের অসংখ্য অর্ধস্থান নিয়ম-কানুন রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আমাদের কোন  
 ধারণা নেই।

আমরা একে অসম্মত দিকে তাকালাম এবং বুবা সবার আগে নিজেকে সামনে  
 নিয়ে বলল, আপনারা সবাই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলেন।

জেনারেল ইকোয়া এবং অন্য সবাই সোজা হয়ে দাঁড়াল। হিশান নিজের  
 দাঁড়িতে হাত বুলায়ে বলল, ভবিষ্যতে আপনাদের কারো এরকম হাস্যকর ভঙ্গিতে  
 সম্মান দেখানোর প্রয়োজন নেই। আমরা একে অভ্যস্ত নই।

আমরা মাথা নাড়লাম এবং আমাদের সাথে সাথে জেনারেল ইকোয়া এবং  
 তার সঙ্গীরা কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়ল। তাদের নিজস্ব কোন ইচ্ছে-  
 অনিচ্ছে আছে বলে মনে হয় না।

ইয়োহন রিসি হঠাৎ নিজের হৃৎপিণ্ড দিকে ঝাকিয়ে বললেন, আমাকে এখনই  
 ছেতে হবে। বিজ্ঞান পরিষদের একটা খুব জরুরি মিটিং আছে।

তিনি কখন এগিয়ে এসে একজন একজন করে আমাদের সাথে হাত  
 মেলালেন। তাকে দেখে বোকা যায় না, কিন্তু তার হাত গোমার মতো শক্ত।  
 তারপর আমাদের একবার অভিবাদন করে হেঁটে হেঁটে ঘর থেকে বের হয়ে  
 গেলেন, তার পিছু পিছু হতভক্তিক জেনারেল ইকোয়া এবং তার সঙ্গীরা।

সবাই চলে যাবার পর আমরা বিশাল খরে একটি কামো টেবিলকে ঘিরে  
মুপকাম বসে রইলাম। আমাদের সামনে টেবিলে পাঁচটি লাগ কার্ড, সেখান থেকে  
কোন উপায় নেই কিছু আমরা জানি এই কার্ডগুলি স্পর্শ করা মাত্র আমাদের ত্রীকন  
হঠাৎ করে পুরোপুরি পাশে যাবে। আমরা কেউই সেটা চাইনি কিছু আমাদের  
কাণ্ডে কিছু করার নেই।

আমাদের মাঝে সবচেয়ে প্রথম কথা বলল নুবা। নরম পলায় বলল, আমাদের  
হাতে মনে হয় কোন সময় নেই। কাজ শুরু করে নেয়া মতকার।

হ্যাঁ। বিশাল তার বাড়িতে হাত বুগিয়ে বলল, কাজ শুরু করে নেয়া মতকার।  
যখন কি করতে হবে কিছুই জানি না তখন হাত তাতাতাতি সচল শুরু করে নেয়া  
মতকার।

হোমি একটু এগিয়ে এসে বলল, কিছু ঠিক কিভাবে শুরু করব।

আমি একটা লাগ কার্ড নিজের দিকে টেনে নিয়ে বললাম, লাগ কার্ড দিয়ে  
শুরু করা যাক।

কার্ডটিকে স্পর্শ করা মাত্র একটা বিচিত্র শব্দ করে তার মাঝে থেকে একটা  
নীল রঙের আলো বের হয়ে এলো। নিশ্চয়ই কার্ডটি আমার ব্যবহারের উপযোগী  
করার জন্য প্রাথমিক কাজ শুরু করে দিয়েছে। লাগ কার্ডের মাঝে একটা মেগা  
কম্পিউটার রয়েছে, পৃথিবীর ভিতরে এবং বাইরে সবগুলি ডাটা বেগে যোগাযোগ  
করার জন্যে কিন্তু কিন্তু তরঙ্গ জালানা করে রাখা আছে। মহাকাশের সবগুলি মূল  
উপগ্রহের সাথে যোগাযোগ রয়েছে। পৃথিবীর কেন্দ্রীয় কম্পিউটারে প্রবেশ করে  
তার যে কোন তথ্য দেখার অনুমতি নেয়া হয়েছে। এই ছোট লাগ কার্ডটিকে  
প্রয়োজন হলে আর হিসেবে ব্যবহার করা যায়, অন্যান্য জিনিসের মাঝে এই  
কার্ডটির মাঝে দুটি মূল কেন্দ্রীয় রয়েছে।

আমি অভিজ্ঞ হয়ে কার্ডটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাম পাশে ছোট একটা  
টোকাগো যন্ত্রে স্রষ্ট নানা রঙের ছবি ভেসে আসতে শুরু করেছে, বেশির  
ভাগই হ্রস্বমেয়িক ত্রিমাত্রিক ছবি। কার্ডের ডান পাশের কিছু কিছু থেকে উদ্ভাস  
কিছু আলোর কলকলনি দেখা গেল। ছোট একটা পিপকার থেকে তীক্ষ্ণ একটা  
কিছু শব্দ ভেসে আসছিল, শব্দের রঙ্গম কমে এসে হঠাৎ সেটি নীরব হয়ে শুধি,  
চতুর্মুখ অংশটিকে হঠাৎ আমরা নিজের একটা ছবি ভেসে ওঠে। আমি কার্ডটি  
খরে অন্যমনে দেখিয়ে বললাম, আমার কার্ডটি মনে হয় লগ্নত হয়ে গেছে।

অন্যান্যরাও তখন হাত বাড়িয়ে একটা করে কার্ড তুলে নেয় এবং দুহুর্ভে নীল  
আলোর কলকলনি নিয়ে কার্ডগুলি কাজ শুরু করে দেয়। কিছুক্ষণের মাঝেই এই

কার্ডটির মাঝে একটা ইতিহাস সৃষ্টি হবে। পাঁচজন লাগ কার্ডের অধিকারী মনুষ্য  
একটি খরে একত্র হবে।

আমার হঠাৎ প্রশ্নের কথা মনে পড়ল। আমি লাগ কার্ডের অধিকারী হব  
জানলে প্রশ্ন কি আমাকে রেড়ে চলে যেতো? আমার ঠিক ইচ্ছে ছিল না কিছু হঠাৎ  
আমার পুক থেকে একটা নীর্ণধাস পের হয়ে এগে।

সবাই ঘুরে আমার দিকে তাকাল কিছু কেউ কোন কথা বলল না।

আমি নীর্ণধাসটি কেন ফেলেছি তার নিশ্চয়ই বুঝে ফেলবে কিছু কেউ  
সেটা প্রকাশ করল না। হোমি লাগ কার্ডটির দিকে তাকিয়ে বলল, সবর আগে  
আমাদের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। যতটুকু সম্ভব। শ্যালগ্র গ্রন সম্পর্কে আমাদের  
সব কিছু জানতে হবে।

বিশাল ভুরু কুঁচকে বলল, কিন্তু সেটা কি সম্ভব? একজন মনুষ্য সম্পর্কে কি  
কখনো সব কিছু জানা যায়?

নুবা মাথা নেড়ে বলল, তা যায় না, কিন্তু সেটা করতে তো ক্ষতি নেই।  
মানুষটাকে যদি কটা বুঝতে হবে। কি ধরনের মনুষ্য, পৃথিবীতে কতটুকু, কি বকম  
চরিত্র, দুর্গপ্ৰাপ্তি কোথায়—

ইগা মাথা নেড়ে বলল, উঁহ, মানুষকে কখনো বোঝা যায় না। যারা আমাকে  
জেনে তাদের সবার ধারণা আমি অত্যন্ত সং-নীতিবান মনুষ্য। কিন্তু আমি মোটেই  
সং এবং নীতিবান নই। চোমরা তো নিজেরাই তুলে আমার মানবধর্মের গোপন  
কারখানা আছে।

হোমি নরু চোখে বলল, কিন্তু সেটা তো গোপন নেই। মহামন্দা রিসি নিয়ে  
বলেছেন সেটা অনেকেরই জানে।

তা ঠিক, ইগা মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু আমার চরিত্রে আরো অনেক কিছু  
আছে যেটা কেউ জানে না। যেটা আমি চাই না কেউ জানুক।

বিশাল মাথাটা একটু এগিয়ে এনে বলল, কিন্তু আমাদের তো কোন একটা  
আরখ্যা থেকে শুরু করতে হবে। শ্যালগ্র গ্রন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে আমরা  
কাজ শুরু করতে পারি। আমার মনে হয় আমরা অন্য যে কোন মনুষ্য থেকে  
তথ্যগুলি ভালভাবে বিশ্লেষণ করতে পারব।

হোমি কোন কথা না বলে সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা মাড়ল। নুবা বলল, তথ্য  
সংগ্রহ করা বিশ্লেষণ করার তো কোন ক্ষতি নেই।

ইগা ভুরু কুঁচকে বলল, ক্ষতি আছে।

কি ক্ষতি?

এক টুকরা পুঁজ কথা তোমাদের সবাইকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে। বিশেষ করে শালক প্রকার মতো পূর্ব মানুষ—  
 যেমি সফল প্রবেশ করল, তাহলে তুমি আমাদের কি করতে বল?  
 ইশা তাঁর হাঁকিয়ে বলল, আমি জানি না।  
 দুবা হেসে বলল, জানি না বললে তো হবে না। কিছু একটা করতে হবে।  
 ইশা আমার দিকে ইশিগ করে বলল, তবু আমাদের কলঙ্ক কেন? রিকি এখন  
 পাড় এটা কলঙ্ক হলে—  
 সবই কলম আমার দিকে তাকাল। দুবা মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, সঠিকই তুমি  
 কিছু বলনি। কিছু একটা বল।  
 আমি একটি অপ্রতুল হয়ে বললাম, আসলে এ খবরের ব্যাপারে আমি কখনো  
 কোন মনে অংশ নিইনি। নিজস্বের তরু করতে হয় আমার কোন ধারণা নেই।  
 আমি সেটা মূর্তি করে বলে দিলে কাটিয়েছি।  
 আমার কথা শুনে হঠাৎ সবই তীক্ষ্ণ রেখে আমার দিকে তাকাল। দুবার চোখ  
 হাঁকি তুলল করে ওঠে। আমার দিকে মাথা তুলিয়ে বলল, সত্যি তুমি কখনো  
 কোন প্রকারে অংশ নাওনি?  
 না।  
 দুবা তুরে আমাদের দিকে তাকায় এবং হঠাৎ করে সবাই কনবেশি উরেকিত  
 হয়ে ওঠে। ইশা টেনিয়ে একটা দাঁত সিরে বলল, চমকেতার।  
 আমি বললাম, কি চমকেতার?  
 তোমার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই সেটা।  
 ইশা কি করতে চাইলে আমি সেটা হঠাৎ আঁচ করতে পারি। ইয়োজন রিপি  
 আমাদের যে এই লগ্নিতে এসেছে সেটাই কি তার কারণ?  
 বিশদ তার মস্তিষ্ক মাঝে আতুল চুকিয়ে বলল, হ্যাঁ, তাহলে তোমার মুখেই  
 পলি। তোমার যেহেতু কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই তুমি এই সমস্যাটিকে একেবারে  
 নতুন পুষ্টিভাগ দিয়ে দেখবে। তুমি বল আমরা কিভাবে করব।  
 আমি?  
 হ্যাঁ, তুমি।  
 আমার মনে হয় আমাদের শালক প্রকারের সাথে দেখা করা উচিত।  
 হঠাৎ করে সবাই স্থির হয়ে গেল, মনে হল ঘরে যদি একটা সুচও পড়ে সেটা  
 পেশা যাবে। আমি সবার দিকে একবার তাকিয়ে বললাম, আমাদের যদি সত্যি  
 জিজ্ঞেস কর তাহলে আমি সোয়াই বলব। তার সম্পর্কে কোন রকম ধারণা-ববর

না নিয়ে, কোন রকম তথ্য-বিশ্লেষণ না করে তার সাথে দেখা করা। সম্পূর্ণ  
 একজন অপরিসীম মানুষের সাথে যেভাবে দেখা করা হয় সেভাবে।  
 ইশা দুবা ধীরে ধীরে সর্বাভিতিক করে মাথা বাড়তে থাকে, অন্য কেউ কোন  
 কথা বলে না। যেমি হঠাৎ টেনিয়ে হাঁকি রেখে বলল, কেন?  
 তার সম্পর্কে জানার জন্যে।  
 তুমি কোন মনে কর তার সাথে দেখা করতে তুমি তার সম্পর্কে জানতে  
 পারবে?  
 কারণ সে একজন মানুষ। অজান পূর্ব মানুষ। ভাটা বেলে তার সম্পর্কে যে  
 সব তথ্য থাকবে সেটা কখনোই সম্পূর্ণ কথা হবে না। একজন মানুষ অজান  
 জাতির ব্যাপারে কখনো কথা সিরে তাকে বোঝানো যায় না। তাকে বুঝতে হলে  
 সন্দেহ অন্য আরেকজন মানুষ দরকার।  
 দুবা স্থির সূত্রিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল, আমি কথা শেষ করেই বলল,  
 আমার মনে হয় রিকি ঠিকই বলেছে।  
 ইশাও মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। আমাদের একজন যদি তার সাথে দেখা করে কথা  
 বলে দিলে আসলে পরি সন্দেহ মানুষটা সম্পর্কে পুঁজ ভাল একটা ধারণা হবে।  
 রিকি ঠিকই বলেছে। যেমি তীক্ষ্ণ সূত্রিতে ইশার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি  
 নিশ্চিত?  
 ইশা কিছু বলার আগেই আমি বললাম, আমি নিশ্চিত।  
 যেমি মাথা নেড়ে বলল, আমি বিশ্বাস করি না।  
 কি বিশ্বাস কর না?  
 যে একজন মানুষের সাথে কথা বলে তার সম্পর্কে কিছু জানা যায়।  
 একজন সাধারণ মানুষ যদি কথা বলে সে হয়তো কিছু জানবে না। কিছু  
 ব্যাপারটা অধীকার করে তো লাভ নেই, আমরা কেউই সাধারণ মানুষ নই।  
 যেমির চোখ দুটি হঠাৎ কেমন জ্বলি জ্বলল করে ওঠে, খনিকক্ষণ আমার  
 দিকে তীক্ষ্ণ সূত্রিতে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি আমাদের আগে কখনো দেখনি  
 কাজেই আমার সম্পর্কে কিছু জানো না। এখন কিছুক্ষণ হল তুমি আমার সাথে  
 কথা বলো—তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তুমি আমার সম্পর্কে অনেক  
 কিছু জানে পোছ? তুমি সেটা বল, যেমি সত্যি বলতে পার কি না।  
 দুবা ইশা এবং বিশান একটু অবাক হয়ে এবং বেশ খানিকটা কৌতূহল নিয়ে  
 আমার দিকে তাকাল। আমি হঠাৎ বিস্তৃত অনুভব করতে থাকি, কোন ভাবে  
 নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, আমার মনে হয় না সেটা ঠিক হবে যেমি।

সেই?

কারণ তুমি হঠাৎ পছন্দ করবে না।

কেন পছন্দ করবে না?

একজন মানুষের চরিত্রের অনেক দিক থাকে। যেটা সহজেই বলাশ হয়ে যায় সেটা আর সময়েই হয় দুর্বল দিক। সেটা তার মূল চরিত্র নাও হতে পারে।

তবু তুমি বল, আমি জানতে চাই। আমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজেই যাতে নিজেই এখানে তুল করার কোন আশা নেই। তুমি সত্যিই আমার চরিত্রের কথা বলতে পার কিনা তার ওপর নির্ভর করবে আমরা কি করব। এখানে আমাদের অভিজ্ঞত পছন্দ-অপছন্দের কোন গুরুত্ব নেই। তুমি বল।

বেশ। আমি একটা কথা নিশ্চয়ই নিয়ে বললাম, তোমার ভিতরে প্রতিযোগিতার একটা ভাব আছে যেমি, তোমার হৃদয় বুদ্ধিমত্তা তুমি কেন আড়াল করে রেখে সেটা একটা রহস্য। তোমার অনুভূতি খুব চড়া সূত্রে বাঁধা—

এমন কথা অব্যাহত। যেমি আমাকে খনিজে নিয়ে বলল, আমার সম্পর্কে কোন কথা বল।

আমি যেমির দিকে বীক্ষণ দৃষ্টিতে আকালম, এক মুহূর্ত বিধা করে বললাম, তুমি একজন প্রতিযোগিতামূলক মানুষ। তুমি অপরাধ করতে সক্ষম। তোমার লাল কার্ড ব্যবহার করে তুমি কোন একজনকে ভয়ঙ্কর শাস্তি দেয়ার কথা ভাবছ। অন্যতর মানুষটি তোমার শৈশবের কোন ভালবাসার মানুষ। আমার ধারণা তুমি অতীতে কোন বড় অপরাধ করেছ।

যেমির মুখ মুহূর্তে রক্তপূর্ণ হয়ে গেল, আমি মূদু হয়ে বললাম, তোমাকে আমাদের সাথে কাজ করতে দেয়া কোন কাকতালীয় ব্যাপার নয়। আমার মনে হয় অনেক ভেবেচিন্তে দেয়া হয়েছে। শ্যালক গ্রন্থের মন্ত্রিত্ব কেমন করে কাজ করে সেটা সবচেয়ে ভাল বুঝবে তুমি। আমার ধারণা—

যেমি হঠাৎপন চেঁচা করে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ঠিক আছে রিকি তোমাকে আর বলতে হবে না। যথেষ্ট হয়েছে।

আমি, আমি কি তুল বলছি?

যেমি নিজের দিকে তাকিয়ে ফল, না। তুমি কোন করে বললে আমি জানি না। এটা—এটা হার অন্যতর।

অন্যতর নয় যেমি। তুমি সেখানে লাল কাটাটা হাতে নিয়ে সেটার দিকে তাকিয়েছিল সেখেন সে কেউ বলতে পারবে তুমি এটা নিয়ে তাকিয়ে শাস্তি দেবে। তোমার চেহের সে ঈর্ষার ছায়া ভূটে উঠেছিল সেটা সেখেন বুঝতে কোন মানুষের

৩৩

হয় না, কোন একজন ভালবাসার মানুষ যেমাকে ছেড়ে গেছে, তুমি যেভাবে আমার দিকে তাকিয়েছে সেই দৃষ্টি থেকে—

নুনা আমাকে খনিজে নিয়ে বলল, রিকি, আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করছি। তুমি সম্ভবত একজন মানুষকে খুব ভাল বুঝতে পার, যেটা আমরা পরি না।

হিশান আমার দিকে সরু চোখে তাকিয়ে বলল, আমি তোমার ধারে কাছে থাকতে চাই না।

সবাই ছোঁব করে একটু হেসে ব্যাপারটা একটু হালকা করে দেয়ার চেষ্টা করে তবুও পরিবেশটা কেমন সেমি ঘনঘন হয়ে থাকে। খনিজকণ কেউ কোন কথা বলে না, ইং খুব মনোযোগ নিয়ে নিজের লেখকে লক্ষ্য করতে করতে হঠাৎ খুব তুলে বলল, তাহলে কি রিকি যাবে শ্যালক গ্রন্থের সাথে দেখা করতে?

খনি রিকির আশ্চর্য না থাকে।

না, আমার আশ্চর্য নেই। আমি মাথা নেড়ে বললাম, সত্যি কথা বলতে কি লোকটিকে দেখার আমার অন্তরব কৌতূহল হচ্ছে।

কিন্তু তুমি জানো ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলক।

নুনা আমার দিকে তাকিয়ে গিয়েস কাল, তোমার ভয় করছে না রিকি?

হ্যাঁ করছে। কিন্তু কি করা যাবে?

হিশান বলল, জেয়ারেল জিত্রাকে মেরে ফেলছে কারণ মানুষটি দাঁকি নির্বোধ ছিল। অন্যতরকে রিকিকে সে সেমি দিতে পারবে না।

ইং যেমির দিকে তাকিয়ে বলল, যেমি, তোমার কি মনে হয়?

যেমির চোখ হঠাৎ করে অলঙ্ঘন করে ওঠে, মনে হল বেশ কিছু একটা করবে। কিন্তু করল না, কষ্ট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, সত্যি আমার কি মনে হয় জানো?

কি?

আমার মনে হয় রিকির জীবন কিরে আসার স্বেচ্ছা খুব কম। শ্যালক গ্রন্থ প্রতিযোগিতামূলক মানুষ—আমার মতোই। রিকি খনি তার সাথে কথা বলে কিছু একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার জেনে যায় সাথে সাথে তাকে মেরে ফেলবে।

তুমি সত্যিই তাই মনে কর?

হ্যাঁ। আমি শ্যালক গ্রন্থ বলে তাই কব্বাম।

আমি মূদু হয়ে বললাম, আমার মনে হয় যেমি ঠিকই বললে। আমি কিন্তু তবু যেতে চাই।

সত্যি?

৩৪

হাঁ। আমি ঠোঁড় করব বেঁচে থাকতে। তবু যদি না পারি তোমরা একটা জিনিস জানবে।

কি জিনিস?  
জানবে মানুষটার মাঝে কিছু একটা দুর্বলতা আছে। জানবে তার পুরো পরিভ্রমণের কেবলো কিছু একটা কারণই আছে। পুরো সমস্যাটি তখন তোমাদের কাছে অনেক সহজ হয়ে যাবে।

তবু আমার নিকে এক ধরনের বিশ্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। যানিকক্ষণ হুশ করে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, মনে হচ্ছে আমি যদি এখানে না থাকতাম জান হতো। খুব সহজে খুব বড় নিছক নিকে হচ্ছে আমার—আমি পারি না এখন।

আমরা কেউই পারি না তবু। ইগা একটা হাত বাড়িয়ে নবার হাত স্পর্শ করে বলল, কিন্তু আমাদের কোন উপায় নেই।

আমরা পাঁচজন হুপচাপ বসে থাকি যানিকক্ষণ। কেউ কিছু বলছি না কিন্তু তবু মনে হচ্ছে একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছি, মনে হচ্ছে একজন আরেকজনকে চিনি যতকাল থেকে। এক সময় আমি হাতের খড়ির নিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমার মনে হয় এখনই যাওয়া সহজ, কি বল?

সবাই বিধম্বিত ভাবে মাথা নাড়ল। হিশান বলল, যেতেই যদি হয় তাহলে যত তাড়াতাড়ি যেতে পার ততই ভাল।

নুবা ঘুরে আমার কাছাকাছি এসে আমাকে পড়ীর ভালবাসায় আলিঙ্গন করে বলল, আমার তোমার মঙ্গল কামনা করছি রিকি।

আমি নরম গলায় বললাম, আমি জানি।

আমার কণ্ঠস্বরে কোন পরিবার ছিল না, কোন আপনজন ছিল না। আমি সব সময় নিঃশব্দ-একাকী বড় হয়েছি। হঠাৎ করে এই বিশাল ঘরে চারজন মানুষের সুবাসুধি দাঁড়িয়ে মনে হল আমি বুঁকি আর নিঃশব্দ নই। আমারও আপনজন আছে—আমারও পরিবার আছে। কখনো আমি বলতে গিয়ে যেম পেলাম, দু'খুঁটে বলতে পারলাম না।

হয়তো বলার প্রয়োজনও নেই, এরা নিশ্চয়ই জানে আমি কি বলতে চেয়েছি। এরা সবাই অস্বাভাবিক মানুষ।

শ্যালগ্র গ্রন্থ যে জিনিসটি করে পৃথিবীতে নেমে এসেছে সেটি দেখতে একটা কদাচার মাল্যের মতো। কোন মরজা-জানামা নেই, বিকর্ণ সেয়াল যুনে যুনে পুড়ে ফলসে আছে। পুরো জিনিসটি একটু কাত হয়ে বড় কিছু পাখরের ওপর বসে রয়েছে। চারপাশে বিকীর্ণ এলাকাটা কীটা তার দিয়ে খেরা, উফ চাপের কিছুমাত্র প্রবাহ হচ্ছে, আমি কান পেতে এক ধরনের চাপা ওজন কনতে পেলাম। আরো দূরে উঁচু কয়েটের সেয়াল, সেখ থেকে বোকা যায় অত্যাধিক করে তৈরি হয়েছে। শক্তিশালী লেজার দিয়ে খুব সহজেই বিকীর্ণ এলাকা ঘিরে রাখা যায় কিন্তু এখানে কোন পুঁকি সোয়া হয়নি, শক্ত কয়েটের সেয়াল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। কখন দুটি গেটে মানুষের প্রহরা ছিল তারপরের দুটিতে রবেট। সেখ গেটটিতে কোন প্রহরা ছিল না। কিন্তু আমি নিশ্চিত সেখানে অদৃশ্য কোন লেজার রশ্মি দিয়ে থেকে রাখা হয়েছে। আমার কাছে লাল কার্ডটি ছিল বসে তুকতে পেরেছি না হয় সোকা নিসেনেবে খুব দুসোখা ব্যাপার।

আমি কদাচার খরটির সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম, পুরো এলাকাটিকে এক ধরনের অতঃ চিহ্ন, কোন জানি অকারণে মন ব্যাপ্ত হয়ে যায়। আমার হঠাৎ ত্রিশার কথা মনে পড়ল। কোথায় আছে ত্রিশা? কেমন আছে? আমি ইচ্ছে করলেই লাল কার্ডটি স্পর্শ করে ত্রিশার কথা জানতে পারি, পৃথিবীর যেখানেই সে থাকুক না কেন আমার সামনে তার বিমাত্রিক হিস্টোরিক ছবি ভেসে আসবে। আমার হঠাৎ তাকে খুব দেখার ইচ্ছে করল, অনেক কষ্ট করে আমি ইচ্ছেটাকে দমিয়ে রাখলাম। বলা যেতে পারে পৃথিবীর সব মানুষের জীবন এখন বিপন্ন, এই মুহুর্তে একজন মানুষের জন্যে ব্যাকুল হওয়া হলো চার্পণের কাজ। আমি কদাচার খরটির নিকে এগিয়ে পেলাম, হঠাৎ নিকে থেকে কীচ কীচ শব্দ করে যোগাকার একটা ছোট নরজা খুলে গেল। আমি একটু চমকে উঠি—আমার ভ্রমণই খেলা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শ্যালগ্র গ্রন্থ কি কোন যোগ্য জানলা দিয়ে আমার নিকে তাকিয়ে আছে?

আমি একটা নিশ্বাস ফেললাম, আমাকে এখন ভেতরে তুকতে হবে। জীবিত কি ঘিরে আসতে পারবে আমি? গোলা অঙ্কুরের নরজার পা দেখার আগে হঠাৎ আমার লাল কার্ডটির কথা মনে পড়ল, ইচ্ছে করলে সেটাকে একটা অঙ্কুরের অঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। শ্যালগ্র গ্রন্থের সাথে একটা অঙ্গ নিয়ে দেখা করা নি

বুঁধিমানের কাজ হবে? আমি এক মুহূর্ত ভেবে লাগ কাড়ী পকেট থেকে বের করে  
বাইরে ছুঁতে লাগাম, যেট একটা কোণের নিচে সেটা অনুশা হয়ে গেল। পৃথিবীর  
অন্য কোট এই কার্য ব্যবহার করবেত পারবে না, এটা আমি আবার ফিরে পাব।  
আমাদের দরজাটি ছোট। ভিতরে দুটো অঙ্ককার—আমি একটু থিখা করে  
মথা নিম্ন করে ভিতরে চুকতেই ঘরঘর শব্দ করে পিছনের দরজাটি বন্ধ হয়ে  
গেল। ভিতরে কাঁকাসো গন্ধ, আশসা গরম এবং দুটো অঙ্ককার। আমি  
সাবধানে সেরাম হতে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ানাম, সাথে সাথে জনতে পেলাম  
ও কেন ভরি পলাত বলল, তুমি কেন এসেছ?

আমি চমকে উঠে বললাম, আমি—আমি তোমার সাথে দেখা করতে  
এসেছি।

কেন?

আমি এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বললাম, তুমি নিশ্চয়ই জানো কেন।

কঠোরটি বনিকজন চুপ করে থেকে বলল, হ্যাঁ জানি।

আমি দুটো অঙ্ককারে গ্রাণপথ চেষ্টা করে মানুষটিকে দেখার চেষ্টা করতে  
থাকি, কিন্তু মর্দিনিকে দুর্ভেদ্য অঙ্ককারের সেরাম, আমি কাটিকে পেঘতে পেলাম  
না।

কঠোরটি আবার বলল, তুমি জানো এর আর্পে যে আমার সাথে দেখা করতে  
এসেছিল সে অতার নির্বোধ ব্যক্তি ছিল।

বুঁধিমান খুব আশ্চর্যক ব্যাপার। তাহাজাও এটি বহুমাত্রিক।

তুমি কি নির্বোধ?

কেন কেন বিষয়ে সবাই নির্বোধ। তুমি অসাধারণ প্রতিভাবান মানুষ বলে  
কেনি পিত্ত অস্তত একটা ব্যাপারে তুমিও নির্বোধ।

কঠোরটি নীর্ব সময় চুপ করে রইল প্রতি মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল অঙ্ককার  
থেকে একটা বুলেট ছুটে এসে আমাকে ছিন্তিন্ত করে দেবে। আমি হিশার কথা  
জবতে চাইলাম, যখনই আমি অসহায় অনুভব করি আমি হিশার কথা ভাবি।

তুমি ভয় পেয়েছ।

হ্যাঁ।

পিত্ত তুমি ভীত নও। যে আমাকে নির্বোধ বলতে পারে সে ভীত্ব হতে পারে  
না। মানুষের গ্রাণের জন্যে আমার কোন মমতা নেই।

জানি।

তুমি কেন আমাকে নির্বোধ মনে কর?

০৪

কারণ তুমি পৃথিবীর সব মানুষকে মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখিয়েছ।

আমি ভয় দেখাইনি। আমি সত্যি সত্যি সেটা করতে চাই।

আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে, মানুষটি সত্যি কথা বলছে। সত্যিই সে  
পৃথিবীর সব মানুষকে মেরে ফেলতে চায়। আমি জিত দিয়ে আমার সকলো ঠোঁট  
ছিকিয়ে বললাম, তুমি কেন পৃথিবীর সব মানুষকে মেরে ফেলতে চাও?

আমি সেটা বহবার বলেছি। পৃথিবীর সব ভাটাবেসে সে তথা আছে।

আমি তোমার নিজের মুখ থেকে জনতে চাই।

কেন?

কারণ আমি পৃথিবীকে তোমার হাত থেকে রক্ষা করব। তোমার সম্পর্কে  
আমার জানা গ্রাণোজন।

তুমি একা পৃথিবীকে রক্ষা করবে?

না, আমার সাথে আরো চারজন অসম্ভব প্রতিভাবান মানুষ রয়েছে।

তোমারা শীঘ্রই মিলে পৃথিবীকে রক্ষা করবে?

না। আমাদের সহযোগিতা করবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ, সমস্ত জ্ঞান-  
বিজ্ঞান—

চুপ কর—কঠোরটি হঠাৎ তীব্র হয়ে আমাকে ধমকে ওঠে—হঠাৎ করে আমি  
সত্যিকারের এক ধরনের আতঙ্কে অনুভব করি। আমার মেরুপথ বেয়ে শীতল  
একটা স্রোত বয়ে যেতে থাকে। ভয়ঙ্কর অঙ্ককারে আমি সেরাম হতে মর্দিনিয়ে  
থাকি, আমি গ্রাণমবার অনুভব করতে পারলাম অঙ্ককারে যে গ্রাণীটির সামনে আমি  
মর্দিনিয়ে আছি সেটি মানুষ নয়, সেটি একটি দানব। আমি কুল কুল করে ঘামতে  
থাকি। আবার আমি হিশার কথা ভাবতে শুরু করি। আমার গ্রাণের সামনে তার  
চেহারা ভেসে ওঠে, আমার দিকে তাকিয়ে যেন হাসছে, লাগ ঠোঁট বকবকে  
স্কটিকের মতো নীত। বাতাসে তার বেশমের মতো কালো চুল উড়ছে।

তুমি কার কথা ভাবছ?

মানুষটি এই দুটো অঙ্ককারেও আমাকে পশ্ট দেখছে, আমি সেরাম স্পর্শ  
করে মর্দিনিয়ে আছি সেখান থেকে আমার শরীরের আরো অনেক তথা পেয়ে  
যাচ্ছে।

কথা বল।

আমি বলতে চাই না।

কেন?

এটি আমার খুব শক্তিশাল ব্যাপার। তাহাজা—

০৫

তা ছাড়া কি?  
 তুমি হাজারো সেটা বুঝবে না। মানুষ সম্পর্কে তোমার ধারণাটা অত্যন্ত  
 সঠিক। তোমার বাক্য পৃথিবীর মানুষের জন্য পুরোপুরি কার্যকর। পৃথিবীর  
 মানুষকে কান্দে করে তুমি তাদের যত্নের অকলমে খাটতে মেবে।  
 তোমার কথা শুনিকটা সঠিক।  
 কিন্তু সেটা সঠিক না। পৃথিবীর মানুষের জন্য কার্যকর। স্বতন্ত্র পৃথিবীর  
 একজন মানুষের জন্য অন্য মানুষের ভালবাসা থাকবে তবুদিন মানব জন্ম কৃপা  
 হবে না।  
 তুমি কি তুমি? তুমি কত—  
 না, আমি তুমি কখন না। আমাকে মেঝে ফেলতে চাইলে তুমি মেঝে ফেলতে  
 পার, কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই সেটা বলবই। জ্ঞান বিজ্ঞান সত্যতা শিল্প  
 সঠিক মানুষের জীবনের মানকাঠি না—মানুষের জীবনের মানকাঠি হচ্ছে একেবারে  
 জন্মে আমার ভালবাসা। তুমি সেটা জানো না। তুমি সেটা কোথা মিল জানবে না।  
 আমি মানুষটি দেখতে পারছি না, মানুষটি এখন সম্ভবত আমাকে মেঝে  
 ফেলবে, আমার হাতের তুমি করে থাকেই উচিত ছিল। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে  
 পড়িয়ে থাকি, নিজেকে ঘাঁহে খুব অসহায় মনে হয়। দীর্ঘ সময় কোথাও কোন  
 শব্দ নেই, মনে হয় আমি বৃষ্টি ঝড়ের মাঝে একটি মুহুর্তের মতো মিলে যাবে  
 আমি। আমি ছাড়া অন্যর আকালম, শ্যালক্স গ্রন্থ।  
 কল।  
 তুমি কি আমাকে মেঝে ফেলবে?  
 এখনো জানি না।  
 আমি কি তোমার সাথে কথা বলতে পারি?  
 কি কথা বলতে চাও?  
 তুমি কি নিজের মূখে আমাকে একবার বলবে কেন তুমি পৃথিবীর সব  
 মানুষকে মেঝে ফেলতে চাও?  
 তুমি বলতে পারবে?  
 আমি?  
 হ্যাঁ, তুমি।  
 আমি একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে বললাম, ওটা কতটুকু পারি।  
 কর।  
 তোমার মানুষের জন্য কোন সমস্যা নেই। সম্ভবত শৈশবে খুব ছোটছোট কিছু

মানুষ তোমার ওপর খুব অধিকার করেছিল। তুমি তার প্রতিশোধ নিতে চাও।  
 আমি একটু খামচেই শ্যালক্স গ্রন্থ বলল, বলতে দাও।  
 তুমি জ্বালকের কার্যকর। তোমার মুহুর্তের পর পৃথিবী বেঁচে থাকুক আর কানে  
 যোক ভাঙে তোমার কিছু আসে যায় না। তাই তুমি এই খেলাটা বেমে নিয়েছ,  
 তুমি কখন পৃথিবী।  
 আমি কয়েক মুহুর্ত অপেক্ষা করে বললাম, আমি কি তুলে ধরছি?  
 না।  
 অনেক খাবার শ্যালক্স গ্রন্থ।  
 শ্যালক্স গ্রন্থ জেনে কথা বলল না। আমার দীর্ঘ সময় তুমি করে রইল। আমি  
 অন্ধকারে নেয়াল ধরে দাড়িয়ে রইলাম। জ্বালকের অন্ধকার ঘাসুর ওপর একটা ছাপ  
 সৃষ্টি করে, আমি কেমন জানি এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করতে থাকি। যখন  
 মনে হল শ্যালক্স গ্রন্থ আর কোন কথা বলবে না, আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে  
 দাম্পিত্যম ত্রিক তখন সে বলল, তোমার পৃথিবীকে কি জ্বালে রাখা করতে ত্রিক  
 করে?  
 হ্যাঁ।  
 কিভাবে?  
 আমি যেটা মুঠি নিঃশ্বাসেই তুমি সঠিক সঠিক সব মানুষকে মেঝে ফেলতে  
 চাও। কিন্তু সেটা যখন করা হবে তুমি নিজেও মারা যাবে। কিন্তু তুমি মুহুর্তের জন্যে  
 এখনো সন্তুষ্ট নও। পৃথিবীর মানুষের সাথে তুমি যে খেলাটা খেলছ সেটা তুমি  
 আরো একটু খেলতে চাও। আমার ধারণা তুমি আমার কাছে কোন জ্ঞান মেবে।  
 জ্ঞান?  
 হ্যাঁ। কিন্তু একটা তুমি দাবি করবে। অসম্ভব একটা দাবি। সে দাবি পূরণ  
 করতে না পারলে তুমি পৃথিবীর সব মানুষকে কান্দে করে মেবে।  
 আর সেই দাবি যদি পূরণ করা হয়? তাহলে তুমি আরো অবিন্যাস্তে পড়ি  
 মেবে। আরো একশ' বছরের সামনে।  
 কিন্তু সেটা পৃথিবীকে রাখা করা হল না। আর একশ' বছরের সময় নেয়া হল।  
 হ্যাঁ। কিন্তু তুমি যখন পৃথিবীতে নেমে আসবে পৃথিবীর বিজ্ঞান তখন আরো  
 একশ' বছরের এগিয়ে যাবে। আমরা তাদের অদৃশ্য কিছু তথা সেব সেটা ব্যবহার  
 করে তোমাকে কান্দে করা হবে।  
 সেই অদৃশ্য তথা তুমি পেয়ে গেছ?  
 এখনো পাইনি। কিন্তু আমি জানি সেই কথা আছে।

কেন করে জানে?  
কোন ভূমি এই খর দুটোকে অঙ্ককার করে বেবে। আমি তোমাকে দেখতে  
পাই না। তুমি কিছু আমাকে শই দেখে। এটা এক ধরনের সতর্কতা। এই  
সতর্কতার প্রয়োজন হয় যখন কোন দুর্বলতা থাকে। তোমার কোন একটা দুর্বলতা  
আছে। সেটা কি আমি জানি না।  
শালগ্রহ গ্রন কোন কথা না বলে ছুপ করে হইল। আমি বললাম, দ্বিতীয়  
আরেকটি ব্যাপার হতে পারে।

কি?  
তোমার কোন ধরনের শারীরিক বিকৃতি রয়েছে। দিউমিনা-৭২-এর স্রেট  
একটি কোনভাবে তোমার শরীরে বসানো আছে। তোমার রক্ত খেয়ে সেই  
ভাইরাস বেঁচে আছে। সেটা তোমার শরীরে বসতে গিয়ে তোমার ভাবের  
শারীরিক বিকৃতি হয়েছে। তুমি কুশর্ন এবং বিসদৃশ। তাই তুমি কাটকে তোমার  
মেহারা দেখতে চাও না।

আর কিছু বলবে?  
হ্যাঁ। কৃত্রিম আরেকটি স্মারনা আছে। খুব খুল স্মারনা। মানুষের ওপর  
তুমি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করিয়েছ। অন্য আরেকজন মানুষ তোমার কাছে একটি  
জিজ্ঞাসার মতো। তাকে তুমি মানুষের সমান সিনে রাখি নও। তাকে তুমি মীথ  
সময় অঙ্ককারে অসহায় করে দাঁড়া করিয়ে রাখ। সম্পূর্ণ অঙ্কারণে। তুমি যত্নের  
লক্ষ্যও করনি যে আমি একজন মানুষ সম্পূর্ণ অঙ্ককারে একটা সেহাল হতে  
কোনভাবে সক্ষম আছি।

এই বিন্দু স্মারনার মাঝে কোনটা সত্য?  
আমি এখনো জানি না।  
টুক করে একটা শব্দ হল এবং হঠাৎ করে খুব দীর্ঘ দীর্ঘে ঘরে একটা অস্পষ্ট  
কুল টুটকে শুরু করে। স্রেট একটা ঘর, সেখানে প্রাচীন যন্ত্রপাতি, কুশর্ন  
আসল। হাল থেকে বিভিন্ন কিছু টুটকে কুলে আছে। সামনে একটা চেয়ার, সেই  
চেয়ারে বা তুলিয়ে বসে আছে একটি মানুষ। অত্যন্ত সুশর্ন একজন মানুষ। মাথা  
ভরা একদোমেস কুল, হুপ খেঁচা খেঁচা সড়ি। মানুষটির চোখ দুটি জ্বলজ্বল মিল।  
সেই মিল চোখে সে দ্বিধা মুহুর্তে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মুহুর্তে এক  
ধরনের শীতলতা যেটা আমি আগে কখনো কোন মানুষের চোখে দেখিনি। আমার  
সমস্ত শরীর কেমন লেগে কঁটা গিয়ে গঠে। প্রাচীন পোকগাধার বেগের ভাবের স্রেট  
অশরীরী মাদনের কথা বলা হয়েছে সেগুলি হয়তো কাঙ্ক্ষিত নয় সেগুলি হয়তো

এই রকম মানুষের কথা।  
আমি ভিও নিয়ে তখনো ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে বললাম, তুমি কুশর্ন নও। তুমি  
শালগ্রহ রূপবান।

শালগ্রহ গ্রন কোন কথা না বলে আমার দিকে তাকিয়ে বইল, আমি কেন  
জানি সেই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না, আমাকে চোখ সরিয়ে  
নিনে হলে। আমি আমার ঘরটির দিকে তাকালাম, এই প্রাচীন যন্ত্রপাতি ব্যবহার  
করে মানুষটি ভবিষ্যতে চলে এসেছে? এই মানুষটি দিউমিনা-৭২ ভাইরাস তৈরি  
করেছে—পৃথিবীর সব বিজ্ঞানী একশ' লনের চোয়ি করেও ঘর বিকল্পে কোন  
প্রতিবেদনক বের করতে পারেনি? এই সেই মানুষ যার ভিতরে একটুকু সমতা  
নেই। ভালবাসো সেই? আমি আমার শালগ্রহ গ্রনের দিকে তাকালাম, কি কারণে  
তার চোখের দৃষ্টি। সমস্ত শক্তি সম্বল করে আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে  
থেকে জিজ্ঞাস করলাম, তুমি কি এখন আমাকে মেরে ফেলবে?

শালগ্রহ গ্রন আমার দিকে বিভিন্ন মুহুর্তে তাকিয়ে থাকে, খুব দীর্ঘ দীর্ঘে তার  
মুখে এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে।  
আমি আমার জিজ্ঞাস করলাম, আমাকে কি মেরে ফেলবে?  
তোমার কি মনে হয়?  
আমি দ্বিধা জানি না।

সত্যি জানো না?  
আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, জানি। এটা একটা মেলা। যে কোন  
মেলাতে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী থাকতে হয়। তা না হলে সেই মেলায় কোন অংশ  
নেই।

মেলায় দুটিও থাকতে হয়। অধীন প্রয়োজনীয় দুটি না।  
আমি মাথা নেড়ে বললাম, আমি মেলায় দুটি না। আমি যদি অধীন  
প্রয়োজনীয় দুটি হতাম মহামালা ইয়েরন তিনি সবার পৃথিবী খুঁজে তোমার  
মুখোমুখি হবার জন্য আমাকে বেয়ে গিয়েন না।

তাহলে দুটি কে?  
পৃথিবীর পাঁচ বিলিওন মানুষ।  
শালগ্রহ গ্রন কোন কথা বলল না, তার মুখে বিস্তারিত খুব সুখ একটা হাসি  
ফুটে ওঠে। আমি তার চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে বললাম, আমি কি খেতে  
পাই?  
হ্যাঁ।

আমি বেবেলিয়াম তুমি কিছু একটা মাঝি করবে।

তুমি ঠিকই ভেবেছ। আমি একটা খিনিস চাই।

আমি মুখে তাকালাম, তি?

কেখি তুমি কথাকে পার কি না।

আমি একটা মিথুস ফেরে ফললাম, ত্রিখিরি রাশিমালা?

হ্যাঁ। এক সন্ধ্যার মতো আমি ত্রিখিরি রাশিমালা চাই। তুমি এখন যাও।

যাবার আগে আমি একটা কথা বলতে পারি?

কি কথা?

তুমি 'একশ' বছর আগের টেকনোলজি ব্যবহার করে একটা অসাধ্য সাধন করেছ। কেমন করে করেছ আমি জানি না, আমি বিজ্ঞান ভাল বুঝি না। কিন্তু আমি জানি ব্যাপারটা কঠিন, অবিশ্বাস্য বলে আসতে হাতও শক্তি ক্ষয় হয়—এমন কি হতে পারে না যে সেই জগৎকর অভিজ্ঞানে ঝকুত শালস্র হ্রদ মায়া পেয়ে। তুমি সত্যি নয়, তুমি আসলে হোমার ওমেগা কম্পিউটারের তৈরি একটি ত্রিমাত্রিক হলেগ্রাফিক ছবি।

হতে পারে।

আমি কি হোমাকে স্পর্শ করে সেখতে পারি তুমি সত্যি কি না?

শালস্র হ্রদ তার হাতটি আমার দিকে এগিয়ে দেয়, আমি দুই পা এগিয়ে গিয়ে তার হাত স্পর্শ করলাম। সাথে সাথে কেন জানি না আমার সমস্ত শরীর হঠাৎ শিউরে ওঠে।

আমি সোয়াল ফোন নিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছি। আমার হাতে একটা সাদা তেমাতে, আমি সেটা দিয়ে আমার হাতটা মোছার চেষ্টা করছি। আমাকে ঘিরে অন্য চারজন বসে আছে। সুবা বলল, রিকি, হোমার সত্যি আর হাতটা মোছার প্রয়োজন নেই।

হ্যাঁ। বিশাল বলল, হাতে শালস্র হ্রদের যেটুকু চিক ছিল মুখে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আমি জানি। আমি এর মতো কম করে হলেও দশবার হাত মুখে এসেছি তবুও কেমন জানি পা দিন দিন করছে, মনে হচ্ছে অতত একটা কিছু ঘটে গেছে। ব্যাপারটা আমি ঠিক বোঝাতে পারব না, আমার কথনো এরকম হয়নি।

সুবা নরম গলায় বলল, রিকি। আমার মনে হয় তুমি বাইরে থেকে ঘুরে আস।

হ্যাঁ।

বিশাল আর ইগা একসাথে মাথা নাড়ে। হোমার কাজ তুমি করেছ, তুমি এখন একদিনের জন্যে ছুটি নাও।

কিন্তু আমাদের সময় নেই—

আমি জানি। কিন্তু তুমি সত্যি এমন কোন কাজে আসছ না। একজন মানুষ হাত থেকে অশূণ্য কিছু মুখে ফেলার চেষ্টা করছে—ব্যাপারটা দেখা খুব মহার ব্যাপার না।

আমি সবার মুখের দিকে তাকালাম, সত্যি হোমার মনে কর আমি এখন গেতে পারি?

হ্যাঁ, সত্যি আমার মনে করি।

আমি সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালাম, আমার সত্যিই খনিকক্ষণের জন্যে এই গ্রীকনটির কথা ভুলে যাওয়া দরকার।

বিজ্ঞান পরিষদের বিশাল ভবন থেকে বের হয়ে আমি খনিকক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে থাকি। পাশে বড় রাস্তা, তার বিভিন্ন ধরে নানা আকারের বাইভার্ভাল ঘাসে আসছে। দু-পাশে বড় বড় আলোকোজ্জ্বল ভবন। রাস্তায় নানান ধরনের মানুষ। এটা শহরের ভাল এলাকাটি, মানুষওপির চেয়ারায়, পেশাকে তার স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। অপরিচিত মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের অনুভূতি বোকার চেষ্টা করতে আমার খুব ভাল লাগে। আমি আগেও সেমিছি শহরের দর্শিত এবং অবস্থাপন্ন অভ্যন্তর মানুষের অনুভূতির মাঝে খুব বেশি তারতম্য নেই।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষজ্ঞাকে লক্ষ্য করতে করতে হঠাৎ দুজন তরুণ-তরুণীকে হাত ধরে হেঁটে যেতে দেখলাম। তরুণীটির চেয়ারার সাথে জোড়ায় জানি বিশার চেয়ারার মিল রয়েছে, আমার হঠাৎ করে কেমন জানি কিছু লাগতে থাকে। আমি বুকের তিতরে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা অনুভব করি, খনিষ্ট একজনকে সাথে কথা বলার জন্যে হঠাৎ নুকাটি হা হা করতে থাকে। কিন্তু আমার কোন খনিষ্ট বস্তু নেই।

আমি ক্রান্ত পায়ে রাস্তা ধরে কয়েক পা হেঁটেছি আর ঠিক তখন আমার পাশে অত্যাধ সুন্দর্য একটি বাইভার্ভাল এসে দাঁড়াল।

মরজা খুলে কমবায়সী এগটি মেয়ে লাফিয়ে নেমে এসে বলল, যহামনে রিকি।

আমাকে বলছ?

অর্থশা! কোথায় যাবেন আপনি?

আমাকে নিয়ে যাবে তুমি?  
অর্থশা।

গ্রীক তখন আমার মনে শতুল আজ সকালে আমার জীবন পাশ্চাৎ পেয়ে, আমি পৃথিবীর একশ' সতেরোজন লাগ কার্ভের অধিকাংশের একজন। আমি একবার অবলায় মেয়েটিকে চলে যেতে বলি, কিন্তু কি মনে করে আমি বাইজার্বালে উঠে বসলাম।

কেখার যাবেন মহামায়া রিকি?

তোমার আমাকে মহামায়া রিকি ডাকার কোন প্রয়োজন নেই। আমাকে শুধু রিকি ডাকতে পার।

মেয়েটি খুব অবাক হয়ে আমার নিকে ডাকল কিন্তু কিছু বলল না।

বাইজার্বালটি বিশেষ উপরে উঠে একটা নির্দিষ্ট গতিপথে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নেয়। আমি প্রায় মুক্ত হয়ে এই যন্ত্রটিকে দেখছিলাম, তখন মেয়েটি আমার জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথায় যাবেন?

আমি জানি না।

মেয়েটি হেসে বেশল, কেন খুব মজার কথা একটা কমেছে। হাসতে হাসতে বলল, জার্মান শিল্প কেন্দ্রে খুব সুন্দর একটা নৃত্যানুষ্ঠান হচ্ছে—

না, আমি মাঝে নাফুলাম, আমার মানুষের ভিত্তি যেতে ইচ্ছা করছে না।

আহলে কি জার্মান নিউজিয়ামে—

না। আমার নভিকটিকে একটু বিশ্রাম দিতে হবে। খুব কষ্ট হয়েছে আজ।

নিউজিয়ামে গেলে বিশ্রাম হবে না।

আপনাকে কি তাহলে বসায় নিয়ে যাব?

না। বসাতেও যেতে ইচ্ছা করছে না।

আপনার কোন শব্দর বসায়—

আমার বস্তু বলতে গেলে নেই। আমি যে অন্যর আশ্রমে বস্তু হয়েছি সেখানে যার মিল তাদের সাথে খানিকটা যোগাযোগ আছে।

যাবেন তাদের বসায়।

মুখ হয় না। এই বাইজার্বাল নিজে যাওয়া যাবে না। শহরের সবচেয়ে দুই এলাকায় থাকে তারা।

সেটি নিয়ে আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

পতিয়া সত্যি সেটা নিয়ে আমার কোন চিন্তা করতে হল না। মেয়েটি কি ভাবে কিভাবে জন্মি মুহু এলাকার সলু একটা রাস্তার পাশে বিশাল বাইজার্বালটি ধামিয়ে

লেপল।

আমি নরজা পুসে পের হতেই মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, আমি কি আশ্রমে গিয়ে অপেক্ষা করব?

মাঝে ব্যারণ হয়েছে তোমার? শক্তি যাও এখন। মেয়েটি আমাকে অভিবাদন করে বাইজার্বালের মাঝে চুকে যায়, আমার কোন সন্দেহ হতে থাকে মেয়েটি আসলে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকবে।

আমার অন্যর আশ্রমের সে বস্তুটির সাথে আমি দেখা করতে এসেছি তার নাম রিহাস। সে শক্ত-সমর্থ বিশাল একটা মানুষ, কিন্তু তার পৃথিবীজ আশ্রমের বহর বিশেষের মতো। তার ভিতরে এক ধরনের সারসা আছে সেটা আমাকে বহরর মুক্ত করে এসেছে।

আমি তার নরজায় শব্দ করতেই সে নরজা পুসে গিল। আমাকে দেখে সে একই সাথে বিস্মিত এবং অলম্বিত হয়ে ওঠে। সে দুই হাতে শক্ত করে আমার হাত ধরে বাঁকতে বাঁকতে বলল, কি আশ্রম? রিকি তুমি এসেছ আমার বসায়! কি আশ্রম?

আমি তার বাঁকুনি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে করতে বললাম, এর মাঝে আশ্রম হবার কি আছে? আমি কি তোমার বসায় আসে-কবলে অর্গিনি?

কিন্তু আজকেই আমি তোমার বসায় যৌজ করেছিলাম।

সত্যি?

হ্যাঁ। তার মজার ব্যাপার হয়েছে আজ। জরি মজা।

কি?

তোমার বসায় যৌজ করেছি, যোগাযোগ অভিবাদনটি ধরতে তোমার হবেটা।

কিটি?

হ্যাঁ। কিটি? আমি জিজ্ঞেস করলাম, রিকি কোথায়? সে কি বলল জানে?

কি?

হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি কখনো বিশ্বাস করবে না, সে বলল রিকিকে বিজ্ঞান পরিষদের মহাপরিচালক মহামায়া ইয়োহান রিনি তাকে পাঠিয়েছেন। রিহাস আমার দিকট ঘুরে হাসতে কক করল।

তাই বলল?

হ্যাঁ। রিহাস অনেক কষ্টে হাসি ধামিয়ে তার চোখ মুছে বলল, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন তাকেই রিকিকে? সে কি বলল জানে?

কি?

বল, মনে হয় পৃথিবীর কোন সমস্যা হয়েছে। বিকি তার সমাধান করতে।  
রিহাস আবার হাসতে শুরু করে। তার দিকে তাকিয়ে আমিও হাসতে শুরু করি।  
হুগুরে আমার মনের সমস্ত গুণি কেটে যায়, বুকের ভিতর এক ধরনের সজীব  
আলম এসে জর করে।

রিহাস আবার হাসে বলে আমাকে টেনে ঘরের ভিতরে নিয়ে আসে। আমি  
তার বলল আশাভদ্র থেকে নিজেকে রক্ষা করতে করতে বললাম, তুমি আমাকে  
খোঁজ করছিল কেন?

অনেক দিন থেকে দেখা নেই তাই জানলাম একটু খোঁজ নিই। তাছাড়া—  
তাছাড়া কি?

রিহাস মজুক মুখে বলল, জানার কথা মনে আছে?

লানা? তোমার বাম্বী?

হ্যাঁ। আমি আর লানা টিক করেছি বিয়ে করব। এই বসন্তেই।

সত্যি? আমি ততুই দিয়ে রিহাসের পেটে খোঁচা দিয়ে বললাম, সত্যি?

রিহাস দাঁত বের করে হেসে বলল, সত্যি। লানাকে আজ আমি খেতে আসতে  
বলেছি, তাই জার্মিনাম রোমাকেও ডাকি। কি আশ্চর্য সত্যি সত্যি তুমি এসে  
হাছিব। এটাকে যদি জায়া না বল তাহলে ভাগ্যটা কি?

আমি আঁখা নেড়ে রিহাসের কথায় সাহা নিলাম। রিহাস আমার হাত ধরে বার  
কয়েক খাঁতুনি দিয়ে ঘরের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভিতরে বাম্বিকেশন নাম  
ধরনের শব্দ হয়, সম্ভবত কিছু একটা রান্না হচ্ছে। একটু পরেই সে থিরে এসে  
বলল, তোমার খিদে পেয়েছে তো? আমাদের স্টু রান্না হচ্ছে। কুইম মাসে না,  
একেক্ষণে পামডি ভেড়ার রান। অনেক তরুৈ জোষাভু করেছি।

রিহাসের ঘরে আসারপর বিশেষ নেই, কিন্তু খেটুকু আছে সেটুকু খুব  
সাদামানো-সোচ্ছন্দ। ঘরের একপাশে ছোট টিউব। আমি সেদিকে ভাবতেই  
রিহাস মাথা নেড়ে বলল, টিউবটা এক সপ্তাহ থেকে নষ্ট হয়ে আছে! বিস্থান কর,  
কম করে হালও হিনবার পুর পরিষ্কারি, কারো কোন পরজ নেই।

আমি আনমনভাবে টিউবটার সুইচ স্পর্শ করতেই পেটা চালু হয়ে ঘরে  
হসেনাফিকি ছবি ভেসে আসে। রিহাস অবাক হয়ে বলল, আরো টিক হয়ে গেঁমি  
নেবি। কোন করে টিক হল?

আমি জানি না।

কি আশ্চর্য! আমি একটু আগে চোঁচা করলাম কিছুতেই চালু হল না।

টিউবে জেনারেল ডিক্রোকে সমাহিত হবার ঘরটি দেখানো হচ্ছিল। কিতাবে

মাঝে সেখেন পেটা শাশা করা হয়নি, একটি 'সুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা' বলে ঘোষণা  
করা হচ্ছে। একটু আগে আমরা এই শব্দটি টিক করে নিজেইলাম—শালর  
এসের কথা এই সুহুরে কাউকে পশা স্মরণত সুধিবলনার কাজ নয়।

রিহাস ঘরের একপাশে হিটোরের কায়ে নীড়িজে বাতাসে উজাপ পরীক্ষা করতে  
করতে বলল, আশ্চর্যের পর আশ্চর্য!

কি হয়েছে?

পূরম বাতাসের হিটারটি নষ্ট হয়েছিল সেটাও টিক হয়ে গেছে। সে কি  
মেবকার উচ্চ বাতাস!

আমি রিহাসের কাছে নীড়িজে বাতাসের রহায়ে হাত রেখে উচ্ছাতা অনুভব  
করতে করতে বললাম, অরি চমকলার।

কিছু কেমন করে হল এটা?

আমি জানি না। মাথা নেড়ে বললাম, জানি না।

আমি রিহাসের সুশের দিকে তাকালাম, তার চেহারায়ে একটি অল্পবয়স্ক  
বাগ্যকের ছাপ রয়েছে। আমরা যখন অন্যথ অশ্রমে ফিলাম সে সব সময় আমাকে  
অন্যান্য দুর্ভক্ত শিগসের হাত থেকে বক্ষা করত। আমি সব সময় রিহাসের জানো  
এক ধরনের মমতা অনুভব করে এসেছি। আজকেও তার বিশেষসুলভ সুশের  
দিকে তাকিয়ে আমি এক ধরনের গভীর ভালবাসা অনুভব করি। আমি তার হাত  
স্পর্শ করে বললাম, রিহাস—

কি হল?

তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাস করি?

কি কথা?

তোমার কি মনে হয় মানুষের জীবন অর্থহীন?

রিহাস জাবাচেকা খেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, আমার প্রশ্নটি সে  
ধরতে পেরেছে মনে হয় না। লাপপন চোঁচা করে বোঝার চোঁচা করতে থাকে আমি  
তার সাথে কোন ধরনের হসিকতা করার চোঁচা করছি কি না। বমিকতল চোঁচা  
করে বলল, কি বললে?

বলেছি, তোমার কি মনে হয় বেঁচে থাকার কোন অর্থ আছে?

অর্থ থাকবে না কেন?

এই যে, কি কষ্টের একটা জীবন! তুমি আর আমি অন্যথ অশ্রমে মানুষ  
হয়েছি—বাগা-আ নেই, আমার করে কথা বলার একটা মানুষ নেই। বেঁচে থাকার  
মনো কি কষ্ট, সুর্ভ ওঁচার আগে তুমি যুম থেকে উঠে সুহুরে করে কাজ করতে

যাও বিয়ে আসে সছোবেলা, খাবারের লাইনে দাঁড়িয়ে—  
কি হল তোমার? রিহাস আমার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থেকে বলল,  
তুমি কি গোপন রাজনীতির নামে নাম লিখেছ?

না।  
আহলে?  
আহলে কি?  
আহলে এককম মন ব্যাগান করা কথা বলছ কেন? অনেক কষ্ট করতে হয়  
সভা—কিন্তু সবাই ভয় করে। তুমি শুধু ঘণ্টাটা দেখছ কেন? ভাল ভিডিওটা দেখছ  
না কেন?

ভাল কেন ভিডিওটা?  
কত কি আছে! লানার কথা বর—লানার সাথে আমি যখন থাকি তখন  
আমার মনে হয় আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ।

আমি রিহাসের চোখের দিকে একদৃষ্টি তাকিয়ে থেকে বললাম, রিহাস। যদি  
মানে কর কেউ এসে বলে তোমার জীবন তুমি, তুমি তুমি, তোমার বেঁচে থাকার  
কেন অর্থ নেই, তুমি কি বলবে?

আমি?  
হ্যাঁ, তুমি।  
আমি এক দুখিতে তার মুখের ছায়াটা দাঁত খুলে নিয়ে বলব, আহা! আমে যাও!  
আমি রিহাসের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম। রিহাস খানিকক্ষণ  
আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তোমার আজকে কি হয়েছে?  
রাজনীতির লোকদের মতো কথা বলছ কেন?

আর বলব না!  
সেটাই ভাল—সে জানে কি একটা বলতে খাম্বলি, টিক তখন দরজার শব্দ  
হল। নিচরই লানা এসেছে।

রিহাস বেরকম বিশাল লানা টিক সেরকম ছোটখাটো। তার লাল ফুল শর্ট  
করে পিছনে টেনে বঁধা। টিক সুন্দরী বলতে যা বোঝায় লানা তা না, কিন্তু তার  
চোখের এক ধরনের ত্রিধ্ব কমনীয়তা রয়েছে। লানা তার ভারি কোটা খুলে দু হাত  
ঘষে উচ্চ হতে হতে বলল, বুঝ একটা অস্বাভাবিক হয়েছে বাইরে।  
কি হয়েছে?

বিশাল একটা বাইভার্সল দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। শুধুমাত্র ছবিতে এরকম  
বাইভার্সল দেখা যায়—চিরভারকরা এরকম বাইভার্সলে করে যায়।

আমি একটু এগিয়ে এলাম, কি হয়েছে সেই বাইভার্সলে?  
ভিতরে একটা মেয়ে, কি সুন্দর দেখতে। গায়ের বঙ কি উজ্জ্বল!  
কি হয়েছে সেই মেয়ের?

আমাকে বামিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি লানা?  
রিহাস অস্বাভাবিক হয়ে বলল, সত্যি?

হ্যাঁ। আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি লানা। তখন আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি  
আর রিহাস এই বসরকালে বিয়ে করবে? আমি অস্বাভাবিক হয়ে বললাম, তুমি কে?  
তুমি কেমন করে জানো? মেয়েটি বেলে বলল, আমি সব জানি। এই নাও  
তোমাদের বিয়ের উপহার। আমার হাতে একটা ছোট পায় পরিয়ে দিল। আমি  
দিকে চাইলাম না, যাকে আমি চিনি না, কেন তার থেকে উপহার নেব? মেয়েটি  
তখন কি বলল জানো?

কি?  
বলল, তুমি আর রিহাস পৃথিবীর বুকে তরুণত্বপূর্ণ একজন মানুষকে বুঝে বুঝি  
করেছ। আমরা তার পক্ষ থেকে উপহার দিচ্ছি। তোমাকে দিতে হবে।  
তাই বলল?

হ্যাঁ।  
রিহাস এগিয়ে গিয়ে খামটা হাতে নিয়ে বলল, দেখি কি আছে বামে।  
খামটা খুলে সে বিস্ময়িত চোখে তাকিয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ পর সাবধানে খুক থেকে একটা নিশ্বাস বের করে বলল, নিচরই  
কিছু একটা ফুল হয়েছে কেখাও।

কেন? কি আছে বামে?  
আমাদের দুজনের জানো দক্ষিণের সমুদ্রতীরে দুই সজ্জারের জন্যে একটি  
কটোজ। যাভায়াবের খরচ। সরকারি ফুটি, হাত খরচের জন্যে ভাউটার।

লানা বিশ্বাসে হতবাক হয়ে যায়। সত্যি?  
হ্যাঁ, এই দেখ। নিচরই কিছু একটা ফুল হয়েছে।  
লানা মাথা নাড়ল, বলল, না ফুল হয়নি। মেয়েটি আমাকে পাই বললে। বুঝ  
তরুণত্বপূর্ণ একজন মানুষ দিয়েছে। এত তরুণত্বপূর্ণ যে তার লাল কার্ড রয়েছে।

লানা কার্ড?  
হ্যাঁ রিহাস জুলজুলে চোখে আমার দিকে তাকাল, বিকি, তখন, লাল কার্ডের  
একজন মানুষ আমাকে আর লানাকে বিয়ের উপহার দিয়েছে। অন্য?

আমি জোর করে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে আনি, বলছি।

মানুষটা কে? কোন জাতি তাকে পুশি করেছি? কিভাবে করেছে?  
আমি বিহীন হয়ে যাব তখন তাকে আর বোকা যায় না। হোমোজেন কোন জিন এই  
মানুষটিকে তুলবে না। কোন জিন তাকে খুঁজেও পাবে না।

তুমি কেমন করে জানো?

আমি জানি না; আশঙ্ক করছি।

বিহীন আমার নিকে ডাকিয়ে বলল, ত্রিকি, তুমি আমার জন্যে আজকে  
সৌভাগ্য নিয়ে এসেছ। প্রথমে ডিউব ট্রিক হয়ে গেল, তারপর শরম বাতাসের  
ঘিরে। এখন এই সংখ্যিক উপহাস! তাই না শানো?

কোন মিচী করে হেসে বলল, হ্যাঁ; কিছু কিছু মানুষ হয় এরকম। তারা সবার  
জন্যে সৌভাগ্য নিয়ে আসে। আমি আসেও দেখেছি যিকি সব সময় সৌভাগ্য নিয়ে  
এসেছে।

আমি মনে মনে বললাম হোমার কথা সত্যি হোক শানো। শ্যালস্ব গ্রন্থের হাত  
থেকে রক্ত শাওয়ার জন্যে সবচেয়ে বেশি বেটা মরকার সেটা হচ্ছে সৌভাগ্য।  
অনেক অনেক সৌভাগ্য।

পরীর ভাঙিয়ে আমার হঠাৎ ত্রিশার কথা মনে হল। তোমার কাছে এখন? তি  
করবে। অনেক একটাটার দেখার জন্যে আমার বুক হাফকার করতে থাকে। আমি  
নিখিলের দুই হাঁটুর মাঝে দু'খ তেবে তুল করে বলে থাকি। টেবিলের ওপর আমার  
মাল করটি পড়ে রয়েছে। আমি সেটা স্পর্শ করে ত্রিশার বোজা নিতে পারি, তাকে  
দেখার পরে, আমার কাছে নিয়ে আসতে পারি।

কিছু আমি কিছুই করব না; তুল করে মনে হইলাম।

৩.

আমরা পড়লাম যে খবরিতের বসে আমি সেটা বেশ ছোট। পরটির সেয়ালা কাঠের  
দু'শপে বড় বড় জালসা, সেই জালসা নিয়ে কিছুকাল জালসা দেখা যায়। বাইরে  
কলো জালসা, সেই জালসা পাতের পাতা নড়ছে। ঘরের ভিতরে বসে আমরা  
জালসের খৌ খৌ শব্দ করতে পাই, কোন জাতি না এই শব্দে বুকের মাঝে কোন  
জাতি এক মরনের পুণ্যকার জন্ম দেয়।

৪০

বড় জালসার একটাতে দু'খা পা তুলে বসে আছে। বাইরের নিকে ডাকিয়ে  
থেকে সে করল পলায় বলল, কি সুন্দর এই জালসাটা!

ত্রিশাল হা হা করে হেসে বলল, তুমি সুন্দর বলছ এই জালসাটাকে?  
জেনারেল ইকোয়া অনলে হার্টফেল করে মারা যাবে।

যোমি বলল, বেচারাকে সোম নিয়ে লাভ কি? আমাদের পাহারা দেবার জন্যে  
বাইরে এই কলো বাতাসে কতজন বসে আছে তুমি জানো?

দু'খা হাত নেড়ে বলল, মরকার কি পাহারা দেবার? আমরা কি ছোট নিভ?  
ইপা মাথা নেড়ে বলল, বেচারাদের কোন উপার নেই। সবথেকে সোম আছে  
মার কাছে মাল কার্ড রয়েছে তাকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে।

দু'খা তার পকেটে থেকে মাল কাঠটি বের করে সেটাকে এক মরার সোম  
বলল, এটা নিয়ে তো সোম মহাসম্রাট হল।

তা বলতে পার। আমি হেসে বললাম, কাল হোমরা যখন আমাদের ছুটি নিয়ে  
আমি হাঁটতে বের হয়েছিলাম, সাথে সাথে একটা বিশাল বাইকার্বল হাজির। মার  
বাসায় গিয়েছি ত্রোখের পলকে তার বাসার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। সেই  
মাসের মানুষটি বিয়ে করবে সে জন্যে উপহার—

সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি।

তি জানে হয়েছে তুমি?

আমি তুলে বলতে গিয়ে মেয়ে গোলাম; বললাম, একটা জিনিস মজা করছে?  
আমরা ইচ্ছে করে অরয়োজনীয় বিষয় নিয়ে কথা বলছি। আমাদের যে ব্যাপারটা  
নিয়ে কথা বলা মরকার সেটা এড়িয়ে থাকি?

দু'খা একটা শিখাস ফেলে বলল, সত্যি। তুমি টিকই বসেছ ত্রিকি। ব্যাপারটা  
এমন মন খারাপ করা যে সেটা নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে হয় না।

কিছু বলতে হবে।

হ্যাঁ। বলতে হবে।

ইপা যোমির নিকে ডাকিয়ে বলল, যোমি তুমি আমাদের সবাইকে পুরো  
যাশাঘরটাতে একটা সর্ফিক্ত করনা মার।

আমি? যোমি ঐক্ল মৃষ্টিকে ইপার নিকে ডাকিয়ে বলল, আমি কেন?

মুচি কারণে। প্রথমত আমি দেখেছি একটা মেয়ে সামান্যতক খুব ওখিয়ে কথা  
বলতে পারে। দ্বিতীয়ত তুমি শ্যালস্ব গ্রন্থকে জলপাতা বিন্দ্রেশ্বব করতে পারবে।

যোমি ঐক্ল বলে কি একটা বলতে হাম্বিল, দু'খা তাকে ডাকিয়ে নিয়ে বলল,

৪১

ট্রিক আছে আমি বলছি। যদি কিছু ভুল বলি তোমরা তথ্যের দিক।

আমি নুবার দিকে খাবিনাটা হিংসার মূর্তিতে ভাবলাম। কি সামান্যে সেখতে অথচ কি চমককার সহজ একটা লোকুৎ সেবার অমত। ইয়োরন তিনি নিশ্চয়ই অনেক ভেবে চিন্তে এই মল্লটিকে দাঁড়া করিয়েছেন।

নুবা জানলা থেকে নেমে এসে একটা মেয়াল হেলান দিয়ে মীড়াল। কয়েকমুহুর্তে নিজের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা তুলে বলল, গুথমে সবার পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া কন্যাবল নিজের জীবনের সুঁকি নিয়ে শ্যালর গ্রন্থের সাথে দেখা করার জন্য। রিকি আমাদের খুব মূল্যবান দুটি তথ্য এনে দিয়েছে। দুটি তথ্যই খুব মন ব্যাপন করা তথ্য, কিন্তু মূল্যবান তাতে সন্দেহ নেই। সতি। কথা বলতে কি এই দুটি তথ্য জানার পর আমাদের আর দুটিমাটি কিছু জানার নেই।

এখন তথ্যটি হচ্ছে শ্যালর গ্রন্থ খোঁকা সেবার চেষ্টা করছে না। সে সতিই নুবা পৃথিবী ধরে করতে চায়। কখন করবে সেই সময়টি সে এখনো ট্রিক করেনি, কিন্তু সে তার চেষ্টা করবে। রিকির খাবনা ডায়েরি আইনসের এন্টুলটি সে তার নিজের পর্ষীরে তিতরে রেখেছে। যতক্ষণ সে বেঁচে থাকবে এন্টুলটি অক্ষর থাকবে। কোন কারে তার মৃত্যু হলে সাথে সাথে এন্টুলটি কেটে নিইমিনা-৭২ ভাইরাস বের হয়ে পুরো পৃথিবী ধরে করে দেবে।

রিকির খাবনা সতি। শ্যালর গ্রন্থকে স্পর্শ করে তার ডুকের যে নমুনা সে নিয়ে এসেছে সেটি পরীক্ষা করে ব্যারোবিজামীরা একমত হয়েছেন। সতিই তার পর্ষীরে একটা সিদ্ধান্ত কার্যসের এন্টুল রয়েছে। রিপোর্টটি খরে কোথাও আছে সৌভাগ্য হলে দেখতে পার।

হিশাম আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এটি একটি অসম্ভব দুসোহনিক কাজ করায়।

ইগা মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। আমাদের প্রযুক্তি খুব উন্নত নয়। যদি আরো কয়েকশ বছর পরে হতো, শ্যালর গ্রন্থের ডুকের কোন ব্যবহার করে আরেকটি শ্যালর গ্রন্থ তৈরি করে তাকে ব্যবহার করা যেতো।

নুবা হেসে ফেলে বলল, বন্ধা করা। একটি শ্যালর গ্রন্থ নিয়েই আমরা হিমশিম মেয়ে যদি দুটি হলে কি হবে চিন্তা করতে পার? তা ট্রিক।

যদি হোক, যা কপিলাস, রিকির নিয়ে আসা দ্বিতীয় তথ্যটি বলা যেতে পারে যদিওটা অশাসন। শ্যালর গ্রন্থ পৃথিবীর কাছে রিট্রিবি রাশিমালা দাবি করেছে। তার অর্ধ সে এই মুহুর্তে পৃথিবীকে ঘসে করবে না। রিট্রিবি রাশিমালা ব্যবহার

করে সে আরো একশ বছর ভবিষ্যতে পাড়ি দেবে। আমরা যদি তাকে রিট্রিবি রাশিমালা দিই পৃথিবী আরো একশ বছর সময় পাবে।

হিশাম একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, কিন্তু সেই একশ বছর হবে অর্ধটন। শ্যালর গ্রন্থের কাছে যদি রিট্রিবি রাশিমালা থাকে সে আজ থেকে একশ বছর পরে এসে পৃথিবীর পুরো প্রযুক্তি নিজের হাতে নিয়ে দেবে। পুরোটা ব্যবহার করবে নিজের হাফে।

হ্যাঁ। নুবা একটা নিঃশ্বাস ফেলে ছুপ করে মায়।

আমরাও ছুপ করে বসে রইলাম। আমি জানি আমরা সবাই একটা কথা জানি কিন্তু কেউই খুব ফুটে কথাটি বলতে পারছি না। রোমি শেষ পর্বত আর ছুপ করে থাকতে পারল না, অর্ধবর্ষ হয়ে বসে ফেলল, সবাই ছুপ করে আছ কেন? বসে ফেল কেউ একজন।

ট্রিক আছে আমি বলছি। আমি উঠে মীড়িয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম, ব্যাভাসের বেগ মনে হত আরো একটু বেড়েছে। বাইরে গাছের ডালগুলি এখন মাপামাপি করছে।

ঘরের তিতরে দুটি ঘিঁড়িয়ে এসে আমি সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমরা শ্যালর গ্রন্থকে রিট্রিবি রাশিমালা দেব। সেটি হবে অসলটির কাছাকাছি কিন্তু আসলটি নয়।

আমি সেখলাম সবাই কেমন মনে শিউরে উঠল। নুবা চাপা গলায় বলল, হাত ঈশ্বর। তুমি পৃথিবীর মানুষকে রক্ষা কর।

ইগা মাথা ঘুরিয়ে নুবার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি নিশ্চয়ই জানো ঈশ্বর বলে কিছু নেই।

নুবা মাথা নেড়ে বলল, না আমি জানি না। কিন্তু আমার আবেত ভাল মাপে ঈশ্বর বলে একজন খুব ভালবাসা নিয়ে পৃথিবীর মানুষকে রক্ষা করে যাবেন।

ব্যাপারটি তোমার ঈশ্বরের জন্যে আরো সহজ হতো যদি তিনি শ্যালর গ্রন্থের জন্ম না দিতেন।

হিশাম হঠাৎ হা হা করে উঠত হরে হেসে ওঠে। নুবা এক বরনের আহত মূর্তি নিয়ে ইগা এবং হিশামের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি কন্যাম, তোমরা এখন একজন আরেকজনের শিঙ্কনে সেগে সময় নষ্ট কর না। আমাদের অনেক কাজ থাকি—

ইগা মাথা নাড়ল, আসলে কাজ খুব বেশি থাকি নেই। সবচেয়ে বড় কাজটি ছিল সিদ্ধান্তটি নেয়া, সেটি যখন নেয়া হয়ে গেছে অন্য কাজগুলি সহজ।

কিছু সিদ্ধান্তটি কি সোয়া হয়েছে?

সবাই নুবার নিকে ঘুরে তাকাল। নুবা একটু অবাক হয়ে বলল, সবাই আমার নিকে তাকান কেন?

ইশা বলল, দুটি কারণে। প্রথম কারণ তোমার ভিতরে একটি সহজাত নেতৃত্বের ক্ষমতা রয়েছে, আমরা সবাই সেই নেতৃত্ব মেনে নিয়েছি। দ্বিতীয় কারণ তুমি বিশ্বকে বিশ্বাস কর। এই ধরনের গুরুত্ববিশিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে হলে মনে হয় বিশ্বাসের বিশ্বাস করা খারাপ নয়। ছদ্মকথাটা দাখ-দায়িত্ব তাকে মেঘা যায়।

বারু কথা বল না।

ইশা হেসে বলল, আমি কথাটি হাসকা ভাবে বলেছি, কিছু কথাটি সঠিক।

নুবা ঘুরে আমাদের নিকে তাকাল এবং আমরা সবাই মাথা নাড়লাম। ধীরে ধীরে নুবার মুখে এক ধরনের কাঠিন্য এসে যায়। সে দীর্ঘ সময় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে তারপর আমাদের নিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি শ্যালর এখনকে সঠিকভাবে ত্রিনিত্রি রাশিমালা সোয়া হবে না।

চমৎকার! বিশাল ঊঠে নিয়ে নুবার কীদ্ব স্পর্শ করে বলল, এখন আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করে দাখ।

বেশ। নুবা এক মুহূর্ত স্থল করে থেকে বলল, শ্যালর এখন ত্রিনিত্রি রাশিমালা হতে পাওয়ার পর সেটি সঠিক কিনা পরীক্ষা করে দেখবে। সে কিভাবে সেটি পরীক্ষা করবে সেটা আমাদের কাছে থেকে জানতে হবে। সেটা পের করার দায়িত্ব ত্রিনিত্রি এবং যোমিকে। তোমাদের আপত্তি আছে?

আমি এবং যোমি একজন আরেকজানের নিকে তাকালাম তারপর মাথা নাড়লাম, না আপত্তি নেই।

চমৎকার। সেমতু আমরা সঠিকভাবে ত্রিনিত্রি রাশিমালা সেব না এবং শ্যালর এখন সেটা জানে না—আমরা যন্ত্রপাতির মাঝে তার কম্পিউটারের তথ্য বা ডাটাবেসের মাঝে বড় পরিবর্তন করে নিতে পারব। সেটি কি ভাবে করা হবে তার একটা পরামর্শ করার দায়িত্ব ত্রিনিত্রি ইশা এবং বিশালকে।

ইশা এবং বিশাল ছদ্মকথা বলতে শুরু করে বইল। বিশাল মাথা তুলতে বলল, আমি আসলে কিভাবে জানি না—

জানার প্রয়োজনও নেই। সে ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য করবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা।

বেশ। বিশাল মাথা থেকে ভিজেল করল, তুমি কি করবে?

শ্যালর এখন যখন ত্রিনিত্রি রাশিমালা পরীক্ষা করে দেখবে সারা পৃথিবীর

তখন একটা প্রলায় কাণ্ড ঘটবে। আমি ঊঠে কখন সেটি মেনে নেবার প্রলায় কাণ্ডের মতো কিছু আসলে মেনে প্রলায় কাণ্ড না হয়। ব্যাপারটিতে আমার তোমাদের সাহায্যের দরকার হবে কিছু সেটি নিশ্চয়ই কোন সমস্যা নয়।

আমরা মাথা নাড়লাম, না কোন সমস্যা নয়। চমৎকার, এবং তারপরে জেনারেল ইকোয়াকে ডাখা দাখ।

নুবা তার পাল কাঠটি স্পর্শ করতে যাবলি ঠিক তখন যোমি বলল, তোমরা সবাই নিশ্চয়ই জানো জেনারেল ইকোয়া একজন রবোট?

আমরা মাথা নাড়লাম, জানি।

যোমি হঠাৎ ঘুরে আমার নিকে তাকাল, ত্রিকি তুমি ঠিক তখন সেটা বুঝতে পেরেছ?

প্রথমদিন যখন সেটা হল, আমাদের পাল কাঠ সেটা হয়েছে তখন যখন নুবা অবাক হয়ে আমাদের নিকে তাকাল। তার চোখের নিকে তাকাতেই মনে হল কি মেনে সেই—

তুমি যদি জোসের নিকে না তাকাতো তাহলে কি বলতে পারত?

না, মনে হয় না। আত্মকাল এক চমৎকার মানুষের মতো রবোট তৈরি করে যে সেটা বলা খুব কঠিন।

আমি হঠাৎ ঘুরে যোমির নিকে তাকিয়ে ভিজেল করলাম, তুমি কেন এটা আমাকে ভিজেল করলে?

যোমি চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, মা, এমনি জনকি জোমি।

যোমির পদার ঘরে কিছু একটা ছিল, আমি হঠাৎ বুঝতে পারলাম সে আমার কাছে থেকে কিছু একটা নুবানের ছেটা করছে। কি হতে পারে সেটি? কেন সে আমাকে জানতে নিতে চায় না?

৭.

একটা ছোট ঘরে আমি আর যোমি মুখোমুখি বসে আছি। আমাদের সামনে একটা টেবিল, টেবিলে একটা ইলেকট্রনিক সেট পাঠ—সেটা এখনো পুরাতন কীভাবে আছে কিছু সোয়া হয়নি। যোমি টেবিলে খুঁচে পড়ে আমার নিকে ত্রিকি মুঠির তাকিয়ে বলল, ত্রিকি, তুমি আবার গোড়া থেকে বল ঠিক কি হয়েছিল শ্যালর কখনের মাঝে।

যোমি, আমি এই নিয়ে ভিনবার বলছি।

হাঁ। কিছু প্রয়োজনের একটু নতুন ডিম্বিন্স বলেছ। আমার সব কিছু জানতে হবে। মানুষটা কিভাবে চিন্তা করে আমার বুঝতে হবে।

আমি তোমাকে বলেছি মানুষটা কিভাবে চিন্তা করে।

কিন্তু সেটা তোমার মতো করে বলেছে—সেটা যথেষ্ট নয়। মনে রেখো মানুষটা অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায়—তুমি সেটা জানো না।

তুমি জানো?

তোমার থেকে বেশি জানি। বল আবার।

আমি একটা নিখোঁস কেসে আবার অন্যতে শুরু করছি, যেখানে তীব্র দুর্ভাগ্যে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, তাকে দেখে মনে হয় একটি বিশেষ স্থাপন, শিকারের কলম কাঁপিয়ে পড়ার জন্যে সমস্ত হাতু টান টান করে দাঁড়িয়ে আছে।

আবার পুরোপুরি বসে শেষ করতে অনেকক্ষণ সময় লেগে গেল, আমি নিজের কানামাম না আমার এক ককম খুঁটিনাটি মনে ছিল। মানুষের হৃদয় নিঃস্বপ্নে একটি অবিদ্যমান ডিম্বিন্স। আমার কথা শেষ হবার পর যেটি অনেকক্ষণ আমার দিকে তুলতুল চোখে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, কি হয়েছে তোমার?

কিছু হয়নি। জাভেই।

কি জাভেই?

তুমি জানো আমি কি জাভেই। শ্যালক্স গ্রন্থ একজন সাধারণ মানুষ নয়।

ডিম্বিন্সে হৃদয়মান হবার নিয়মে সে পরীক্ষা করে দেখবে এটা সত্যি কিনা। মানুষের বিচল ডিম্বিন্সের দিকে একটা আসক্তি আছে—প্রথমেই নিশ্চয়ই কিছু বিচল কামিকেল হৃদয়ে ঘিটরে দেবে। একটি দুটি মহাকাশ যান ধরতে করবে, কিন্তু উপগ্রহ উড়িয়ে দেবে—ইতস্তত পারমাণবিক বোমা ফেলবে—কিন্তু সেগুলি সহজ। পৃথিবীর মূল কম্পিউটারে এই সব কিছুই তৈরি করা সম্ভব। পৃথিবীর তথ্য কেন্দ্র থেকে এই সব বহর প্রচার করা সম্ভব, বাতাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যামিকেল, বৈজ্ঞানিকতা হৃদয়ে নোয়া সম্ভব, বিস্ফোরণ শক ওয়েত সবকিছু তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু শ্যালক্স গ্রন্থ খুব দূর্বল মানুষ, সে আরো একটা কিছু করবে—অত্যন্ত নির্ভর একটা পরীক্ষা, আমি সেটা বোঝার চেষ্টা করছি।

বুঝতে পেরেছ?

না। এখনো বুঝতে পারিনি। সেটা যতক্ষণ বুঝতে না পারছি আমি শান্তি পাবি না।

যেটি টেলিফোন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ছোট ঘরটিতে হাঁটতে থাকে। তাকে দেখে

মনে হচ্ছে খাঁচার আটকে রাখা একটি বন্দ্য পশুর মতো। সেখানটা থেকে আরো একটি আশ্চর্য সত্যের ভাব যেটি সাধারণত চোখে পড়ে না। যেটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, বিচি।

কি হল?

চল বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

কোথায় যাবে?

জানি না। বস ঘরে আটকে থাকলে আমার মাথা কাজ করে না।

আমি উঠে নীড়ালাম, টিক আছে তাহলে, চল যাই।

বাইরের ঘরে বিশাল এবং ইপার সাথে একজন বুদ্ধিমত্তা মানুষ বসে ছিল। মানুষটিকে খানিকটা উত্তেজিত দেখাচ্ছে, অন্যতে শেলম মানুষটা ক্লান্ত হয়ে বলছে, তোমাদের ধারণা শ্যালক্স গ্রন্থ সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়াম মানুষ?

ইশা একটু হকচকিয়ে গিয়ে বলল, আমরা তো ভাই জানবাম। একশ' বহর আগের প্রযুক্তি ব্যবহার করে কেউ যদি জবিঘাতে চলে আসতে পারে—

তুমি জবিঘাতে যেতে চাও? আমি তোমাকে জবিঘাতে পাঠিয়ে দেব।

কিভাবে?

তোমাকে শীতল ঘরে ঘুম পাড়িয়ে দেব। তোমার শরীর শীতল নাইট্রোজেন আপমায়ায় রেখে দেব একশ' বহর। জেবে উঠে দেখবে জবিঘাতে চলে এসেছ।

কিন্তু শ্যালক্স গ্রন্থ তো সেখানে আসেনি। চতুর্ভুজিক সময় কেবল ঘেঁষে করে—

বুদ্ধিমত্তা মানুষটা হাত কাঁকিয়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বলল, চারশ বছর আগে আইনস্টাইন বলে গিয়েছিলেন, গতিবেগ বাড়তে থাক সময় ধীর হয়ে যাবে। শ্যালক্স গ্রন্থ ভাই করেছে, অসম্ভব শক্তিশালী কয়েকটা ক্লক ইঞ্জিন চুনি করে একটা ব্যাল্লের সাথে জুড়ে দিয়েছে। আর কিছু না—

বিশাল মাথা নাড়তে থাকে, আমি টিক বুঝতে পারলাম না, যদি গতিবেগ বাড়িয়ে সে সময়ে আটকে রাখার চেষ্টা করেছে তাহলে তার এই গ্রন্থ-নকশার পার হয়ে বহুদূরে চলে যাবার কথা ছিল। সে তো পৃথিবীতেই আছে—

বুদ্ধিমত্তা মানুষটা মুখ কুঁচকে বললেন, হ্যাঁ, সেই জন্যে তাকে খানিকটা বাধা দেয়া যায়। গতি দু'রকমের হতে পারে। তুমি সময়ের সাথে অণুস্থানের পরিবর্তন করছ, কিংবা তোমার চারপাশে যে ক্ষেত্রটি আছে সেটাকে পরিবর্তন করছ। প্রচল শক্তি ছয় করে নেটা করা যায়—কাজটা বিপজ্জনক কিন্তু শ্যালক্স গ্রন্থ বিপজ্জনক কাজকে ভয় পায় না।

হাঁ। কিছু প্রয়োজনের একটু নতুন ডিম্বিন্স বলেছ। আমার সব কিছু জানতে হবে। মানুষটা কিভাবে চিন্তা করে আমার বুঝতে হবে।

আমি তোমাকে বলেছি মানুষটা কিভাবে চিন্তা করে।

কিন্তু সেটা তোমার মতো করে বলেছে—সেটা যথেষ্ট নয়। মনে রেখো মানুষটা অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায়—তুমি সেটা জানো না।

তুমি জানো?

তোমার থেকে বেশি জানি। বল আবার।

আমি একটা নিখোঁস কেসে আবার অন্যতে শুরু করছি, যেখানে তীব্র দুর্ভাগ্যে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, তাকে দেখে মনে হয় একটি বিশেষ স্থাপন, শিকারের কলম কাঁপিয়ে পড়ার জন্যে সমস্ত হাতু টান টান করে দাঁড়িয়ে আছে।

আবার পুরোপুরি বসে শেষ করতে অনেকক্ষণ সময় লেগে গেল, আমি নিজের কানামাম না আমার এক কতক খুঁটিনাটি মনে ছিল। মানুষের হৃদয় নিঃস্বপ্নে একটি অবিদ্যমান ডিম্বিন্স। আমার কথা শেষ হবার পর যেটি অনেকক্ষণ আমার দিকে ভুলভুল চোখে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, কি হয়েছে তোমার?

কিছু হয়নি। জাভেই।

কি জাভেই?

তুমি জানো আমি কি জাভেই। শ্যালস প্রিন্স একজন সাধারণ মানুষ নয়।

ডিম্বিন্সে হালিমাল হাতে নিয়ে সে লক্ষ্য করে দেখবে এটা সত্যি কিনা। মানুষের বিলাক ডিম্বিন্সের দিকে একটা আসক্তি আছে—প্রথমেই নিশ্চয়ই কিছু বিলাক কামিকেল হৃদয়ে ঘিটরে দেবে। একটি দুটি মহাকাশ যান ধরবে করবে, কিন্তু উপরই উড়িয়ে দেবে—ইতস্তত পারমাণবিক বোমা ফেলবে—কিন্তু সেগুলি সহজ। পৃথিবীর মূল কম্পিউটারে এই সব কিছুই তৈরি করা সম্ভব। পৃথিবীর তথ্য কেন্দ্র থেকে এই সব বহর প্রচার করা সম্ভব, বাতাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যামিকেল, বৈজ্ঞানিকতা হৃদয়ে নোয়া সম্ভব, বিস্ফোরণ শক ওয়েত সবকিছু তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু শ্যালস প্রিন্স খুব দূর্বল মানুষ, সে আরো একটা কিছু করবে—অত্যন্ত নির্ভর একটা পলীক, আমি সেটা বোঝার চেষ্টা করছি।

বুঝতে পেরেছ?

না। এখনো বুঝতে পারিনি। সেটা যতক্ষণ বুঝতে না পারছি আমি শান্তি পাই না।

যেটি টেলিফোন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ছোট ঘরটিতে হাঁটতে থাকে। তাকে দেখে

মনে হচ্ছে খাঁচার আটকে রাখা একটি বন্দ্য পশুর মতো। সেগুলির চেহারাও একটি আশ্চর্য সতেজ ভাব যেটি সাধারণত চোখে পড়ে না। যেটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে নিয়ে বলল, বিলি।

কি হল?

চল বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

কোথায় যাবে?

জানি না। বস ঘরে আটকে থাকলে আমার মাথা কাজ করে না।

আমি উঠে নীড়ালাম, টিক আছে তাহলে, চল যাই।

বাইরের ঘরে বিশাল এবং ইপার সাথে একজন বুদ্ধিমত্তা মানুষ বসে ছিল। মানুষটিকে খানিকটা উত্তেজিত দেখাচ্ছে, অন্যতে শেলম মানুষটা ক্লান্ত হয়ে বলছে, তোমাদের ধারণা শ্যালস প্রিন্স সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়াম মানুষ?

ইশা একটু হকচকিয়ে নিয়ে বলল, আমরা তো ভাই জানবাম। একশ' বহর আগের প্রযুক্তি ব্যবহার করে কেউ যদি জবিঘাতে চলে আসতে পারে—

তুমি জবিঘাতে যেতে চাও? আমি তোমাকে জবিঘাতে পাঠিয়ে দেব।

কিভাবে?

তোমাকে শীতল ঘরে ঘুম পাড়িয়ে দেব। তোমার শরীর শীতল নাইট্রোজেন আপমাত্রায় রেখে দেব একশ' বহর। জেবে উঠে দেখবে জবিঘাতে চলে এসেছ।

কিন্তু শ্যালস প্রিন্স তো সেজে-ব আসেনি। চতুর্মাসিক সময় কেত খেল করে—

বুদ্ধিমত্তা মানুষটা হাত কাঁকিয়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে নিয়ে বলল, চারশ বছর আগে আইনস্টাইন বলে গিয়েছিলেন, গতিবেগ বাড়তে থাক সময় ধীর হয়ে যাবে। শ্যালস প্রিন্স ভাই করেছে, অসম্ভব শক্তিশালী কয়েকটা ক্লক ইঞ্জিন চুনি করে একটা ব্যাল্লের সাথে জুড়ে দিয়েছে। আর কিছু না—

বিশাল মাথা নাড়তে থাকে, আমি টিক বুঝতে পারলাম না, যদি গতিবেগ বাড়িয়ে সে সময়ে আটকে রাখার চেষ্টা করেছে তাহলে তার এই ব্রহ্ম-নক্ষত্র পার হয়ে বহুদূরে চলে যাবার কথা ছিল। সে তো পৃথিবীতেই আছে—

বুদ্ধিমত্তা মানুষটা মুখ কুঁচকে বললেন, হ্যাঁ, সেই জন্যে তাকে খানিকটা বাধা দেয়া যায়। গতি দু'রকমের হতে পারে। তুমি সময়ের সাথে অণুস্থানের পরিবর্তন করছ, কিংবা তোমার চারপাশে যে ক্ষেত্রটি আছে সেটাকে পরিবর্তন করছ। প্রচণ্ড শক্তি ছয় করে সেটা করা যায়—কাজটা বিপজ্জনক কিন্তু শ্যালস প্রিন্স বিপজ্জনক কাজকে ভয় পায় না।

ইয়া হঠাৎ চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, তার মানে আপনি বলছেন, খড়গ প্রতিবেশ এবং শ্যালগ্র গ্রন খেটা করছে সেটা খুব কাছাকাছি একটা ব্যাপার? হ্যাঁ। মনে কর গ্রনও মাথাকর্ষণ বলের জন্যে একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে—

ইয়া বাবা নিয়ে বলল, যদি আপনাকে বলা হয় আপনি ফুট ইঞ্জিনটির মাঝে কিছু একটা পরিবর্তন করে দেন, যেন সে ভবিষ্যতে না গিয়ে গরুও প্রতিবেশ নিয়ে এই পৌর ভগবতের বাইরে চলে যাবে আপনি সেটা করতে পারবেন?

আমি নিজে সেটা পারব না, কিন্তু গোটা চারেক যান্ত্রিক যন্ত্রটি, মূল কম্পিউটারে খানিকটা সময়, কিছু ভাল যন্ত্রোদ্ভাব, কিছু যন্ত্রপাতি দেয়া হলে এমন কিছু করিম নয়। কিন্তু আমাদের এটা জিজ্ঞেস করছ কেন? সত্যি এটা করতে চাও নাকি?

আমি আমার হাত ধরে বাইরে টেনে নিতে নিতে বলল, বিজ্ঞানের কথা জনতে ভাল লাগছে না, চল বাইরে যাই।

কিন্তু ইয়া দু'খিনী মন বের করেনি। ভবিষ্যতে না পাঠিয়ে শ্যালগ্র গ্রনকে পাঠিয়ে দেবে বিশ্বভগবতের বাইরে!

আমরা যখন বাইরে এসেছি তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। এলাকাটি নির্জন, মানুষজন নেই তাই আমাদের পিছনে দৃক্ রেখে যে চারটি ছায়ামূর্তি হাঁটবে তারা যে নিরাপত্তা বন্দিদের মানুষ এবং রহস্যেট বৃকতে কোন অনুবিধা হল না। কেউ সবসময় আমাদের চোখে চোখে রাখবে ব্যাপারটা চিন্তা করতে ভাল লাগে না, কিন্তু এখন আমাদের কিছু করার নেই।

আমি আর যেমি পাশাপাশি হাঁটছি, ঠিক কি কারণে জানি না আমার হঠাৎ হিশার কথা মনে হল। আমি ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, সাথে সাথে যেমি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, হোমার হিশার কথা মনে পড়েছে?

হ্যাঁ। সব সময় মনে পড়ে।

তুমি কি তার সাথে দেখা করতে চাও?

আমি সব সময় তার সাথে দেখা করতে চাই।

তাহলে দেখা করছ না কেন?

এখন তার ঠিক সময় নয়, যেমি।

কেন একথা বলছ? আমাদের একটা দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাদের পেটা করছি। আমরা মনে হয় এটা চমৎকার সময়। চল হিশার সাথে দেখা করি।

আমি একটু অবাক হয়ে যেমির দিকে তাকালাম, কি বলছ তুমি? তুমি হিশার সাথে দেখা করবে?

যেমি একটু হেসে বলল, হ্যাঁ, এক ধরনের কৌতূহল বলতে পার। চল যাই।

সত্যি সত্যি আমি আর যেমি কিছুকালের মতো শহরের একটা সড়িক এলাকায় মাটির নিচে গভীর সুবসের মাঝে একটি গেরোমিং কর্নে এসে হাজির ছলাম। এক সময় মানুষদের ধারণা ছিল বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির উদ্ভূতি হবের পর মানুষ পৃথিবী অর্থহীন পথদীপা কাজ থেকে মুক্তি পাবে। সেই কাজ করা হবে যা নিয়ে কিছু সেটা সত্যি বলে প্রমাণিত হলি। এখনো মানুষকে অর্থহীন কাজ করে যেতে হয়। কে জানে এখন সে কাজকে অর্থহীন কাজ বলে বিবেচনা করা হয় এক সময় হয়তো সেই কাজটিকেই খুব পুঙ্খমত্তর কাজ বলে বিবেচনা করা হতো।

আমি আর যেমি যখন পৌঁছেছি তখন একটা লম্বের কাজ শেষ হয়েছে, তারা ক্লাস্ত পায়ে ছোট ছোট পেট নিয়ে বের হতে আসছে। যেমি আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, হিশাকে কি দেখছ?

এখনো দেখিনি।

আমি আর যেমি দাঁড়িয়ে থেকে যখন প্রায় হাল ছেড়ে নির্জলাম তখন হিশা বের হয়ে এলো। মাথায় একটা লাল ছার্ভ শর্ট করে বেঁধে রেখেছে, শরীরের কাপড় খুলায় খুলায়। চোখের কেন্দ্রীয় ক্রান্তি; হাতে একটা ছোট ব্যাগ নিয়ে সে ক্লাস্ত পায়ে বের হয়ে এসে উপরের দিকে তাকাল। আমি তার মুখের দিকে তাকালাম, মুখে কি গভীর বিখ্যানের ছাপ।

যেমি আমার হাত স্পর্শ করে বলল, বাও রিকি। কথা বল।

না আমি যেতে চাই না।

কেন নয়? যাও।

ঠিক তখন হিশা ঘুরে আমার দিকে তাকাল এবং হঠাৎ করে তার মন বজপুশ হয়ে যায়।

আমি হিশার দিকে এগিয়ে গেলাম। হিশা মাথার ছাফটি খুলে সেটা নিয়ে মিছেই তার মুখের খুলা ঝাড়ার ওটা করবে করতে বলল, তুমি?

হ্যাঁ।

কেন এসেছ তুমি?

আমি জানি না হিশা।

হিশা কোন কথা না বলে ছুপাশ দাঁড়িয়ে থাকে, আমিও দাঁড়িয়ে থাকি। একাধারে বেশ কিছুকণ বেটে যায়, আমি কি বলব বুঝতে পারি না। হিশা হঠাৎ

দু'ব ভুলে বলল, তুমি আর এসো না।  
 ঠিক আছে। আর আসব না।  
 এখন বাও।  
 হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি ভাল আছ হিশা?  
 হ্যাঁ ভাল আছি।  
 আমরা আরো খানিকক্ষণ ঠিকিয়ে থাকি। হিশা হাতের আঁখিটা তার ব্যাগের  
 মাঝে সোকাতে সোকাতে বলল, কিটি ভাল আছে?  
 কিটি? হ্যাঁ নিশ্চয়ই ভাল আছে। তার সাথে আমার অনেকদিন দেখা হয়নি।  
 দেখা হয়নি? কেন?  
 আমি—আমি—আমি আসলে কখনই আসা যায় হাইমি।  
 হিশা অহাৎ হয়ে আমার নিকে ডাকল কিন্তু কিছু বলল না। আমরা আবার  
 খানিকক্ষণ ঠিকিয়ে রইলাম। হিশা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, আমি এখন যাই।  
 খাবারের সেকান বন্ধ হয়ে যাবে একটু পরে।  
 হিশা—  
 হি?  
 আমি তোমার সাথে আসি?  
 হিশা হঠাৎ ঘুরে আমার নিকে ডাকল তারপর মাথা নেড়ে বলল, না। ট্রিক  
 না।  
 আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম ঠিক আছে হিশা।

আমি আর যেমি কোন কথা না বলে পাশাপাশি হেঁটে যেতে থাকি। যেমির  
 মূখ কেমন স্নেহ বিস্তৃত। কিন্তু একটা চিন্তা করছে খুব গভীর ভাবে। আমি চোঁটা  
 করলে বুঝতে পারি মানুষ কি ভাবছে, কিন্তু এখন চোঁটা করতে ইচ্ছে করছে না।  
 যে বইভাষ্যটি করে আমরা এখন এসেছি সেটা বড় রাগের কাছাকাছি  
 পৌঁছিয়ে ছিল। আমাকে আর যেমিকে ফিরে আসতে দেখে মুক্তন মানুষ দরজা  
 খুলে পৌঁছিয়ে রইল। আমি যেমিকে বললাম, তুমি বাও। আমি খানিকক্ষণ একা  
 হেঁটে আসি।

কোথায় যাবে?  
 আমার আসের ব্যাগে।  
 কেন?  
 আমার হেণ্ডেটের সাথে অনেক দিন দেখা হয়নি। একটা কথা বলে আসি।

কিটি আমাকে সেবে উদ্ভাসিত বা বিস্মিত হল না—তার সে স্বমতায় নেই।  
 ঘুরঘুর করে আমার চারপাশে ঘুরে বলল, তোমার ডিগ্রিপর, টেলি জার্নাল দিয়ে  
 আসব?

মরকার নেই কিটি।  
 তোমার খাবার কি পরম করব?  
 ভারও কোন প্রয়োজন নেই।  
 তোমার কাপড় জামা-পরিষ্কার করে নেব?  
 কোন প্রয়োজন নেই।  
 তুমি কি মানসিক ডারসামাইন?  
 না, আমার মানসিক ডারসামায়া ঠিকই আছে। তুমি বাত হয়ে না।  
 কিটি ঘুরঘুর করে পাশের ঘরে গিয়ে আবার ফিরে এসে বলল, তোমাকে  
 কয়েকজন মানুষ খোঁজ করেছিল। আমি তাদেরকে বলেছি ইয়োজন বিনী তোমাকে  
 কোন সমস্যা সমাধান করতে চেকে পারিয়েছেন।  
 তারা তোমার কথা বিশ্বাস করেছে?  
 নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেছে। আমি কখনো ভুল কথা নিই না।  
 ও।  
 ইয়োজন বিনী তোমাকে কি সমস্যা সমাধান করতে গিয়েছেন?  
 খুব একটা জটিল সমস্যা। একজন অত্যন্ত ধারণা মানুষ—  
 মানুষ কেমন করে ধারণা হয়?  
 আমি একটু স্বতন্ত্র ভেবে যেমে পেলাম, প্রকৃতির উত্তর আমার জান নেই।

গভীর রাতে আমি আমাদের হেঁটে কাঠের বসায় ফিরে এসে দেখি দু'রা  
 জানলায় হুপচাপ পা ভুলে বসে আছে। আমাকে দেখে একটু মেনে বলল,  
 তোমার রবেট কেমন আছে?  
 ভাল। যেমি কি ফিরে এসেছে?  
 হ্যাঁ। দু'রা জানলা দিয়ে বাইরে ডাকল, ফিরে এসেছে।  
 যেমির ধারণা শ্যালক্স ঝাঁপ খুব একটা নিষ্ঠুর পরীক্ষা করবে—এখনো জানে  
 না ঠিক কি হতে পারে—  
 হ্যাঁ, আমাকে বলো।  
 আমি দু'বার নিকে ডাকলাম, সে আমার কাছে কিছু একটা বোঝান করার

ওটা করে; কি হতে পারে সেটা?

তার হতে ইগা আমাকে খুম থেকে তুলে। আমি তখন খুলে অন্ধক হয়ে বললাম, কি হয়েছে ইগা?

মহামনা ইয়োনে রিসি তোমার সাথে দেখা করতে এসেছেন।  
আমার সাথে? আমি বলুমত্ব করে নিয়শা থেকে উঠে বললাম।

৮.

আমি এখন ঘরে সুকমি তখন ইয়োনে রিসি জানলার সামনে নীড়িয়ে বাইরে তাকিয়েছিলেন। ঘরে সুখ আর বিশ্রান্ত আছে, জেমিক কোথাও দেখা গেল না। আমাদের পারের শব্দ হলে ইয়োনে রিসি ঘুরে তাকালেন, সাথে সাথে তার মুখে সহন্য একটা হাসি খুটে উঠল। বললেন, রিকি তোমাকে খুম থেকে তুলে ফেললাম।

আমি অভিমান করে বললাম, সেটি আমার জন্যে একটি অকল্পনীয় সন্ধান।  
হলে সুখি হলাম। আমাকে কেউ যদি মাঝরাতে খুম থেকে তুলে ফেলে আমার খুব মেজাজ খরম হয়ে যায়। স্বই হোক, রিকি আমি তোমাকে নিরে এসেছি।

আমাকে?

হ্যাঁ। আমি অন্যদের সাথে কথা বলছি, তারা বললে আমি তোমাকে নিরে পারি। তুমি আর যেমি একসাথে কাজ করছিলেন?

কি, মহামনা ইয়োনে রিসি।

যেমি সন্ধ্যা-একটু করতে পারবে, তোমার সাথে তো কথা হয়েছে?

কি মহামনা ইয়োনে রিসি।

সে তো যেটাছুটি করতে দেখছি। তুমি চল আমার সাথে। তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।

মহামনা ইয়োনে রিসি আমার সাথে যে কথাটি বলতে চেয়েছেন সেটি নিলম্বেরে খুব জরুরি কথা কিন্তু সারা রাত্তা রিনি আমার সাথে হালকা কথা বলে কাটিয়ে নিলেন। আমি কি খেতে পছন্দ করি, ট্রান্সিভ্যাল সর্লীক পছন্দ করি কি না, বিম্বুর শির তুলে নিলে কেমন হয়— আমাদের কথাবার্তা এই ধরনের বিষয়ের মতোই রীতামত্ব থেকে গেল। মানুষটির মতো এক ধরনের বিশ্বয়কর সারণ্য

৯০

রয়েরে সেটি নিজের তোম না দেখলে বিশ্বাস হতে চার না।

তার ঘরে পৌছানোর পর একটা বড় টেবিলের দৃশ্যে আমেরা মুগেতুনি বললাম। রিসি নির্ভর সমর আমার দিকে নিগুর চেয়ে তাকিয়ে বইলেন তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার কি ঘরে হয় রিকি, পরিকল্পনাটি কি ট্রিক করে কাজ করবে?

নিশ্চয়ই করবে। মহামনা রিসি। নিশ্চয়ই করবে।

তুমি জানো যে পরিকল্পনার সবচেয়ে কলম্বুপূর্ণ অংশটুকু নির্ভর করবে তোমার ওপর।

আমার ওপরে?

হ্যাঁ। তোমার ওপরে। কারণ রিনিরি রাশিমাল্যে নিচে ঘরে তুমি।

আমি নিজের অভ্যেই একটু শিউরে উঠি। ইয়োনে রিসি আমার দিকে স্থির চেয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার কি ভয় করবে?

আমি মাথা নাড়লাম, করবে মহামনা ইয়োনে রিসি।

ইয়োনে রিসি একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, কিন্তু তবু তোমাকেই যেতে হবে।

আমি জানি।

তুমি সন্ধ্যা একমাত্র মানুষ যে শ্যালক্ব জনের সাথে পাত্তা নিতে পারবে। তার অসম্বল বৃত্ত চেতাকে মৌকা নিতে পারবে। তবু তুমিই তাকে একটি অসম্পূর্ণ রিনিরি রাশিমাল্য ধরিয়ে নিতে পারবে—

আমি আগে কখনো কাউকে মিন্ধা কথা বলিনি।

আমি জানি। ইয়োনে রিসি আমার দিকে নরম চেয়ে তাকালেন, বললেন, তুমি পৃথিবীর মানুষের মুখ চেয়ে একবার একটা মিন্ধা কথা বলবে। সেটিকে মিন্ধা জেনে নয়—সেটাকে সজিয়া জেনে বলবে।

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, আমি বলব মহামনা রিসি। আমি আমার শেষ শক্তি দিয়ে এই মিন্ধাটুকু বলব।

আমাকে তুমি কথা দাও।

আমি কথা দিচ্ছি।

ইয়োনে রিসি এগিয়ে এসে আমার হাত স্পর্শ করলেন।

পরের কয়েক মন্ডা আমাকে রিনিরি রাশিমাল্য সম্পর্কে শেখানো হল। আমি ব্যাপারটি ভাষা ভাষা ভাবে জানতাম এবং লখনবর সেটির খুটিনাটি জানতে

৯১

ওটা করে; কি হতে পারে সেটা?

তার হতে ইগা আমাকে খুম থেকে তুলে। আমি তখন খুলে অন্ধক হয়ে বললাম, কি হয়েছে ইগা?

মহামনা ইয়োহন রিসি তোমার সাথে দেখা করতে এসেছেন।  
আমার সাথে? আমি বলুমতু করে নিয়শা থেকে উঠে বললাম।

৮.

আমি এখন ঘরে সুকছি তখন ইয়োহন রিসি জানলার সামনে নীড়িয়ে বাইরে তাকিয়েছিলেন। ঘরে সুখ আর বিশ্রান্ত আছে, জেমিক কোথাও দেখা গেল না। আমাদের পাঠের শব্দ হলে ইয়োহন রিসি ঘুরে তাকালেন, সাথে সাথে তার মুখে সহন্য একটা হাসি খুটে উঠল। বললেন, রিকি তোমাকে খুম থেকে তুলে ফেললাম।

আমি অভিমান করে বললাম, সেটি আমার জন্যে একটি অকল্পনীয় সন্ধান।  
হলে সুখি হলাম। আমাকে কেউ যদি মাঝরাতে খুম থেকে তুলে ফেলে আমার খুব মেজাজ খরম হয়ে যায়। স্বই হোক, রিকি আমি তোমাকে নিরে এসেছি।

আমাকে?

হ্যাঁ। আমি অন্যদের সাথে কথা বলছি, তারা বলছে আমি তোমাকে নিরে পারি। তুমি আর যেমি একসাথে কাজ করছিলে?

কি, মহামনা ইয়োহন রিসি।

যেহি সন্ধ্যা-একই করতে পারবে, তোমার সাথে তো কথা হয়েছে?

কি মহামনা ইয়োহন রিসি।

সে তো যেটাছুটি করছে সেখনি। তুমি চল আমার সাথে। তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।

মহামনা ইয়োহন রিসি আমার সাথে যে কথাটি বলতে চেয়েছেন সেটি নিলম্বেরে খুব জরুরি কথা কিন্তু সারা রাত্তা রিনি আমার সাথে হালকা কথা বলে কাটিয়ে নিলেন। আমি কি খেতে পছন্দ করি, ট্রান্সিভ্যাল সর্বোচ্চ পছন্দ করি কি না, বিদূর্ভ শিল্প তুলে নিলে কেমন হয়— আমাদের কথাবার্তা এই ধরনের বিবরণের মাঝেই রীমান্দ্র থেকে গেল। মানুষটির মাঝে এক ধরনের বিশ্বয়কর সারণ্য

৯০

রয়েছে সেটি নিজের ঘোষে না দেখলে বিশ্বাস হতে চার না।

তার ঘরে পৌঁছানোর পর একটা বড় টেবিলের দৃশ্যে আমেরা মুগ্ধত্বনি বললাম। রিসি নির্ভর সমর আমার দিকে নিগুণ ঘোষে তাকিয়ে বইলেন তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার কি ঘরে হয় রিকি, পরিকল্পনাটি কি ঠিক করে কাজ করবে?

নিশ্চয়ই করবে। মহামনা রিসি। নিশ্চয়ই করবে।

তুমি জানো যে পরিকল্পনার সবচেয়ে কলম্বুপূর্ণ অংশটুকু নির্ভর করবে তোমার ওপর।

আমার ওপরে?

হ্যাঁ। তোমার ওপরে। কারণ রিনিরি রাশিমালাটি নিচে ঘরে তুমি।

আমি নিজের অভ্যন্তরেই একটু শিউরে উঠি। ইয়োহন রিসি আমার দিকে স্থির ঘোষে তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার কি ভয় করছে?

আমি মাথা নাড়লাম, করছে মহামনা ইয়োহন রিসি।

ইয়োহন রিসি একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, কিন্তু তবু তোমাকেই যেতে হবে।

আমি জানি।

তুমি সন্ধ্যা একমাত্র মানুষ যে শ্যালক্ব জনের সাথে পাত্রা নিতে পারবে। তার অসম্বল বৃত্ত চেতাকে মৌকা নিতে পারবে। তবু তুমিই তাকে একটি অসম্পূর্ণ রিনিরি রাশিমালা ধরিয়ে নিতে পারবে—

আমি আগে কখনো কাউকে মিন্ধা কথা বলিনি।

আমি জানি। ইয়োহন রিসি আমার দিকে নরম ঘোষে তাকালেন, বললেন, তুমি পৃথিবীর মানুষের মুখ চেয়ে একবার একটা মিন্ধা কথা বলবে। সেটিকে মিন্ধা জেনে নয়—সেটাকে সজিয়া জেনে বলবে।

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, আমি বলব মহামনা রিসি। আমি আমার শেষ শক্তি দিয়ে এই মিন্ধাটুকু বলব।

আমাকে তুমি কথা দাও।

আমি কথা দিচ্ছি।

ইয়োহন রিসি এগিয়ে এসে আমার হাত স্পর্শ করলেন।

পরের কয়েক মন্ডা আমাকে রিনিরি রাশিমালা সম্পর্কে শেখানো হল। আমি ব্যাপারটি ভাষা ভাষা ভাবে জানতাম এবং লখনবর সেটির খুটিনাটি জানতে

৯১

পারলাম। পৃথিবীর সভ্যতা মেন পরস্পর বিরোধী হয়ে গড়ে না ওঠে তার নিশ্চয়তা করার জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ রিভিনিরি এই রাশিমালাটি দিয়েছিলেন। সময়ের সাথে এই রাশিমালাটির পরিবর্তন হয়, ব্যবহারের সাথেও এর পরিবর্তন হয়। পুরোপুরি এই রাশিমালাটি কখনো কেউ জানতে পারে না। কেউ যদি জানার চেষ্টা করে সে একটি অংশ জানতে পারে কিন্তু অন্য অংশ তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে আসে। পদার্থবিজ্ঞানের অনিচ্ছাতার সূত্রের মতো এই রাশিমালাতেও এক ধরনের অনিচ্ছয়তা থাকানো রয়েছে, শ্যালজ গ্রন্থের বিরুদ্ধে সেটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র অস্ত্র। সে যখন রাশিমালাটি পরীক্ষা করে দেখবে যতই তার গভীরে যাবার চেষ্টা করবে ততই একটা অংশ তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে আসতে থাকবে। তার নিজের নিরাপত্তার জন্যই সে কোন একটি বিষয়ের খুব গভীরে যেতে চাইবে না।

রিভিনিরি রাশিমালা সম্পর্কে আমার একটা ধারণা হয়ে যাবার পর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ একদল বিজ্ঞানী আর গণিতবিদ আমাকে নিয়ে বিভিন্ন কল-কারখানা, সামরিক প্রতিষ্ঠান, মহাজাগতিক ল্যাবরেটরী, যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ঘুরে বেড়ালেন। রিভিনিরি রাশিমালা কেমন করে ব্যবহার করা যায় সেটা শেখালেন, আমি সেটা ব্যবহার করে একটা মহাকাশযানকে তার কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত করে দিলাম, একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে খানিকক্ষণের জন্যে একটি শহরকে অন্ধকার করে রাখলাম। আমি এখন ইচ্ছে করলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে পারি। মুচ্ছ আহ্বাজ পঠাতে পারি। উপগ্রহদের ধ্বংস করে দিতে পারি। জিউল ডিচ্ছে সজিয়ে রাখা কিছু সংখ্যার যে এত বড় ক্ষমতা হতে পারে সেটি বিশ্বাস করা কঠিন।

রিভিনিরি রাশিমালার অজ্ঞাত হতে আর ছত্রিশ ঘণ্টা কেটে গেল। এক সময় বিজ্ঞানী এবং গণিতবিদেরা তাদের যান্ত্রিক কাজে পরদর্শী রবোটদের নিয়ে বিদায় নিলেন। আমাকে নিয়ে যাওয়া হল একটা ঘরে সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন মহামান্য ইয়োরন রিসি। আমাকে দেখে নুসু হেসে বললেন, খুব খাটুনি দিয়েছে, তাই না।

অনি মাথা নাড়লাম, হ্যাঁ। কিন্তু পরিশ্রমটির প্রয়োজন ছিল। রিভিনিরি রাশিমালা কি এখন আমি জানি।

হ্যাঁ। কিন্তু তুমি যে রাশিমালাটি নিয়ে যাবে সেটি সত্যিকারের নয়। সেটি আর তৈরি হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে তোমাদের অন্য চারজন সেটি পরীক্ষা করে দেখবে।

কখন সেটি সম্পূর্ণ হবে?

আমার মনে হয় আর কিছুক্ষণের মধ্যেই।

আমি কখন সেটি নিয়ে যাব?

তোমার যখন ইচ্ছা। আমার মনে হয় এখন তোমার খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেয়া দরকার। তুমি কোথায় বিশ্রাম নিতে চাও?

আমি কি আমার নিজের বাসায় নিতে পারি?

ইয়োরন রিসি নুসু হেসে বললেন, কিটির কাছে?

হ্যাঁ, মহামান্য ইয়োরন রিসি। আমার স্নাতু খুব উত্তেজিত হয়ে আছে। কিটির সাথে কথা বললে আমার স্নাতু সব সময়ই শীতল হয়ে আসে।

তুমি তাহলে যাও। যখন সময় হবে আমরা তোমাকে নিয়ে আসব।

আমি উঠে দাঁড়ালাম, ইয়োরন রিসি এগিয়ে এসে আমাকে গভীর ভালবাসায় আলিঙ্গন করলেন।

আমাকে দেখে কিটি কোন ধরনের উত্তেজনা প্রকাশ করল না। কয়েকবার আমার চারপাশে ঘুরে বলল, তোমার কাপড়-জামা পল্টানোর সময় হয়েছে। আমি কি নতুন কাপড় নিয়ে আসব?

তার কোন প্রয়োজন নেই।

তোমার খাবার কি পরম করব?

আমি খেয়ে এসেছি কিটি।

তোমার টেলি জার্নাল চিঠিপত্র—

এখন দেখতে ইচ্ছে করছে না।

কিটি এক মুহূর্তে ঘিমা করে বলল, তুমি কি মানসিক ভারসাম্যহীন?

আমি হেসে বললাম, বলতে পার আমি এখন এক ধরনের মানসিক ভারসাম্যহীন। আমার ওপর খুব বড় একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই বড় দায়িত্বটি এত বড় যে তার ফুলনার অন্য সব কিছু এখন তরুণহীন মনে হয়। সব কিছু হাস্যাতক মনে মনে হই এবং অর্থহীন মনে হয়।

কিটি কি বুঝল আমি জানি না কিন্তু এক ধরনের গভীর নিয়ে মনো ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, আমি তোমার জন্যে দুঃখিত বিকি। আমি কি কোনভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি?

তুমি কি তবে আমাকে সাহায্য করতে চাও?

প্রয়োজন হলে আমি তোমার জন্যে সেই বড় দায়িত্বটি করতে পারি।

আমি হেসে হেসেলাম না, কিটি ভূমি সেটা করতে পারবে না।  
কেন না?  
কারণ আমার একজন মানুষের সামনে একটি খুব বড় মিথ্যা কথা বলতে  
হবে। সে যদি বুঝতে পারে আমি মিথ্যা কথা বলছি তাহলে খুব ভয়ঙ্কর একটি  
ব্যাপার হবে।

মিথ্যা মানে কি?  
আমি হোণ্ডা লসলাম, তুমি সেটা জানতে চেরো না কিটি? আমি যদি বলি  
তবুও তুমি বুঝবে না। কোন পতপাথি মিথ্যাচার করে না, কোন যন্ত্রও মিথ্যাচার  
করে না। মিথ্যাচার করে তবু মানুষ। কখনো ইচ্ছে করে আর কখনো করে যখন  
তার আর কোন উপায় থাকে না। আমার আর কোন উপায় নেই কিটি।

আমি হোমার জনো দুর্ভেদ্য রিকি। আমি স্পষ্ট অনুভব করছি আমার  
কপেন্ট্রনের চতুর্থ অংশের তৃতীয় পিনটিতে ভোল্টেজের পরিবর্তন ঘটছে। এটি  
নিশ্চিত মূরণের অনুর্ত্তি।

আমি এক ধরনের স্নেহের স্নেহে এই পরিপূর্ণ নির্বোধ রবোটটির দিকে  
তাকিয়ে থাকি। আমি বুঝতে পারছি আমার মায়ু শীতল হয়ে আসছে। কিছুক্ষণের  
মাঝেই আমি পতীর ঘূমে অচেতন হয়ে যেতে পারব।

৯.

আমরা পাঁচজন শ্যালর গ্রন্থের কনাকার সময় পরিভ্রমণ যানটির সামনে দাঁড়িয়ে  
আছি। সবে নোমে এসেছে, এই পুরো এলাকাটিতে কৃত্রিম আলোর কোন ব্যবস্থা  
নেই, আবহা অন্ধকারে সময় পরিভ্রমণ যানটিকে দেখাচ্ছে একটা অতন্ত প্রেক্ষণীয়  
মতো।

হোমি নিচু গলায় বলল, কি বীভৎস একটা রিনিস। রিকি আমি চিত্তাও  
করতে পারি না তুমি কেমন করে এর ভিতরে যাবে।

আমি হোমির দিকে তাকিয়ে বললাম, আমিও পারি না।

হাত, এখন সেসব কথা তুলে লাভ নেই। নুবা আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে  
বলল, হোমার কাছে রিনিসি বাশিমালার ক্রিস্টাল ডিঙ্কটা আছে?

আমি পকেটে হাত দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, আছে।

তাহলে তুমি যাও শ্যালর গ্রন্থের কাছে।

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে যেতে দিয়ে হেসে গোলাম। ঘুরে তাকিয়ে

হেসলাম, যদি আমার পরিকল্পনা কাজ না করে তাহলে কি হবে?

নুবা নিচু স্বরে বলল, এখন সেটা নিয়ে ভেবে লাভ নেই।

কিন্তু যদি কিছু একটা তুল হয়ে যায়?

হিশান এগিয়ে এসে আমার কাঁধ স্পর্শ করে বলল, ঐ যে উপরে তাকিয়ে

সেখ।

আমি উপরে তাকালাম, আকাশে কপালী একটি গোলক স্থির হয়ে আছে।

আমি একটা অবাক হয়ে হিশানের দিকে তাকালাম, কি ওটা?

হোমিনিউক্লিয়ার হোমো। হেটুকু আছে সেটা দিয়ে অর্বেক পৃথিবী ধলে হয়ে

যাবার কথা।

এটা কেন এখানে?

যে তাপমাত্রায় লিটুমিটা-৭২ ভাইরাসকে ধলে করা যায় সেই তাপমাত্রা সৃষ্টি

করার এটা হচ্ছে একমাত্র উপায়। ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আগে সেতলিকে ধলে

করা যাবে কিনা সেটা কেউ এখনো জানে না, কিন্তু ওটা করে দেখা হবে।

যদি না যায়?

পৃথিবীর গ্যাপন ভণ্টে অসংখ্য শিকতে শীতল হয়ে রাখা আছে। মহাকাশে

অসংখ্য মানুষকে, বিজ্ঞানীকে, ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী-সাহিত্যিককে পাঠানো হয়েছে।

যদি পৃথিবী ধলে হয়ে যায় তারা বেঁচে থাকবে। আবার নতুন করে সভ্যতার সৃষ্টি

হবে।

আমি স্থির চেখে হিশানের দিকে তাকিয়ে বললাম, হিশান, সত্যি কি আবার

নতুন করে সভ্যতার সৃষ্টি করতে হবে?

না রিকি। নিজের ওপর বিশ্বাস রেখো। হুমি যাও।

ইপা ফিসফিস করে বলল, হোমার যারা গভ হোক রিকি।

আমি পায়ে পায়ে কনাকার যানটির দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। কাছাকাছি

আসতেই একটা গোল দরতা খুলে গেল, শ্যালর গ্রন্থ আমার জনো অপেক্ষা করে

আছে।

ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। আমি সেয়াল ধরে দীর্ঘ সময় মৌড়িয়ে রইলাম তবু

অন্ধকারে আমার চোখ সরে গেল না। এক সময় কাঁপা গলায় ডাকলাম, শ্যালর

গ্রন্থ।

ভিতরের গাঢ় অন্ধকার থেকে শ্যালর গ্রন্থের গলায় স্বর ভেসে এলো, হুমি

এসেছ?

হ্যাঁ।

ক্রিষ্টি রাশিমালা এবে আমার জন্যে?

যেটো একটি ক্রিষ্টিয় ডিভ নিয়েছে আমার। তার মাঝে ক্রিষ্টি রাশিমালা থাকার কথা।

তুমি সোজাশুষ্টি উত্তর না নিয়ে এরকম হেঁয়ালি করে কেন কথা বলছ?

কাল আমার ওটা করছি হোমকে ফাংশন করতে।

এক দুপুরের জন্যে শ্যালক্স গ্রন্থ কেন কথা বলল না আরণ্যক হঠাৎ সে ছাড়া করে এসে উঠল। অস্বস্তি জড়িয়ে সেই ছবি, আমার শরীর কেমন জ্বলি নীচা নিয়ে গঠে। হাশ্বতে হাশ্বতেই সে বলল, হোমের সাহস সেখান থেকে আমি এক বছরের অভ্যন্তর পাই। ব্যাপারটি ভাল কি না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চয়ই নই কিন্তু ব্যাপারটি নিশ্চয়ই অস্বস্তি জড়িয়ে। হোমের কি আমাকে ফাংশন করতে পারবে?

সেই ক্রিষ্টি করা হবে এই কিছুক্ষণের মাঝে।

হঠাৎ করে ঘরের আসলো জ্বলে গঠে, আমি আমার শ্যালক্স গ্রন্থকে সাময়িকভাবে সেখানে পেলো, একটা নির্দিষ্ট টেক্সটের আলাপাশে বলে আছে। আমার এলামেন্টে কাল ক্রম, গ্রন্থের দুটি ক্রিষ্টি, মনে হয় সেই দুটি আমার শরীর বলে করে থাকে। একটা মাঝে ক্রিষ্টিয়ে বলল, কিছুক্ষণের মাঝে তুমি জানতে পারবে?

হ্যাঁ।

কেন করে?

হোমকে যে ক্রিষ্টিয় ডিভ নিয়েছে তার মাঝে যে রাশিমালাটি রয়েছে সেটি একটি অর্ধমাত্রা মাধ্যম না সত্যিকারের ক্রিষ্টি রাশিমালা তুমি সেটা জানো না। হোমকে সেটা আমি নিয়ে থেকে বলব না, আমি বললেও তুমি বিশ্বাস করবে না। হোমের নিজেকে সেটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তুমি নিশ্চয়ই জানো ক্রিষ্টি রাশিমালার মাঝে একটা অস্বস্তি রয়েছে। যখন তুমি একটি অর্ধমাত্রা পরীক্ষা করে দেখবে তখন অন্য একটি অংশ অর্ধমাত্রা হয়ে যাবে।

শ্যালক্স গ্রন্থ ক্রিষ্টিয় ডিভ আমার নিকে তাকিয়ে রইল। আমি তার দুটিকে উপেক্ষা করে বললাম, ক্রিষ্টি রাশিমালার যে অংশ হোমের কাছে অর্ধমাত্রা সেই অংশটি আমারই অংশ। আজ থেকে একশ বছর পর তুমি যখন আমার পৃথিবীতে এসে আসবে পৃথিবী তখন হোমের জন্যে গুরুত্ব থাকবে।

তুমি মিনা কথা বলছ।

হঠাৎ আমার বুক বেঁধে গঠে, এই মানুষটি অস্বস্তি পূর্ণ। আমি কি সত্যিই তাকে হোম নিয়ে পারব? শ্যালক্স গ্রন্থ আমার চাপা করে বলল, তুমি আমার

মাঝে মিনা কথা বলছ, মানুষ মিনা কথা বললে আমি বুঝতে পারি।

আমি খুশি করে রইলাম। শ্যালক্স গ্রন্থ আমার নিকে ক্রিষ্টিয় ডিভ নিয়ে থেকে বলল, কিন্তু একটা পরিকল্পনা হোমের কাছে সেটা কি আমি এখনো জানি না। তুমি জানো আমি যদি হাই আমি সেটা যখন ইচ্ছে জানতে পারব। আমি মানুষকে অস্বস্তি জড়িয়ে দিতে পারি। মনেবিজ্ঞানে আমার মতো চিরন্তন একটি গল্পকার নাম রয়েছে।

হঠাৎ আমার বুক বেঁধে গঠে।

আমি ডিভ নিয়ে আমার করণে গৌণকে ডিভিয়ে বললাম, তুমি আমাকে ডিভ দেখাতে চাই?

না, আমি জানলে করে কাটকে ডিভ দেখাতে চাই না। তার প্রয়োজন হয় না। সবকিছু মানুষ এমনিতেই আমাকে ডিভ পায়।

আমি শ্যালক্স গ্রন্থের গ্রন্থের নিকে তাকিয়ে রইলাম, কি ভাবের নিষ্কল দুটি। আমার বুকের ডিভের শিরশির করতে থাকে, অনেক কষ্ট নিজেদের শক্ত করে আমি বললাম, তুমি কি আমার মুখে আমায়ের পরিকল্পনাটি জানতে চাও?

হ্যাঁ, চাই।

কিন্তু আমি নিজে থেকে বলব না। হোমের সেটা জোর করে বের করতে হবে।

শ্যালক্স গ্রন্থ নির্দিষ্ট সময় আমার নিকে ডিভ গ্রন্থে তাকিয়ে রইল তারপর হঠাৎ পলার বর পাটে বলল, তুমি ক্রিষ্টি রাশিমালার আমার মূল তপস্বিতার প্রবেশ করো।

আমি গভীর দুই সিন এই ব্যাপারটি কেনম করে করতে হয় বুঝ ভাল করে নিজে এসেছি। শ্যালক্স গ্রন্থ আমায়ের দোয়া মার কাজে লেগে পেলো। নির্দিষ্ট অংশ এবং সময়সাপেক্ষ কাজ এক সময় সেটি শেষ হল, আমি যোগাযোগ মডিউলটি শ্যালক্স গ্রন্থের নিকে এগিয়ে নিয়ে সেখানের পাশে সরে নিলাম।

আমি ইচ্ছে করলে এখন সমস্ত পৃথিবী ফাংশন করে দিতে পারি? যেখানে ইচ্ছে পারমাণবিক বোমা ফেলতে পারি? বাঁধ ভেঙে পানিতে শব্দ চুবিয়ে দিতে পারি? পার।

ইচ্ছে করলে আমি গ্রন্থের পাতকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মেতে ফেলতে পারি?

হ্যাঁ, পার। কিন্তু ক্রিষ্টি রাশিমালার উদ্দেশ্য কিছু সেটা নয়। তার উদ্দেশ্য সভ্যতার নিয়ন্ত্রণ। আমি আশা করব তুমি সেটা ব্যবহার করবে ক্রিষ্টিয় মানুষের মতো।

আমি কিভাবে সেটা ব্যবহার করব সেটা আমাকেই ঠিক করতে হবে।  
শ্যালর গ্রন্থ যোগাযোগ মডিউলটি নিজের কাছে নিয়ে অত্যন্ত সহজ  
পাঠ্য খুব কাছাকাছি একটা পারমাণবিক বিস্ফোরণের আবেশ ছিল। মানুষের  
জনগণিতের জন্য এর সম্বন্ধে কেউ একটা এরকম ভাবের বিস্ফোরণ ঘটানোর  
আবেশ নিকে পরে নিজের চোখে না দেখলে আমার বিশ্বাস হতো না। মুহুর্তের  
মাত্রই প্রথমে তীব্র আলোর আলকানি আমাদের চোখে ধাঁকিয়ে গেল। এক মুহুর্ত  
পর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ, সাথে সমস্ত বিশ্বাস্যতার যেন পাতের নিচে চলে উঠল।  
অত্যন্ত মুহুর্ত মাত্রই এক ধরনের শীতলতা ভাবনার হঠাৎ যেন প্রচণ্ড ঘূর্ণিবর্ত্তে সমস্ত  
লোক উড়ে যেতে শুরু করল।

আমি সেদিক খামচে ধরে কোনমতে নীড়িয়ে ছিলাম। শ্যালর গ্রন্থের সমস্ত  
পরিচয় আমার ভিতর অসংখ্য মন্দির তীব্র হয়ে শব্দ করতে শুরু করে। একটি  
বড় লাল বাতি ব্যবহার মূলতঃ এবং নিভতে শুরু করে। কোথাও কিছু একটা  
ভেসে গেছে বলে সন্দেহ হতে থাকে।

শ্যালর গ্রন্থ তীব্র দৃষ্টিতে একটা প্যানেলের নিকে তাকিয়ে থাকে, ছোট  
একটা সোটা প্যাতে কিছু একটা হিসেব করে মাথার কাছে যেটা একটা গোল  
জালনা খুলে বাইরে তাকায় তারপর আবার খুলে আমার নিকে তাকাল, তার মুখে  
এক ধরনের সন্তুষ্টির হাস। সে একটু হাস্য মতো ভঙ্গি করে বলল, আমি আপন  
কখনো পারমাণবিক বোমা ফেলিনি—চমৎকার একটা জিনিস। মুহুর্তের মাঝে  
তেতত্রিসতা কতকণ বেড়ে যায়।

আমি কোন কথা না বলে ক্রুদ্ধ চোখে তার নিকে তাকিয়ে থাকি। শ্যালর গ্রন্থ  
আমার দৃষ্টিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে বলল, বিস্ফোরণটি খুব কাছাকাছি করা  
হল, মনে হচ্ছে এত কাছে না করলেও হতো। আমি নিশ্চিত হতে চাইছিলাম  
তোমরা আমাকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করছে কি না।

আমি নীরবে নীত ঘবে বললাম, তুমি সেটা নিয়ে কখনো নিকিত হতে পারবে না।  
আমার প্রয়োজনও নেই। এই মুহুর্তে আমি শুধু একটা জিনিস নিয়ে নিশ্চিত  
হতে চাই।

তি?

আমি যেন নিরাপদে আরো একশ' বছর জরিয়াতে যেতে পারি।

আমি কোন কথা না বলে তার নিকে তাকিয়ে রইলাম।

শ্যালর গ্রন্থ নিহু গলায় বলল, তুমি আমাকে সাহায্য করবে। আমার দুটি  
কুকু ইঞ্জিন পাশে নতুন দুটি ইঞ্জিন লাগিয়ে দেবে, আমি জানি তুমি সেটা করে

৬৭

দেবে। কোন জানো?

কেন?

শ্যালর গ্রন্থ মীর্ষ সমস্ত কোন কথা বলল না। তার বড় চোখের দৃষ্টিতে সে  
স্বাভাবিকি আমার নিকে তাকাল। তার দুখটি হঠাৎ তেমন জ্বলি বিহীন দেখাতে  
থাকে। সে এক ধরনের ক্রান্ত পলায় বলল, আমি বড় নিঃশব্দ।

হঠাৎ আমার খুব বেশি ওঠে হোমির কথা মনে পড়ল আমার—অত্যন্ত দৃষ্ট  
একটা পরীক্ষা করবে শ্যালর গ্রন্থ। এটাই কি সেই পরীক্ষা?

শ্যালর গ্রন্থ তার হাত তুলে খুব মনোযোগ নিয়ে আঙুলগুলি পরীক্ষা করতে  
করতে বলল, আমার একজন সঙ্গী প্রয়োজন। আমি বড় একা। তা ছাড়া মীর্ষাভিন  
আমি কোন রহস্যের সেই স্পর্শ করিনি।

আমি চমকে উঠলাম, রান্স পলায় চিবকার করে বললাম, কি করতে চাইছ তুমি?

আমি তোমার ভালবাসার মেয়েটিকে আমার সাথে নিয়ে যাব। কি নাম  
মেয়েটির?

মনে হল হঠাৎ আমার মাথার মাঝে একটা ছোট বিস্ফোরণ হল। আমি আর  
দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না—ইঞ্জি ভেঙে বসে পড়লাম, মাথা নাড়তে নাড়তে  
বললাম, না—না—না।

কি নাম মেয়েটির?

না—না

শ্যালর গ্রন্থ হঠাৎ তীব্র হয়ে চিবকার করে ওঠে, কি নাম মেয়েটির?

ত্রিশ।

ত্রিশ। কি সুন্দর নাম।

আমি দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকি। হঠাৎ সব কিছু আমার কাছে অর্থহীন  
হয়ে আসে, বিশাল শূন্যতায় আমার পুকের মাঝে হা হা করে ওঠে। হায় ইশ্বর!  
তুমি এ কি করলে?

শ্যালর গ্রন্থ সরম গলায় বলল, উঠে নীড়ও তুমি। আমার খুব বেশি সমস্ত  
নেই। তাজ শুরু করে নাও।

শ্যালর গ্রন্থ আমার নিকে যোগাযোগ মডিউলটি এগিয়ে দেয়। আমি তবু  
স্থির হয়ে নীড়িয়ে থাকি।

একশ' বছর পর আমি ত্রিশাকে ফিরিয়ে দেবে। তুমি ইচ্ছে করলে শীতল ঘরে  
একশ' বছর অপেক্ষা করতে পার। আমার কাছে এসে, আমি তখন তোমার হাতে  
ত্রিশাকে তুলে দেবে। কথা দিচ্ছি।

৬৮

আমি বিশ্বে মোখে শ্যালগ্র গ্রন্থের দিকে তাকিয়ে থাকি। বাঁশিয়ে পড়ে তার কঠনালি চোখে ধরে মানুষটিকে শেখ করে দেয়ার একটি অদমা। ইচ্ছে আমার মাথার মাঝে পাক খেতে থাকে।

কিন্তু আমি জানি আমি সেটা করতে পারব না। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জীবন সে তার বুকের মাঝে একটি সিলাকিত কার্বনের কাপসুপের মাঝে লুকিয়ে রেখেছে। একটি ছোট ছুসে সেই জীবন হারিয়ে যেতে পারে। আমি অসহায় আক্রমণে একটি মানুষের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

১০

শ্যালগ্র গ্রন্থের সময় পরিচয় জানাটর একপাশে নিছক হয়ে গেছে গেছে শেখ মাথায় একটি গোল দরজা। আমি এই দরজা দিয়ে ঢুকছি, ত্রিশাও এই দরজা দিয়ে ঢুকবে। আমি নেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছি, এখানে পুরো ব্যাপারটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করে হঠাৎ গোল দরজাটা খুলে গেল। ত্রিশাকে কি ধরে এনেছে একটা? সে কি চিংকার করে কীলছে? আমার বুকের ভিতর যন্ত্রণার দুমড়ে-মুতড়ে উঠতে থাকে। আমি কেমন করে ত্রিশার মুখের দিকে তাকাব?

গোল দরজায় একজন মানুষের ছায়া পড়ল, আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইলাম। ত্রিশা পায়ে পায়ে ভিতরে এসে দাঁড়াল। একটি লাল কমাল দিয়ে মাথার চুলচুলি শক্ত করে বাঁধা, হালকা নীল রঙের একটা পোশাক। পায়ে দিব্ব এক জোড়া জুতা।

দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ত্রিশা মাথা ঘুরে তাকায়। তার মুখে এক ধরনের অসহনীয় আতঙ্ক। সে নেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে থেকে কাঁপা গলায় বলল, রিকি, তুমি কোথায়?

এই যে আমি এখানে।

ত্রিশা মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল, কিন্তু আমার কাছে ছুটে এলো না। সেখানে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে ওরা এখানে এনেছে কেন?

আমি কি বলব বুঝতে পারলাম না। মাথা নিছক করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ত্রিশা আবার জিজ্ঞাস করল, রিকি, তুমি কথা বলছ না কেন? এটা কোন জায়গা, এখানে এরকম আরো অফকার কেন?

আমি এটা নিঃশ্বাস ফেলল বললাম, ত্রিশা, তুমি আমাকে ছমা কর, ত্রিশা।

১০

তুমি একথা কেন বলছ?

তোমার উপরে খুব বড় একটা অবিচার করা হবে ত্রিশা।

ত্রিশার গলায় ধর হঠাৎ কেঁপে যায়, কি অবিচার?

আমি ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, ত্রিশার হস্তের উত্তর দিতে পারি না।

ত্রিশা হঠাৎ আতঙ্কিত চিংকার করে ওঠে, তুমি কথা বলছ না কেন? কি হয়েছে রিকি?

আমি তবু কোন কথা বলতে পারি না, ত্রিশা দুই পা এগিয়ে এসে হঠাৎ শ্যালগ্র গ্রন্থকে দেখতে পেল। সাথে সাথে সে পাখরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, কে ওটা?

শ্যালগ্র গ্রন্থ প্রায় হালি হালি মুখে বলল, আমার নাম শ্যালগ্র গ্রন্থ, তুমি সন্ধ্যাত আমার নাম শুনে থাকবে।

ত্রিশা একটা চিংকার করে তারকের আতঙ্কিত পিছনে ছুটে যেতে থাকে। সে দরজার কাছে পৌঁছানোর আগেই ক্যাচ ক্যাচ করে গোল দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। সে দুই হাতে দরজায় আঘাত করতে করতে হঠাৎ আকুল হয়ে কীলতে শুরু করল।

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, দুই হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেললাম। যায় ইশ্বর, তুমি কেন পৃথিবীতে এর অবিচার রান্না নাও? কেন?

আমি আবার মাথা তুলে তাকলাম, শ্যালগ্র গ্রন্থ মুখে তাকিয়ে আছে, মুখে এক ধরনের কোমল স্মিত হাসি। শুধুমাত্র সেই মনে বর এরকম হালচুলিই একটি পরিবেশেও এক ধরনের শান্তি বুঝে পেতে পারে। শ্যালগ্র গ্রন্থ হয়ে রান্না দিতে হলে একজন মানুষকে কতটুকু নিষ্ঠুর হতে হয়?

আমি উঠে দাঁড়ালাম, তারপর পায়ে পায়ে হেঁটে ত্রিশার দিকে এগিয়ে গেলাম। ত্রিশা বিকারাক্তের মতো কীলছে, আমি শিখন থেকে তাকে ধরে সোজা করে দাড়া করালাম, সে ঘুরে দুই হাতে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ফেলল। আমার বুকে মাথা ঠেকে সে হঠাৎ আকুল হয়ে কীলতে কীলতে বলল, রিকি তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না রিকি। আমাকে তুমি ছেড়ে যেও না।

আমি দুই হাতে তার মুখ স্পর্শ করে নিজের দিকে টেনে আনি, মাথার হুলে হাক বুলিয়ে আমি তার দিকে তাকালাম।

কান্না কেজা চোখে সে আকুল হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম এই মেয়েটি ত্রিশা নয়। এই মেয়েটি অবিচার ত্রিশার মতো দেখতে একটা রবোট। শ্যালগ্র গ্রন্থের নিষ্ঠুর পটীকাটি কি হবে যেমি ওটা

১১

বুকে পেরেছিল, ত্রিক ত্রিশার মতো দেখতে একটি রবোট তৈরি করে রেখেছিল  
আপে থেকে। আমাকে জানায়নি ইচ্ছে করেই। হঠাৎ করে অনেক কিছু পরিষ্কার  
হয়ে যায় আমার কাছে।

ত্রিশার মতো দেখতে রবোটটি আমার বুকের কাণড় ধরে আবার আকুল হয়ে  
কেনে ওঠে। তার মুখে ভেজা ব্যাঘাতের আতঙ্কিত মুখটি দেখে কেন জানি না  
হঠাৎ আমার চোখে পানি এসে যায়। এই মেয়েটি হয়তো সত্যিকারের মানুষ নয়,  
কিন্তু তার কষ্টটি সত্যি, তার মুখ-হতাশা আর আতঙ্কটুকু সত্যি। আমার জানে  
তার ভালবাসাটুকুও সত্যি। মানুষ হয়ে জন্ম হয়নি বলে তার মুখ-কষ্ট-হতাশা  
আর ভালবাসাকে পারে মনে একজনের মানবের হাতে ভুলে দেয়া হবে।

আমি রবোট মেয়েটির মুখটি ধরে নিজের কাছে টেনে এনে তাকে গভীর  
ভালবাসায় ভুগ্ন করলাম। তাকে ফিসফিস করে বললাম, ত্রিশা, সোনামণি  
আমার, আমি আছি, আমি তোমার কাছে আছি। আমি সব সময় তোমার কাছে  
আছি-সব সময়-

আমার বড় বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল যে আমি সত্যিই বুঝি থাকব ত্রিশার  
কাছে। যেত না সে রবোট তনুও ত্রো সে ত্রিশা! আমার ভালবাসার ত্রিশা। কিন্তু  
আমি ত্রিশার কাছে থাকতে পারলাম না। শ্যালর গ্রন পায় পায় আমায়ের কাছে  
হেঁটে এসে, ত্রিশাকে শক্ত করে ধরে রেখে সে শোল দরজাটি খুলে নিল। আমাকে  
বলল, যাও, শীতল ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়। একশ বছর পর এসো, আমি  
তোমাকে তোমার ত্রিশাকে ফিরিয়ে দেব।

ত্রিশা ফিরিয়ে করে কীভাবে। আমি তার নিকে পিছন ফিরে এগিয়ে গেলাম।  
আমার পতির কীপরে, আমার স্রোথ থেকে পানি বের হয়ে আসছে, ইচ্ছে করলে  
পিছনে ছুটে গিয়ে ত্রিশাকে আঁকড়ে ধরে বলি, এসো ত্রিশা তুমি আমার সাথে।  
এসো।

কিন্তু আমি সোজা সামনে হেঁটে গেলাম, ফিসফিস করে নিজেকে বললাম,  
না, ঐ মেয়েটি ত্রিশা নয়। ঐ মেয়েটি একটি রবোট। রবোট। তুম্ব রবোট। আমি  
তখনতে পেলাম কীভাবে কীভাবে শব্দ করে পিছনের দরজাটি বন্ধ হয়ে গেল।

আমি সামনে তাকালাম, আবার অন্ধকারে চারজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, পূর্ব  
থেকে ভাল দেখা যায় না, কিন্তু আমি জানি তারা কে। ইগা, ত্রিশাম, যোমি আর  
সুবা। আমাকে দেখে তারা আমার কাছে ছুটে এসে। যোমি আমার হাত ধরে  
বলল, কি হয়েছে ত্রিকি? তোমার স্রোথ পানি কেন?  
আমি স্রোথ মুখে বললাম, জানি না কেন। খুব কষ্ট হচ্ছে আমার ত্রিশার

জানো। সে মানুষ নয় তবু আমার কষ্ট হচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে।  
যোমি আমার হাত শক্ত করে রাখল।

আমরা পাঁচজন একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে শ্যালর  
গ্রনের কনাকার সময় পরিভ্রমণ যানটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কুক ইঞ্জিন  
দুটি এখনো চালু করা হয়নি, আমরা কল্পনাসে অপেক্ষা করে আছি। সেই মুহুর্তে  
কুক ইঞ্জিন দুটি চালু করা হবে সাথে সাথে সূত্র গোপন যোগাযোগ জীবন্ত হয়ে  
ওঠে খুব ধীরে ধীরে সময় পরিভ্রমণ যানটির নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করবে।

প্রথমে একটা চাপা তরঙ্গ তখনতে পেলাম তারপর কুক ইঞ্জিন দুটিতে মনু  
কম্পন শুরু হল। আমি বুকের মাঝে আটকে রাখা একটা শিখার খুব সাবধানে  
বের করে নিই, শ্যালর গ্রন ইঞ্জিন দুটিকে চালু করেছে। প্রতি মুহুর্তে এখন একটু  
একটু করে সময় পরিভ্রমণ যানের নিয়ন্ত্রণ তার হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। আরে  
আরে কুক ইঞ্জিনের ডায়ালেক গর্জন শোনা যেতে থাকে। ধর ধর করে মাটি  
কীপতে থাকে, আয়োজিত গ্যাস গরত বেগে বের হতে শুরু করেছে পিছন দিয়ে।  
আগনের সেনিহান শিখায় চারিদিক ঢেকে যেতে শুরু করেছে, কালো সোয়া পাক  
থেকে থেকে উপরে উঠছে।

সময় পরিভ্রমণ যানটি আরে আরে মাটি থেকে উপরে উঠে আসছে, মনে  
হতে থাকে বিশাল একটা কীট বুঝি পা বাড়ান দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। প্রচণ্ড শব্দ  
কান ভাল শোনা গেছে যায় তার মাঝে সময় পরিভ্রমণ যানটি আরে আরে উপরে উঠে  
যাচ্ছে, গতিবেগ বেড়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, আমি শিখার বন্ধ করে তাকিয়ে থাকি।  
আর কয়েক মুহুর্ত পর সময় পরিভ্রমণ যানটি পৃথিবীর আকর্ষণ ছিন্ন করে  
মহাকাশে ছুটে যাবে। শ্যালর গ্রন এখনো জানে না সে সময় পরিভ্রমণ করবে  
না-তার পরিভ্রমণ হবে দূরত্বে। সে পৃথিবী, সৌরজগত পার হয়ে চলে যাবে মনু  
কোন এক নক্ষত্রের নিকে। তার বুকের ভিতর সিঁদাঙ্কিত ক্যাপসুলে থাকবে এক  
ভয়াবহ আইরাস। তার কাছাকাছি থাকবে ত্রিশা। রবোটের অবস্থানে তৈরি আমার  
ভালবাসার ত্রিশা। আমি আকাশের নিকে তাকিয়ে থাকি, সময় পরিভ্রমণ যানের  
কুক ইঞ্জিন থেকে আয়োজিত গ্যাস বের করে সেটা উপরে উঠে যাচ্ছে, খুব ধীরে  
ধীরে নিক পরিবর্তন করতে শুরু করেছে, পৃথিবীর আকর্ষণের সাথে সাথে  
গতিবেগের সামঞ্জস্য আমার জানে। আতঙ্কিত কোন বিবেচনায় থাকে না হয়ে  
গেলে আর কেউ এখন শ্যালর গ্রনকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। কোন দিন  
ফিরিয়ে আনতে পারবে না। পৃথিবীর একটা অতিকরণ ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে

যাচ্ছে মহাকাশে।

আমরা সবাই খুব সাবধানে বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বের করে নিলাম। সত্যিই কি পৃথিবীকে বন্ধ করা হয়েছে? নুবা দেয়াল স্পর্শ করে খুব সাবধানে ঘাসের ওপর বসে পড়ল। মাথা ঘুড়িয়ে আমাদের সবার দিকে তাকাল তারপর কাঁপা গলায় বলল, আমরা কি বেঁচে গেছি?

ইয়া তার ঘড়ির দিকে তাকাল, তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, হ্যাঁ নুবা আমরা বেঁচে গেছি।

আমরা ভাবলে পৃথিবীকে বন্ধ করছি?

হ্যাঁ। আমরা পৃথিবীকে বন্ধ করছি।

তাহলে আমরা আনন্দ করছি না কেন?

কেউ কোন কথা বলল না। যেমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, নুবা, আমি জানি না কেন আমরা আনন্দ করছি না।

ইয়া একটু হেসে বলল, চল কন্ট্রোল ঘরে যাই। নিত্যের চোখে যদি শ্যালর গ্রনকে দেখতে পাই হয়তো তখন সত্যি সত্যি বিশ্বাস হবে। তখন হয়তো আমরা আনন্দ করতে পারব।

কম্বলকি একটা ছোট সেলে আড়ম্বল্য করে কন্ট্রোল ঘরটি তৈরি হয়েছে। যখন সেলায় সবচেয়ে আমরা ভিতরে ঢুক গেলাম। সেখানে একটা বড় স্ক্রিন ছাড়া কিছু নেই। হঠাৎ করে দেখে এতটুকু কন্ট্রোল ঘর মনে হয় না। ইয়া ছোট একটা সুইচ স্পর্শ করতেই স্ক্রিনটা আলোকিত হয়ে আসে, মাঝামাঝি একটা লাল বিন্দু ফুলে এবং নিতরে। নুবা জিজ্ঞেস করল, এটা কি?

শ্যালর গ্রনকে সময় পরিচয় বলল।

ভিতরে কি দেখা যাবে?

পুরোপুরি নিঃশব্দ নেয়ার পর দেখা যাবে।

যোগাযোগের জন্য কি ব্যবহার করা হবে?

যেমি এগিয়ে এসে বলল, ত্রিশার মতো দেখতে যে রবোটটি পাঠিয়েছি তার নামে রয়েছে মাইক্রো কমিউনিকেশন মডিউল। যেসব ছবি পাঠানো হবে তার ডিভিউসিওন খুব ভাল হবে না আগেই বলে রাখছি।

আমরা স্ক্রিনটির দিকে তাকিয়ে রইলাম, হঠাৎ সেখানে কিছু ভরল দেখা করতে থাকে। যেমি চাপা গলায় বলল, এখন ভিতরে দেখা যাবে। কমিউনিকেশন মডিউল কাজ করতে শুরু করেছে।

নুবা বলল, রিকি তুমি সামনে যাও। কথা বল।

১৪

আমি?

হ্যাঁ। তধু তুমিই শ্যালর গ্রনকে সাথে কথা বলবে। যাও।

আমি স্ক্রিনের সামনে এগিয়ে গেলাম, খুব ধীরে ধীরে সেখানে একটা ছবি ভেসে উঠেছে। আমি বড় একটা করিজের দেখতে পেলাম, সামনে কিছু ছোট ছোট স্ক্রিনের সামনে বুক দাঁড়িয়ে আছে শ্যালর গ্রন। তার চুরু তুলিত, মুখে গভীর একটা উদ্বেগের ছাপ। সে কিছু একটা স্পর্শ করে কয়েকটা বোতাম টিপতে থাকে, ছোট মাইক্রোফোনে কিছু একটা কথা বলে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, আমি দেখতে পেলাম তার মুখ রক্তশূন্য, সেখানে এক ধরনের অমানুষিক আতকে। আমি ডাকলাম, শ্যালর গ্রন।

পৃথিবী থেকে বহুদূরে চলে গেছে, আমার কথা শৌন্যত একটু সময় লাগল কিন্তু যখন আমার কথা শুনেতে পেল সে বিন্দুস্পর্শের মতো চমকে ওঠে, চিবকার করে বলল, কে?

আমি।

আমি কে?

রিকি।

রিকি? রিকি।

হ্যাঁ শ্যালর গ্রন, তুমি যেতে গেছ। আমাদের কাছে তুমি যেতে গেছ। তোমাকে গ্রিন্ডি রশিমলা সোয়া হানি। অর্থহীন কিছু সংখ্যা নিয়ে তুমি এখন মহাকাশে উড়ে যাচ্ছে। বৃহস্পতি গ্রহের কাছ দিয়ে তুমি উড়ে যাবে সৌরজগতের বাইরে।

না। শ্যালর গ্রন ছুটে গিয়ে তার কন্ট্রোল প্যানেলে বুক পড়ে। হাত দিয়ে আঘাত করতে করতে চিবকার করতে থাকে। আমরা একদুই অকিঞ্চিৎকর ভাবের মুখ করে সে ঘুরে তাকায় তারপর বিশ বিশ করে বলল, ত্রিশা, ত্রিশাকে আমি তোমার সামনে খুন করব। খুন করব।

আমরা রথমবাব ত্রিশাকে দেখতে পেলাম। হির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখে আর ভয় নেই। তার কপেট্রানে পুরানো স্মৃতি মুখে ফেলে এখন নতুন স্মৃতি দেখা হচ্ছে। জালবাসাইন এক স্মৃতি। আরকেইন এক স্মৃতি। নিটুর প্রতিশোধের এক স্মৃতি।

আমি ফিসফিস করে বললাম, শ্যালর গ্রন! তুমি ত্রিশাকে স্পর্শও করবে না। তুমি স্পর্শ করতে পারবে না।

শ্যালর গ্রন ঘুরে ত্রিশার দিকে তাকায় এবং হঠাৎ করে তার মুখ আতকে

১৫

কর্ম হয়ে যায়। সে নিজের দুক স্পর্শ করে এক পা পিছিয়ে যায়। একটু আগে যে গ্রিনা ছিল সে আর গ্রিনা নয়, তার চোখ জ্বলছে, হাত থেকে বের হয়ে এসেছে বারান্দা খাতিব যোগ। ছায়া স্তম্ভটি শ্যালস্র গ্রন্থের নিকে এগিয়ে যায়—

না-না-না শ্যালস্র গ্রন্থ আতকে চিৎকার করে পিছনে সরে যেতে থাকে। মানুষটি নিষ্ঠুর অমানবিক, তার ভিতরে জালবাসার কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু মানুষের প্রাচীনতম অনুভূতি ভীতি তার বুকের ভিতর লুকিয়েছিল সে জানত না। আমি গ্রিন থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বললাম, আমি আর দেখতে পারছি না, তোমার কেউ গ্রিনটি বন্ধ করে দেবে?

ইগা হাত বাড়িয়ে কি একটা স্পর্শ করতেই গ্রিনটা অন্ধকার হয়ে গেল। যেমি যখন বলল, হ্যাঁ গ্রিনটা বন্ধ করে দাও। রবোটের ওপর নির্দেশ দেয়া আছে শ্যালস্র গ্রন্থের শরীর থেকে ভাইরাসের এন্টুসটা বের করার, মৃশাটি মনে হয় না আমি সহ্য করতে পারব।

নুবা একটা নিঃশ্বাস নিয়ে পিছনে সরে গিয়ে বলল, মানুষটিকে হত্যা না করে কি এন্টুসটা বের করা যেনো না?

হয়তো হতো। যেমি নুবার নিকে তাকিয়ে বলল, আমি তার চেষ্টা করিনি। আমি খুব প্রতিশোধপরায়ণ মানুষ। মানুষের জগতে এই দানবটির বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।

আমরা যেটা শব্দেই খব থেকে বের হয়ে এলাম। নুবে একটা বাইজার্ভল সেমের তার ভিতর থেকে বেশ কয়েকজন মানুষ বেঁটে বেঁটে আমাদের নিকে এগিয়ে আসছে, সবার সামনে ইয়োহন রিসি। আমরা তার নিকে বেঁটে সেতে গতি।

মহামান ইয়োহন রিসি একজন একজন করে আমাদের প্রত্যেককে অঙ্গিষ্ঠন করে কলসে, পৃথিবীর পক্ষ থেকে আমাদের অভিনন্দন। এই পৃথিবী যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন আমাদের কাছে রক্ষী হয়ে থাকবে।

নুবা নুবে কলস বলল, আমার বৃত্ততা কমা করবেন মহামান ইয়োহন রিসি, কিন্তু আপনি এটা অধিবন্ধন করবেন। আপনার আদেশ আমার কয়েকটি নিয়ম নিয়মি তার বেশি কিছু নয়। সব কাজ করেছে পৃথিবীর অগাধা মানুষ। অগাধা বিজ্ঞানী, অগাধা ইঞ্জিনিয়ার, অগাধা প্রতিভাবান শ্রমিক।

যেমি মধ্য সেয়ে কলস, নুবা একটুও বাড়িয়ে বলেনি। অটোম্যাটিক দর্শন মানে আমাদের একটা রবোট তৈরি করে দিয়েছে। নিষ্ঠুর রবোট, রিকির মর্দে মানুষ সে রবোট সেয়ে বিজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

ইগা মাথা নেড়ে বলল, আর কুক ইঞ্জিনের সেই ব্যাপারটা। আমরা নিজেই কি সেটা কখনো করতে পারতাম? সময় পরিভ্রমণকে পাঠে মূর্খ পরিভ্রমণ করে ফেলা? আমি নিজে তো বিজ্ঞান শিখেছি গত দুদিনে।

নুবা বলল, তার ওপর একটা নকল ত্রিগিট্রি রাশিমালা তৈরি করে দেয়া—যেটা সত্যাকারের রাশিমালার কাছাকাছি কিন্তু সত্যিকারের নয়।

হিশান হেসে বলল, সবচেয়ে চমৎকার হয়েছে কৃত্রিম পরমাণবিক বিস্ফোরণ, একেবারে তেজস্ক্রিয়তা থেকে শুরু করে শক ওয়েভ, বাতাসের আশাটা, শ্যালস্র গ্রন্থ এতটুকু সখেই করিনি।

ইয়োহন রিসি মাথা নাড়লেন, তোমাদের কথা সঠিক। পৃথিবীর অগাধা মানুষ তোমাদের সাহায্য করেছে। কিন্তু সত্যিকারের কাজটি করেছে তোমরা। আমি সেটা জানি, তোমরাও সেটা জানো।

কিন্তু—

আমি পৃথিবীর বিজ্ঞান পরিষদের মহাপরিচালক, আমার আদেশ তোমরা আমার সাথে এই ব্যাপারটি নিয়ে কর্তব্য করবে না।

আমরা তার কথার হেসে ফেললাম, মানুষটির মতো এক পরনের বিশ্বাস সারথ্য রয়েছে সেটা অন্য কোন মানুষের মতো দেখিনি।

ইয়োহন রিসি নরম গলায় বললেন, পুরো ব্যাপারটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তোমাদের রাষ্ট্রের ওপর নিশ্চয়ই অসম্মত চাপ পড়বে। এখন তোমাদের রয়োজন বিশ্রাম। আমি কি তোমাদের কোনভাবে সাহায্য করতে পারি?

আমি ইয়োহন রিসির নিকে তাকালাম। বললাম, পা... মহামান ইয়োহন রিসি।

তুমি বল রিকি, তুমি কি যাও।

আমি আমার পকেটে হাত দিয়ে লাল কাগজটি বের করে ইয়োহন রিসির নিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, আমার এই কাগজটি আপনি ফিরিয়ে নেন।

ইয়োহন রিসি কোমল চোখে খনিকক্ষণ আমার নিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর বললেন, ঠিক আছে রিকি, সেটাই যদি তোমার ইচ্ছে।

ইয়োহন রিসি কাগজটি নেবার জন্য হাত বাড়ালেন। সাথে সাথে ইগা, হিশান, যেমি আর নুবা তাদের নিজস্বের লাল কাগজটি বের করে তার নিকে এগিয়ে দেয়। ইয়োহন রিসি খনিকক্ষণ তাদের নিকে তাকিয়ে থেকে হাসতে হাসতে বললেন, পৃথিবীর একেকজন মানুষ এই লাল কাগজের জন্য নিজস্বের রূপ নিয়ে গেল আর তোমরা অবহেলায় সেটা ফিরিয়ে নিচ্ছে?

ইসা একটা বিশ্বাস ফেলে বলল, আমরা হয়তো এই পৃথিবীর উপযুক্ত মানুষ  
নই মহামান্য তিনি। হয়তো কিছু পোলমাল আছে আমাদের।  
ইসরায়েল তিনি মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কিছু একটা পোলমাল আছে।

১১.

ঐশ্ব নিশ্চয়ই করে আমি মাটির নিচে সুড়ঙ্গে সেমে এসেছি। শেষবার যখন  
এবিলিয়াম আমার কাছে লাল কার্ড ছিল, আমি দেখানে ইচ্ছে থেকে পারতাম।  
এখন আমার কাছে সেই লাল কার্ড নেই, মানুষের কিটু মাথা খাঙ্কি করে আমাকে  
নিচে নামতে হয়েছে। আমি স্লোয়াসিং ফার্মের বাইরে পেটের কাছে দাঁড়িয়ে  
রইলাম। ভিতরে এক শিফটের কাজ শেষ হয়েছে, প্রমিকেরা একে একে বের হয়ে  
আসছে। তাদের চোখে-মুখে ত্রাঙ্কি, তাদের শোশাক খুলায় খুলায়। আমি বীক্ষ  
চোখে তাদের নিকে তাকিয়ে থেকে হিশাকে হুঁজতে থাকি। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে  
আমি যখন প্রায় হাল খেড়ে লিখিল্যাম টিক তখন হিশা বের হয়ে এসে, তার  
নবনে হালকা নীল শোশাক, তার মাথায় একটা লাল কমলা শক করে ধাঁধা।

আমি ভিত্ত ঠেসে সামনে ছুটে গোলাম, ভিতকার করে ডাকলাম, হিশা-হিশা-  
হিশা চমকে মুখে ডাকল, আমাকে দেখে এক মুহূর্ত থিখা করে সে হঠাৎ  
আমার দিকে এগিয়ে আসে। আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল,  
রিঙ্কি। তুমি?

হ্যাঁ, হিশা আমি। তুমি ভাল আছ?

হিশা মাথা নাড়ল, ভাল। খানিকক্ষণ ছুপ করে থেকে হঠাৎ করে বলল, আমি  
কদিন থেকে রোমের কথা ভাবছিলাম।

সঠি?

হ্যাঁ। খুব একটা অবাক ব্যাপার হয়েছিল দুদিন আগে।

কি অবাক ব্যাপার?

চারজন মানুষ এসেছিল আমার সাথে দেখা করতে। দুজন পুরুষ দুজন  
মহিলা। বাস খুব বেশি নয় সবাই প্রায় আমাদের বয়সী। কিছু তারা ছিল খুব  
তলতলপূর্ণ মানুষ।

সঠি?

হ্যাঁ। তুমি বিশ্বাস করবে না তাদের কি আশ্চর্য ক্ষমতা! যেটা করতে চায়  
সেটাই তারা করতে পারে। যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে।

১২.

আমি আমার মুখে অবাক হবার একটা টিক খোটাতে চেষ্টা করতে থাকি।  
হিশা চোখে বড় বড় করে বলল, তারা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল একটা রপোর্টের  
ফার্মে।

সঠি?

হ্যাঁ। সারা রাত কথা বলল আমার সাথে। রোমের কথা ভিজেল করল  
অনেকবার। যখন আমি চলে আসছিলাম তখন ফার্মের স্যেকরন এসে আমার  
অনেককগুলি ছবি তুললো, আমার শরীরের মাপ নিল। সব শেষে আমার মস্তিষ্ক  
মাপ করল।

আমি আমার মুখে কিয়র স্লেটাসের চেষ্টা করতে থাকি। হিশা মাথা নেড়ে  
বলল, একটা ব্যাপার রপোর্ট?

কি?

ঐ চারজন মানুষগুলির সাথে আর রোমের সঙ্গে কি একটা মিল রয়েছে।

মিল?

হ্যাঁ, আমি টিক করতে পারছি না মিলটুকু কেমনে কিছু কিছু একটা মিল  
আছে। সেই থেকে আমার কেন জানি শুধু রোমের কথা মনে হবে।

হিশা হঠাৎ খুবে আমার দিকে তাকাল, খানিকক্ষণ আমার চোখের দিকে  
তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি ঐ চারজন মানুষকে চিনে রিঙ্কি?

আমি খানিকক্ষণ হিশার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, হ্যাঁ হিশা।  
আমি তাদের চিনি।

তুমি, তুমি টিক ওদের মতো একজন?

হ্যাঁ হিশা আমি টিক তাদের মতো একজন।

হিশা অনেকক্ষণ ছুপ করে থেকে বলল, তুমি আমাকে কখনো রোমের নিজের  
কথা বলনি, তাই না?

আমি বলিনি কারণ আমি জানতাম না হিশা। আর জানলেও বিশ্বাস করতাম  
না।

হিশা আমার হাত ধরে বলল, তুমি বলবে রোমের কথা?

তুমি কখনে?

কখনে।

আমি হিশাকে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে বললাম, টিক আছে আমি বলব। তুমি  
বিশ্বাস করবে না তবু আমি বলব।

আমি সব সময় রোমের কথা বিশ্বাস করব রিঙ্কি।

১৩.

ত্রিশা আমার দিকে তাকিয়ে খুব সাবধানে তার চোখের পানি মুছে নেয়।

দক্ষিণের পাহাড়ি অঞ্চলের একটি ছোট কুলে বাসাসের পড়ানোর দায়িত্ব নিয়ে আমি আর ত্রিশা শহর ছেড়ে চলে এসেছি। ছোট কাঠের একটা বাসা আছে আমাদের। শীতের বিকেলে যখন তুষার পড়তে থাকে জানালার পাশে আঙনের উষ্ণতায় বসে আমরা জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকি। আমাদের ছোট ছেলেটি ঘরে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতে থাকে-অসম্ভব দুরন্ত একটি শিশু হয়ে বড় হচ্ছে সে।

নুবা, য়োমি, ইগা আর হিশানের সাথে আমার ভাল যোগাযোগ নেই। তপু বছরে একবার আমরা কোথাও এসে একত্র হই, নুবা তার ভালমানুষ হাসি-খুঁপি স্বামীটিকে নিয়ে আসে। হিশানের সাথে আসে তার কম বয়সী বাস্কবী। য়োমি এখনো একা, আমার কেন জানি মনে হয় সারাজীবন সে একই থাকবে। ইগার সাথে একে-কবারে একেকজন আসে, কম বয়সী অপূর্ব সুন্দরী কোন মেয়ে! আমি ত্রিশাকে নিয়ে যাই।

ত্রিশাকে তারা সবাই খুব ভাল করে চিনে, মাঝে মাঝে মনে হয় বুঝি আমার থেকেও ভাল করে।